কৃষি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্তের প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩	৭	৬	২	-	৩		-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ১৩টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারনঃ অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, সঠিক সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু না করার জন্য।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা		সুপারিশ	
১.	আইসিএম ক্লাবসমূহের মধ্যে ১৫%-২০% ক্লাবের রেজিষ্ট্রেশন থাকলেও বাকিগুলোর রেজিষ্ট্রেশন নেই। সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরের শর্তাবলী মেনে ক্লাবসমূহ রেজিষ্ট্রেশেন পেতে আগ্রহী নয়। ক্লাবসমূহের রেজিস্ট্রেশন করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোর কার্যক্রম স্থবির হয়ে যেতে পারে, ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।	১.	প্রকল্পের আওতায় কৃষক ক্লাবসমূহের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন পূর্বক সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরের শর্তাবলী সহজীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে ;
২.	বিভিন্ন প্রকল্প আওতায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা;	২.	কৃষকদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাই চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে এবং সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে ;
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃক প্রকল্প আরো নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশন করা।	৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃক প্রকল্প আরো নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশন করা প্রয়োজন।

"বৃহত্তর রংপুর কৃষি এবং গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত : জুন, ২০১৩।

১।	প্রকল্পের নাম	:	বৃহত্তর রংপুর কৃষি এবং গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৪।	প্রকল্পের আবস্থান	:	রংপুর বিভাগের রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা।
৫।	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

ডিএই+এলজিইডি

অংগের নাম	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	ডিপিপি অনুযায়ী (সংশোধিত) প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল প্রাক্কলিত কালের %)
	মোট জিওবি আইডিবি	মোট জিওবি আইডিবি	মোট জিওবি আইডিবি	মূল	সংশোধিত		
ডিএই অংগ	৪৭৪৫.০৩ ১৩৩৯.০০ ৩৪০৬.০৩	৪১৫৩.৩৪ ৮৫৮.৯৬ ৩২৯৪.৩৮	৩৭১০.৩৭ ৭৯৮.২১ ২৯১২.১৬	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন ২০১১	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন ২০১৩	৫০%	--

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **প্রকল্পের পটভূমি:** প্রকল্পটি বৃহত্তর রংপুর জেলা অর্থাৎ রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রাম জেলার মোট ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের ভূমিহীনতা প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের জীবন-যাপন মান উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা।

প্রকল্পটির অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ঋণ সহায়তা প্রদান করে।

৭.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

(১) শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা;
(২) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের পুষ্টিহীন উন্নয়নকরণ;
(৩) ক্ষুদ্র খামার তৈরীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ;
(৪) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.২ **প্রকল্প অনুমোদন অবস্থা:** বৃহত্তর রংপুর-এর ৫টি জেলার কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিএই ও এলজিইডি কর্তৃক জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে ৭৬৫৬.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬৭৪.২৭ ও আইডিবি সাহায্য ৫৯৮২.২৩ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০-০৯-২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে দাতা সংস্থার ঋণ চুক্তির মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বলবৎ থাকায় এবং নির্মাণ সামগ্রীর দর বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে ৬৯৪৫.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৭৫.৪১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫৮৭০.৪৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫-১১-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আইএমইডি সম্মতিক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩) বৃদ্ধি করা হয়।

৮। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি:</u>** প্রকল্পটি ডিএই অংশের বাস্তবায়ন আর্থিক অগ্রগতি ৩৭১০.৩৭ লক্ষ টাকা (৮৯.৩৩%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। এলজিইডি'র অংশের বাস্তবায়ন আর্থিক অগগ্রতি ২৭৭৩.৩৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৩১%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বিস্তারিত অগ্রগতি তথ্য পরিশিষ্ট –'ক'।

৯। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

<u>ডিএই অংশ</u>

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
২০০৬-০৭	৩৮.০০	৩৮.০০	--	৩৫.৮৯	৩৪.৬৫	৩৪.৬৫	--
২০০৭-০৮	৪৪৪৮.০০	৩৫৯.০০	৮৯.০০	৩২৫.৯৪	৪১৩.৭৬	৩২৫.৫৭	৮৮.১৭
২০০৮-০৯	৪১৬.০০	২২৮.০০	১৯০.০০	২২৩.৬৬	৩৩৯.৪২	১২০.৫০	১৮৭.৯২
২০০৯-১০	২১৪৭.০০	২১৬.০০	১৯৪৭.০০	২১৬.০০	২০১৪.০৬	৯৪.২০	১৯৩০.৯৪
২০১০-১১	৬২৩.০০	২৬২.০০	৩৮৫.০০	২১২.৫০	৪৬৫.৬৬	১০২.৮৭	৩৬০.৭৭
২০১১-১২	১৬৪.০০	৭৩.০০	৯১.০০	৮৩.০০	১৬২.০৭	৭১.১১	৯০.৯৪
২০১২-১৩	৩০৭.০০	৭৩.০০	৫৯২.৩৮	৫৩.০০	৩০২.৭৫	৪৯.৩৭	২৫৩.৩৬
মোট:	৮১৪৩.০০	৫৩.০০	৩২৯৪.৩৮	১১৪৯.৯৯	৩৭৩২.৩৭	৭৯৮.২৭	২৯১২.১০

<u>এলজিইডি অংশ</u>

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
২০০৬-০৭	২৯.০০	৪.০০	২৫.০০	১.৯৫	১.৯৫	১.৯৫	--
২০০৭-০৮	২২.০০	১২.০০	১০.০০	১১.৩৯	৭.৬৯	৭.৬৯	--
২০০৮-০৯	৪৫৪.০০	১৩৭.০০	৩১৭.০০	১৩৬.৫৬	৪৪৬.৭৯	১২৯.৭৯	৩১৭.০০
২০০৯-১০	২১৩০.০০	৩৭.০০	২০৯৩.০০	২৪.০০	১৯৫৫.৮৮	১৮.৮৮	১৯৩৭.০০
২০১০-১১	১১৪.০০	২৬.০০	৮৮.০০	২৬.০০	৯৯.৯৬	১১.৯৬	৮৮.০০
২০১১-১২	৯৩.০০	১৩.০০	৮০.০০	১৩.০০	৮৪.৪৩	৫.৬০	৭৯.০৩
২০১২-১৩	১৮৩.০০	৩৩.০০	১৫০.৩৮	৩৩.০০	১৭৬.৪৭	২৭.৫০	১৪৮.৯৭
মোট:	৩০২৫.০০	২৬২.০০	২৭৬৩.০০	২৪৬.৪৩	২৭৭৩.৩৭	২০৩.৩৭	২৫৭০.০০

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

<u>ডিএই অংশ</u>

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মো: আবু তাহের অতিরিক্ত পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৫-০৭-২০০৬ হতে ২৪-০৬-২০০৯
ডা: মো: আব্দুল মালেক তালুকদার অতিরিক্ত পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৬-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩

<u>এলজিইডি অংশ</u>

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মো: নজরুল ইসলাম	পূর্ণকালীন	১৩-০৩-২০১১ হতে ২৪-০৬-২০১৩
মো: মতিউর রহমান	পূর্ণকালীন	১৮-০১-২০০৯ হতে ১৩-০৩-২০১১
মো: নাসিক উদ্দিন	পূর্ণকালীন	০১-০৭-২০০৬ হতে ১৮-০১-২০০৯

১১। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক/সংশোধিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;

- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা/PEC সভার কার্যবিবরণী;
- মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
- উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভা।

১২। **পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক ০১-১১-২০১৩ এবং ০২-১১-২০১৩ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যবেক্ষনসমূহ নিম্নরূপ:

১২.১ ডিএই অংশ:

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ প্রকল্পের আওতায় এনজিও নিয়োগের মাধ্যমে সর্ব ৫,০০০টি গ্রুপ/সমিতি (প্রতিটি গ্রুপ ২০ জন করে) নির্বাচন করা হয়। রংপুর জেলার সদর উপজেলায় চক ইসুবপুর, ইউনিয়ন রাজেবন্দ্রপুর কৃষক সমিতি ও গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাহপুর উপজেলার বুজরুক পাকামোচা কৃষক সমিতি-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পর্যবেক্ষণে মতামত নিম্নরূপঃ

(১) উপকারভোগী কৃষকগণকে একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একদিনের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয় বলে উপকারভোগীগণ জানান।

(২) কৃষকদের (প্রশিক্ষণ ভাতাসহ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়নি।

(৩) ২৫০ টাকা প্রশিক্ষণ সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক মজুরী ৩০০ টাকার উর্ধ্বে। সে হিসেবে প্রশিক্ষণ সম্মানি বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকগণ/উপকারভোগীগণ সুপারিশ করে।

(৪) কৃষককে ঋণ/আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হলেও কৃষকপরিচয়পত্র ও ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও কৃষি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হয়েছে।

(খ) **সেচনালা নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় ৫৮৪২ মিটার (গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে) এবং ১৭৮৫০ মিটার (অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে) পাকা সারফেস সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। রংপুর জেলার সদর উপজেলায় চক টসুবপুর গভীর নলকূপের এলাকায় নির্মিত সেচনালা পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের এ অংশে ৪০০ মিটার পাকা সারফেস সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষকদের মতে এটি প্রয়োজনের তুলনায় এক চতুর্থাংশ যা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। তারা আরো জানান যে, সারফেস সেচনালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ সেচনালা করা হলে ভূমি ও পানির অপচয় কম হবে এবং তাদের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ সেচনালা নির্মাণের ফলে কৃষকগণ উপকৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

(গ) **ভবন সম্প্রসারণঃ** রংপুর আঞ্চলিক অফিসের একতলা বিশিষ্ট ভবনের দোতলা (২৬০ বর্গ মিটার) পর্যন্ত সম্প্রসারণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। যা বর্তামানে নীচ তলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও দোতলায় অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুরের অফিসে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে উল্লিখিত কাজের মান সন্তোষজনক প্রতিয়মান হয়েছে। তবে এক একর জায়গার মধ্যে অর্ধেক পরিমাণ ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। বাকী অর্ধেক অর্থাৎ সম্পূর্ণ জায়গাটি ভূমি উন্নয়ন করা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ফলে সরকারী জায়গা স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়েছে।

(ঘ) **প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুসারে ১০টি উপজেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১৪০ বর্গ মিটার) পরিদর্শন করা হয়। এক তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং চেয়ার, টেবিলসহ প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (হোয়াইটবোর্ড, ডিসপ্লে বোর্ড, মার্কার, প্রজেক্টর, ম্যাগাফোন, ওয়টার কুলার ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে, কৃষকদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা কৃষি অধিদপ্তরের একটি নিয়মিত কাজের অংশ। ফলে প্রশিক্ষণ ভবনটি নির্মাণের ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর সুবিধা হয়েছে।

(ঙ) **কৃষি নার্সারী স্থাপনঃ** প্রকল্পের আওতায় ২৪টি কৃষি নার্সারী স্থাপনে প্রতিটি ২ লক্ষ টাকা করে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে ব্যয় করা হয়েছে। রংপুর জেলার সাদূল্লাহপুর উপজেলা স্থাপিত নার্সারী পরিদর্শন করা হয়। স্থাপিত নার্সারীতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে, বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিক্রয় করে নার্সারী খাতে বর্তমানে প্রায় চার লক্ষ টাকা (ঘূর্ণায়মান) সঞ্চয় করা হয়েছে এবং উক্ত আয়কৃত অর্থে নার্সারীতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত উক্ত নার্সারী থেকে ১৩,০০০ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/কলম কৃষকদের মাঝে নামমাত্র মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

(চ) **কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহঃ** প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪৬৮৫টি অগভীর নলকূপ, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার, গোডাউন থ্রেসার, হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, ড্রাম, উইডার, মিডকাম কারটিনাইজার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহের ডিপিপি সংস্থান ছিল। উল্লেখিত কৃষি যন্ত্রপাতি আইডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক বিধি অনুসরণ করে ক্রয় ও চাষী দলের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

পরিদর্শনকালে গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাহপুর উপজেলায় বুজরুক পাটানোছা সমিতির স্যালো টিউব ওয়েল চালু অবস্থায় দেখা যায়। চাষীগণ জানান যে, এ স্যালো মেশিনটি দিয়ে তারা সারা বৎসর বিভিন্ন প্রকার মৌসুমী ফসল উৎপাদন করছে।

(ছ) **কৃষি ঋণ বিতরণঃ** প্রকল্প এলাকার চাষীদের ঋণ সহায়তা দেয়ার জন্য প্রকল্পে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক দুটি এনজিও-কে দিয়ে ঋণ বিতরণের বিধান ছিল। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক দুটি এনজিও-কে দিয়ে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এনজিও কর্তৃক ২৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করে চাষীদের মাঝে বিতরণ না করে আত্মসাৎ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি সিদ্ধান্তের আলোকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সে মতে ডিপিপি সংশোধন করা হয়।

(জ) **আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণঃ** সংশোধিত ডিপিপিতে রংপুরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও লালমনিরহাটে জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২৭৮০ বর্গ মিটার) উর্ধ্বমুখী ৪তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের ডিপিপি সংস্থান থাকলেও মাটি পরীক্ষা ফলাফলে চারতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ উপযোগী না হওয়ায় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দোতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। সম্প্রসারিত দোতলায় অতিরিক্ত পরিচালকের অফিস (রংপুর) এবং উপ-পরিচালক অফিস (লালমনিরহাট) হিসাবে ব্যবহৃত হছে।

১২.২ এলজিইডি অংশঃ

(ক) **গ্রোথ সেন্টার নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় ৯টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। রংপুর জেলায় সদর উপজেলায় নির্মিত গ্রোথ সেন্টারটি পরিদর্শন করা হয়।

প্রাক্কলিত চুক্তি মূল্য ৪৯.৩৩ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ১০০%। কাজের ধরণঃ ফিসসেড-১, মিটসেট-১, মাল্টিপারপাস সেড-৬, টয়লেট-১, আরসিসি রোড -৯৫ মিটার, সিসি রোড-২১৮ মিটার, ড্রেন-১৩৫ মিটার, টিউবওয়েল-২, গারবেস পিট-২।

আপাতঃ দৃষ্টিতে কাজের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। উপকারভোগী এলাকাবাসী জানান যে, গ্রোথ সেন্টারটি নির্মাণের ফলে পূর্বের তুলনায় গ্রোথ সেন্টারে লোক সমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকায় উৎপাদিত ফসলদি ক্রয়/বিক্রয়ে এর জন্য বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

(খ) **পাকা রাস্তা নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুসারে ৩০ কিঃ মিঃ গ্রামীন পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। রংপুর জেলায় মিঠাপুর ও গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাহপুর উপজেলায় নির্মিত দুইটি রাস্তা পরিদর্শন করা হয়। পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

জেলা/উপজেলা	স্কীমের/প্যাকেজের নাম	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	অগ্রগতি	মন্তব্য
গাইবান্ধা সাদূল্লাহপুর	বামনডাংগা, দোপডাংগা বায়া নলডাংগা, জিসির রাস্তার উন্নয়ন (চেইনের ৫৯৮৫-৭৯৮৫ মিটার)	২০০০ মিটার	১২ ফুট	৮৭.৫৭	৭৮.২০	১০০%	১১% নিম্নদর
রংপুর মিঠাপুকুর	উদয়পুর হতে বেন্দাবাড়ি চেইন ০০-১২৩০ মিটার	১২৩০ মিটার	১২ ফুট	৩১.৬৩	৪২.৫২	১০০%	২৫.৫৮% উর্ধ্বদর

পর্যবেক্ষণঃ ড্রইং/ডিজাইন অনুসারে ২০০ এমএম সেন্ড ফিলিং, ১৫০ এমএম সাব বেইজ, ১০০ এমএম ডব্লিউ বিএম, ২৫ এমএম বিটুমিনাস কার্পেটিং এবং ৭ এমএম সিল কোট করা হয়েছে। নির্ধারিত কয়েকটি স্থানে গর্ত করে পরিমাণ সমূহ সন্তোষজনক পাওয়া যায়।

অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০% হতে ২৫% পর্যন্ত উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয় করা হয়।

১২.৩। **সাহায্য সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন ও মূল্যায়নঃ** সাহায্য সংস্থার আইডিবি মিশন কর্তৃক সর্বমোট ৩ বার এবং বিভিন্ন সময়ে একাধিক টিম প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। আইডিবি'র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিষয়ে Highly Satisfactory উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.৪। **ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনাঃ** পরিদর্শিত প্রকল্প অংগের ক্রয় কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করা হয়। পিপিআর -২০০৮ অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যথাযথ ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন ও (ডিএই অংশের মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং এলজিইডি অংশ প্রধান প্রকৌশলী) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সাহায্য সংস্থা (আইডিবি এর সম্মতি স্বপেক্ষে কার্যাদেশ সম্পাদন করা হয়েছে। তাছাড়া ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
শস্য বহুমুখীকরণ; পুষ্টিমান উন্নতকরণ; ক্ষুদ্র খামার তৈরীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও নিবিড় এবং শস্য বহুমুখীকরণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক চাষীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে প্রকল্প এলাকায় বহুবিদ ফসল উৎপাদন ও ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি ও ফলমূল আবাদের ফলে এলাকার মানুষের পুষ্টির অভাব দূর হয়েছে। রাস্তাঘাট, হাট বাজার ও বিভিন্ন কাঠামো নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১। কৃষকদের এক দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও তাদের কোন ক্রেডিট বা আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়নি।

২। গভীর ও অগভীর নলকূপ এলাকায় পাকা সারফেস সেচনালা তৈরী করা হয়েছে। যা কৃষকদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হয়নি।

১৬। **সুপারিশঃ**

১। সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণ কালে কৃষকদের ১ দিনের পরিবর্তে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সম্মানী ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৪০০ হতে ৫০০ টাকা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে (অনুঃ ১২.১ (ক)।

২। ভূমি ও পানির অপচয় রোধে এবং উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সারফেস সেচনালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে (অনুঃ ১২.১(খ)।

৩। নার্সারী উন্নয়ন খাতের আয়কৃত ঘর্ণয়মান অর্থ সদ্বব্যবহারকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুঃ ১২.১(ঙ)।

৪। প্রকল্পের আওতায় সার্বিক কৃষক দল/সমিতি ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকগণ যাতে প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ অব্যবহত রাখতে পারে,সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে (অনুঃ ১২.১ (চ)।

৫। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশ) বাস্তবায়িত রাস্তার, গ্রোথসেন্টার ও অন্যান্য অবকাঠামো-এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকল্পে নিয়মিত মেরামতের বিষয়ে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুঃ ১২.২ (ক,খ)।

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নধীন অবস্থায় প্রকল্প পরিচালককে বদলী/নিয়োগের বিষয়ে বিধি অনুসারে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই অত্র প্রকল্পের পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বদলী/নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটি'র সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুঃ ১০)।

''এগ্রিকালচার সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট-২য় পর্যায় (এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন কম্পোনেন্ট) (৩য় সংশোধিত)''

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৩)

১.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

৩.০ প্রকল্পের অবস্থান : ৬৪ টি জেলার ৩৩৫ টি উপজেলা

৪.০ <u>প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়</u> :

(<u>লক্ষ টাকায়</u>)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়(মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১১৮৮৯.৫৯ (১০৮৯৯.৬৯)	১২১০০.০০ (১০৭৫৪.২৫)	১২০৭৪.০০ (১০৭৩৪.৮৫)	অক্টোবর, ২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর,২০১২	অক্টোবর, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	অক্টো, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	২১০.৪১ ১.৭৭%)	০৯ মাস (১২%)

৫.০ <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ</u> প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ১২১০০.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১৩৪৫.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ডানিডার অনুদান ১০৭৫৪.২৫ লক্ষ টাকা।

৬.০ <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u> ''এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন কম্পোনেন্ট, এগ্রিকালচার সেক্টর প্রোগ্রাম'' এর ০৩টি কম্পোনেন্ট এর মধ্যে AEC (Agriculture Extension component) অন্যতম একটি কম্পোনেন্ট। ASPS-II প্রকল্পটি ১১৮৮৯.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

এগ্রিকালচার সেক্টর সাপোর্ট প্রোগ্রাম এর প্রথম পর্যায়ের "স্ট্রেংদেনিং প্লান্ট প্রটেকশন সিস্টেম (এসপিএসএস)" প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে কৃষিক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুল সৃষ্টি, কৃষক ক্লাব গঠন এবং কৃষক প্রশিক্ষক তৈরী হয় যা কৃষি সম্প্রসারণে অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটায়। প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ের ইতিবাচক প্রভাবের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ASPS-II এর অন্যতম কম্পোনেন্ট হিসাবে "এগ্রিকালচার এক্সটেনশন কম্পোনেন্ট (AES; ASPS-ii)" প্রকল্পটি গৃহীত হয়। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে ইনপুট ডিলারদের দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণার মাধ্যমে উপযুক্ত কৃষি-প্রযুক্তি সনাক্তকরণ, কৃষক ক্লাবের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। গণমাধ্যম ও আইসিটি ব্যবহার করে কৃষি সম্প্রসারন ও কৃষিবাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি সকল পর্যায়ের কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রকল্পে খাত সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের ৬৮টি জেলার ৩৩৫টি উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবর্তীতে ১ম সংশোধনের মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১২১০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত এবং ৩য় সংশোধনীর মাধ্যমে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</u> :

১) সমন্বিত ও টেকসই কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে দরিদ্র, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা ;

২) সমন্বিতভাবে ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষককে সহায়তা প্রদান করা ; এবং

৩) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।

৮.০ কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৪	৫	৬	৭
	ক) রাজস্ব খাত :				
১.	জনবলের বেতন ভাতাদি				
	ক) জিওবি কর্মকর্তা এবং কর্মচারী	৩৫ জন	৪২৩.০৯	৩৫ জন (১০০%)	৪১৮.০০ (৯৯%)
	খ) ডানিডা কর্মকর্তা এবং কর্মচারী	২৪ জন	১০৬৭.৬৬	২৪ জন (১০০%)	১০৬৫.৫৩ (৯৯%)
	গ) সাপোর্ট টু এমটি'এস	০৮ জন	১৯২.৫৭	০৮ জন (১০০%)	১৯২.৫৭ (১০০%)
২.	কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস)	১১৯৪৯ জন	৫৬৩৩.০২	১১৯১৩ জন (৯৯%)	৫৬৩১.০০ (৯৯%)
৩.	কৃষক সংগঠনে সহায়তা প্রদান	৪৪০৫ জন	১৩৯৭.০৯	৩১৯৩ জন (৭২%)	১৩৯৩.৮৪ (৯৯%)
৪.	কৃষক প্রশিক্ষক তৈরী	২৭২৭ জন	২২৪.৪৮	২৭২৭ জন (১০০%)	২২৪.৪৮ (১০০%)
৫.	খাদ্য ও পুষ্টি কর্মশালা	১৫৬৩ টি	৪১.৬৩	১৫৬৩ টি (১০০%)	৪১.৬৩ (১০০%)
৬.	গণমাধ্যমে ও তথ্য প্রযুক্তি	১২৯ টি	১৪৮.৩৬	১২৯ টি (১০০%)	১৪৪.০৮ (৯৭%)
৭.	কৃষি গবেষণা	৬২৫১ টি	২৯৫.২৫	৬৩৪৭ টি (১০২%)	২৯৪.৬৫ (৯৯%)
৮.	বীজ খাতের উন্নয়ন	২৯৬ টি	৭২৬.১১	২৪৯ টি (৯৯%)	৭২৫.৭৮ (৯৯%)
৯.	প্রকল্প পরিচালনা ব্যয়	থোক	১৪৪১.৩১	থোক	১৪৩৩.০১ (৯৯)
	উপমোট=		**১১৫৯০.৫৭**		**১১৫৬৪.৫৭**
	খ) মুলধন খাত :				
১০.	জীপ ও পিক-আপ	২+২ টি	৬৭.১৯	২+২ টি (১০০%)	৬৭.১৯ (১০০%)
১১.	মটরসাইকেল	২২৪ টি	১৫৪.২৫	২২৪ টি (১০০%)	১৫৪.২৫ (১০০%)
১২.	বাইসাইকেল	১৪৪৩ টি	৯৫.৪৫	১৪৪৩ টি (১০০%)	৯৫.৪৫ (১০০%)
১৩.	কম্পিউটার (প্রিন্টার, ইউপিএসসহ)	৫৬ টি	১৭.১২	৫৬ টি (১০০%)	১৭.১২ (১০০%)
১৪.	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক	১ টি	৯.৬০	১ টি (১০০%)	৯.৬০ (১০০%)
১৫.	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪ টি	১.৭৮	৪ টি (১০০%)	১.৭৮ (১০০%)
১৬.	ফটোকপিয়ার	১ টি	৫.৫০	১ টি (১০০%)	৫.৫০ (১০০%)
১৭.	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৮.০২	থোক	৮.০২ (১০০%)
১৮.	সিডি/ভ্যাট	থোক	১৪২.৫৭	থোক	১৪২.৫৭ (১০০%)
১৯.	কন্টিনজেন্সি	থোক	৭.৯৫	থোক	৭.৯৫ (১০০%)
	উপ-মোট=		**৫০৯.৪৩**		**৫০৯.৪৩**
	সর্বমোট (ক+খ)=		**১২১০০.০০**		**১২০৭৪.০০ (৯৯.৭৮%)**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** পিসিআর মূল্যায়ন, প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়ে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই বলে জানা যায়।

১০.১ প্রকল্পটির অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ

প্রকল্পটি ১১৮৮৯.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক ১৭/০৫/২০০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধনের মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১২১০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত এবং ৩য় সংশোধনীর মাধ্যমে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১০.২ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১০.৩ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব মো: হাসানুল হক, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর	√	-	০১.১০.২০০৬ থেকে ০১.০২.২০১০
জনাব মো: মকবুল হোসেন, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর	√	-	০১.০২.২০১০ থেকে ২৭.০৬.২০১১
জনাব মো: সাদেক হোসেন, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর	√	-	২৭.০৬.২০১১ থেকে ৩০.০৬.২০১৩

১০.৪ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৬-২০০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০৪.৭৫	০.০০	৩০৪.৭৫
২০০৭-২০০৮	১৭২১.০০	২৬৬.০০	১৪৫৫.০০	২১১.৮৩	১৫৪৫.৬২	২১১.৮৩	১৩৩৩.৭৯
২০০৮-২০০৯	২৯৩২.০০	১৯৫.০০	২৭৩৭.০০	১৬৯.২৫	২৭৭৮.৯৭	১৬৯.২৫	২৬০৯.৭২
২০০৯-২০১০	২৭২৫.০০	২৪৬.০০	২৪৭৯.০০	১৬৮.২১	২৪৮৫.৮৪	১৬৮.২১	২৩১৭.৬৩
২০১০-২০১১	১৮৭২.০০	২০৪.০০	১৬৬৮.০০	১৮৮.৬২	১৭৬৮.৬৪	১৮৮.৬২	১৫৮০.০২
২০১১-২০১২	১৯৮৮.০০	৩২৮.০০	১৬৬০.০০	৩১৮.৪৫	১৭২২.৪৫	৩১৮.৪৫	১৪০৪.০০
২০১২-২০১৩	১৪৯৩.০০	২৮৯.০০	১২০৪.০০	২৮৯.০০	১৪৬৭.৭৩	২৮২.৭৯	১১৮৪.৯৪
মোট =	**১২৭৩১.০০**	**১৫২৮.০০**	**১১২০৩.০০**	**১৩৪৫.৩৬**	**১২০৭৪.০০**	**১৩৩৯.১৫**	**১০৭৩৪.৮৫**

১০.৫ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

গত ১২/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কিশোরগঞ্জ, ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে রংপুর ০৬/০৬/২০১৪ তারিখে দিনাজপুর জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন।

পরিদর্শিত এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০ শতাংশ আই্সিএম (ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট) ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আইসিএম ক্লাবকে সহায়তা, অর্গানিক উপায়ে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী,বসত-বাড়িতে সবজি চাষ,ছোট ফল বাগান স্থাপন,সার ব্যবস্থাপনা,আয় বর্ধনে বাড়ির আঙ্গিনায় ফল ও সবজি চাষ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা যায়।বিশেষ করে মহিলাদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে তাদের পৃথকভাবে বসত-বাড়িতে সবজি চাষ,কম্পোস্ট সার উৎপাদন,গাভী পালন,বীজ সংরক্ষণ ও সাস্থ্যসম্মত বন্ধুচুলা/উন্নত চুলা ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক প্রশিক্ষকদের (এফটি) সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, তারা এফটি-টিওটি কোর্স যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পর এফএফএস পরিচালনা করেছে। বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ ধান সবজি ও ফলে কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইপিএম(ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা) এর আলোকে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।প্রকল্পের আওতায় উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের (Motivational Tour) মাধ্যমে সফল কৃষকের বাণিজ্যিক খামার পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছে এবং বাণিজ্যিক কৃষির ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।কৃষক-কৃষাণীরা প্রশিক্ষণ ও মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন এফএফএস কৃষক ও প্রশিক্ষকদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, তাঁরা বন্ধুপোকা ও শত্রুপোকা (ক্ষতিকর পোকা) সনাক্ত করতে শিখেছে। ধানক্ষেতে গাছের ডাল পোতা (পার্চিং-লাইভ পার্চিং, ডেড পার্চিং) এবং সবজি ক্ষেতে আলোক ফাঁদ ও সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার, সঠিক বয়সের চারা রোপন,গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহারে কৃষকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে মর্মে আলোচনাকালে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শিত এলাকা ধান ও সবজি ও ফল চাষে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বলে কৃষকগণ মতামত দিয়েছেন। সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন রোগ ও বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে মাছের পুকুরে মাচা তৈরী করে সবজি চাষ, ধান ক্ষেতের আইলে, আঙ্গিনাসহ পতিত জমিতে সবজি চাষের ফলে চাষাবাদের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকের আয়

বেড়েছে।সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষকের ফসল উৎপাদন, আয়বর্ধন,কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে।

পোকা দমনে সবজি ক্ষেতে ফাঁদ ব্যবহার	জমির আইলে সবজি চাষ
পুকুরে মাচা তৈরী করে সবজি চাষ	পোকা দমনে ধানক্ষেতে পার্চিং ব্যবহার
পতিত জমিতে সবজি চাষ	ক্লাবের সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ে রোপিত বৃক্ষ

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১) দরিদ্র, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষকের সমন্বিত ও টেকসই কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা	১) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেখা গেছে যে, একজন এফএফএস কৃষকের মাথাপিছু আয় এফএফএস বহির্ভূত কৃষক থেকে ১০% বেশি এবং প্রকল্প শুরুর সময়ের আয় হতে বর্তমান আয় ৮৭% বেশি। ৯১% এর বেশি এফএফএস নিজস্ব উৎপাদন থেকে পর্যাপ্ত খাদ্য চাহিদা পূরণ করে যা প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ শুরু হবার সময় ছিল ৬৬%। জরিপে দেখা গেছে বেইজ লাইন সার্ভের সময় এফএফএস পরিবারগুলোর ৫ %৩২মহিলা ও %কিশোরী মেয়ে মারাত্নক অপুষ্টির শিকার ছিল যা বর্তমানে যথাক্রমে ২%ও ১৪% । সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি নিয়মিত চর্চা হলে এ হার ভবিষ্যতে আরো কমে যাবে।
২) সমন্বিত ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ	২) দেশব্যাপী ৩৬৫ টি উপজেলার মাঠ পর্যায়ের ১৪৮৬ জন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষককে সহায়তা প্রদান করা	মাঝে সংগঠন করা সম্ভব হয়েছে। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কৃষকদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে উন্নত কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে চাষাবাদ করছে। পুকুরের উপর মাচা তৈরী করে সবজি চাষ, ধানক্ষেতে পোকার আক্রমন প্রতিহত করার জন্য পার্চিং স্থাপন। সবজি ক্ষেতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ পেতে ক্ষতিকর পোকা নিধনের মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে। বসত বাড়ির পতিত জমি, ধানক্ষেতের আইলে সবজি চাষের মাধ্যমে তাদের যেমন বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়েছে তেমনি শস্যের নিবিড়তা ও শস্য বহুমুখিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের গবেষকদল ১৫০ রকমের কৃষিপ্রযুক্তির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃষকদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে ৫০ রকমের প্রযুক্তি নির্বাচন করে ৩৪১৫ টি মাঠ প্রদর্শনীর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের ২২২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইসিএম ক্লাব ও এফএফএস মনিটরিং এর উপর এবং ১৫৬৩ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক (ডিটি) ও কৃষক প্রশিক্ষককে পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১২.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ</u> :
প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.০ <u>সমস্যাঃ</u>

১৩.১ রংপুরের সদর উপজেলার রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুর আইসিএম কৃষক ক্লাবের সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টায় ক্লাবের সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ে পথের দুপাশ রোপিত ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ দৃশ্যমান হয়েছে। বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ প্রশংসীয় হলেও ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় বৃক্ষ রোপণ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলে জানা যায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ক্লাব সদস্যদের অন্যান্য বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত করতে পারতেন ; এবং

১৩.২ আইসিএম ক্লাবসমূহের মধ্যে ১৫%-২০% ক্লাবের রেজিষ্ট্রেশন থাকলেও বাকিগুলোর রেজিষ্ট্রেশন নেই। সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরের শর্তাবলী মেনে ক্লাবসমূহ রেজিষ্ট্রেশেন পেতে আগ্রহী নয়। ক্লাবসমূহের রেজিস্ট্রেশন করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোর কার্যক্রম স্থবির হয়ে যেতে পারে, ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

১৪.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় কৃষক ক্লাবসমূহের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন পূর্বক সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরের শর্তাবলী সহজীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে ;

১৪.২ যে সকল চলমান প্রকল্পে কৃষক প্রশিক্ষণ অংগ রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে ;

১৪.৩ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে আইসিএম ক্লাব সদস্যদের সম্পৃক্ত করে ক্লাবকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করা যেতে পারে ;

১৪.৪ কৃষকদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাই চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে এবং সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে ;

১৪.৫ ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে উৎপাদনে কম পানির প্রয়োজন হয় এমন ফসল নির্বাচন করা যেতে পারে ;

১৪.৬ বর্তমানে ডানিডা'র অর্থায়নে "সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা" নামে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিচালনা করতে হবে।

''সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)-২য় পর্যায় -১ম সংশোধিত''

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৩)

১.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

৩.০ প্রকল্পের অবস্থান : ৬৪ টি জেলার ২৭০ টি উপজেলা

৪.০ <u>প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়</u> :

(<u>লক্ষ টাকায়</u>)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সংশোধিত			
২১২৫.০০ (-)	২১৮৮.৫২ (-)	২১৮১.৮৪ (-)	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	৫৬.৮৪ (২.৬৭%)	৬ মাস (৭.২%)

৫.০ <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ</u> সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ <u>কাজের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন</u> (প্রদত্ত পিসিআর অনুযায়ী) :

(<u>লক্ষ টাকায়</u>)

ক্র: নং	**অংগের নাম**	**সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
		বাস্তব	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
১	২	৪	৫	৬	৭
	ক) <u>রাজস্ব খাত</u> :				
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	১০ জন	৭৯.৬৪	১০ জন (১০০%)	৭৪.৯১ (৯৪%)
২.	কর্মচারীদের বেতন	১২ জন	২১.২১	১২ জন (১০০%)	২০.০৪ (৯০%)
৩.	ভাতাদি (টিএ/ডিএসহ)	২২ জন	৮২.৮৫	২২ জন (১০০%)	৮২.৬৬ (১০১%)
	উপমোট=		**১৮৩.৭০**		**১৭৭.৬১**
	<u>সেবা ও সরবরাহ</u> :				
৪.	আইপিএম ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১৩ ব্যাচ	৮.১৬	১৩ ব্যাচ (১০০%)	৮.১৬ (১০০%)
৫.	রিফ্রেশার কোর্স ডিটি	১৪ ব্যাচ	১৫.৪০	১৪ ব্যাচ (১০০%)	১৫.৪০ (১০০%)
৬.	ডিটি টিওটি	০২ ব্যাচ	৭০.৯৮	০২ ব্যাচ (১০০%)	৭০.৯৮ (১০০%)
৭.	এফটি টিওটি	০৪ ব্যাচ	১৫.২০	০৪ ব্যাচ (১০০%)	১৫.১৯ (১০০%)
৮.	রিফ্রেশার কোর্স এফটি	১৪ ব্যাচ	১৭.১৮	১৪ ব্যাচ (১০০%)	১৭.১৮ (১০০%)
৯.	ফলোআপ ট্রেনিং	২৩০০ ব্যাচ	৪১.৪০	২৩০০ ব্যাচ (১০০%)	৪১.৪০ (১০০%)
১০.	সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ	১৪ ব্যাচ	৭.০০	১৪ ব্যাচ (১০০%)	৭.০০ (১০০%)
১১.	শিক্ষানবীশ এফটি	৮৮ জন	২.৯৯	৮৮ জন (১০০%)	২.৯৯ (১০০%)
১২.	কৃষক মাঠ স্কুল ডিটি	৩২০২ টি	১১৬৪.৯৬	৩২০২ টি (১০০%)	১১৬৪.৬১ (১০০%)
১৩.	কৃষক মাঠ স্কুল এফটি	৭০০ টি	২৪১.৫০	৭০০ টি (১০০%)	২৪১.৫০ (১০০%)
১৪.	ফলের ওপর কৃষক মাঠ স্কুল	৫০ টি	২০.০০	৫০ টি (১০০%)	২০.০০ (১০০%)
১৫.	আইপিএম ক্লাব সদস্যের কংগ্রেস	২৭০	৪৬.৭১	২৭০ (১০০%)	৪৬.৭১ (১০০%)
১৬.	আইপিএম ক্লাবকে সহায়তা	২৫০০ টি	৫০.০০	২৫০০ টি (১০০%)	৫০.০০ (১০০%)
১৭.	বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল (প্রদর্শনী)	৫৪০ টি	৫০.০০	৫৪০ টি (১০০%)	৫০.০০ (১০০%)
১৮.	অর্গানিক ফার্মিং (প্রদর্শনী)	৫৪০ টি	১১.৩২	৫৪০ টি (১০০%)	১১.৩২ (১০০%)
১৯.	কারিকুলাম উন্নয়ন কর্মশালা	০১ টি	১.০০	০১ টি (১০০%)	১.০০ (১০০%)

ক্র: নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৪	৫	৬	৭
২০.	পোকা দমন ওয়ার্কশপ	৩০ টি	৯.০০	৩০ টি (১০০%)	৯.০০ (১০০%)
২১.	আইপিএম অপারেটর/ গবেষক ওয়ার্কশপ	০১ টি	১.০০	০১ টি (১০০%)	১.০০ (১০০%)
২২.	পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ-এফটি	৪০ ব্যাচ	২৯.৪৮	৪০ ব্যাচ (১০০%)	২৯.৪৮ (১০০%)
২৩.	পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ-ডিটি	৩০ ব্যাচ	১৩.১৩	৩০ ব্যাচ (১০০%)	১৩.১৩ (১০০%)
২৪.	মধ্যমেয়াদী এবং প্রকল্প শেষ মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ	০২ টি	৪.০০	০২ টি (১০০%)	৪.০০ (১০০%)
২৫.	মিডিয়ার লোকদের জন্য ওয়ার্কশপ (ডকুমেন্টারী)	থোক	৭.৯৮	থোক (১০০%)	৭.৯৮ (১০০%)
২৬.	গবেষণা সংস্থার সাথে কোলেবরেশন	থোক	৩.০০	থোক (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
২৭.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	২১.০০	থোক (১০০%)	২১.০০ (১০০%)
২৮.	মনিটরিং কাজের ভ্রমণ ভাতা	থোক	১৫.০০	থোক (১০০%)	১৪.৯৯ (১০০%)
২৯.	টেলিফোন	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৩০.	আয়কর	থোক	০.৫০	থোক (১০০%)	০.৫০ (১০০%)
৩১.	রেজিষ্ট্রেশন ও ফিটনেস	থোক	০.৬৮	থোক (১০০%)	০.৫২ (৭৬%)
৩২.	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৮.০০	থোক (১০০%)	১৮.০০ (১০০%)
৩৩.	স্টেশনার সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	৪.৫০	থোক (১০০%)	৪.৫০ (১০০%)
৩৪.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৭.৫০	থোক (১০০%)	৭.৫০ (১০০%)
৩৫.	মেরামত ও যন্ত্রাংশ	থোক	৫.০০	থোক (১০০%)	৪.৯৩ (১০০%)
৩৬.	আনুষাংগিক	থোক	৬.২৯	থোক (১০০%)	৬.২৯ (১০০%)
	উপমোট=		**১৯০৯.৮৬**		**১৯০৯.২৬**
	মোট রাজস্ব (ক)		**২০৯৩.৫৬**		**২০৮৬.৮৭**
	খ) মুলধন খাত :				
৩৭.	ফটোকপিয়ার	০১ টি	২.৫০	০১ টি (১০০%)	২.৫০ (১০০%)
৩৮.	মাল্টিমিডিয়া (আনুষাংগিক যন্ত্রপাতিসহ))	০১ সেট	১.৯৯	০১ সেট (১০০%)	১.৯৯ (১০০%)
৩৯.	যানবাহন	০২ টি	৬০.০০	০২ টি (১০০%)	৬০.০০ (১০০%)
৪০.	ফ্যাক্স	১০ টি	২.০০	১০ টি (১০০%)	২.০০ (১০০%)
৪১.	কম্পিউটার	০৪ টি	৩.৯৮	০৪ টি (১০০%)	৩.৯৮ (১০০%)
৪২.	আসবাবপত্র	থোক	২.৫০	থোক (১০০%)	২.৫০ (১০০%)
৪৩.	হাতজাল	২৫৪০০ টি	১৭.৮০	২৫৪০০ টি (১০০%)	১৭.৮০ (১০০%)
৪৪.	পেষ্ট ডায়াগনষ্টিক সেন্টার	৬৪ টি	৩.২০	৬৪ টি (১০০%)	৩.২০ (১০০%)
৪৫.	বই ও জার্নাল	থোক	১.০০	থোক (১০০%)	১.০০ (১০০%)
	মোট মুলধন :		**৯৪.৯৬**		**৯৪.৯৭**
	সর্বমোট (ক+খ)=		**২১৮৮.৫২**		**২১৮১.৮৪ (৯৯.৬৯%)**

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ পটভুমি :

৮.১ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণের জন্য কৃষি বিজ্ঞানীদের অবদানে উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি, রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যের চাহিদা যেমন পুরণ হচ্ছে তেমনি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাখি ইত্যাদি

বিলুপ্ত হচ্ছে, উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে তথা জীব বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বছরে বালাই দ্বারা ধান ফসলে প্রায় ১৬% এবং সবজি ফসলে প্রায় ২০% ক্ষতি হয়ে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য শুধুমাত্র বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল অন্যদিকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুকিপূর্ণ। এ কারণে ইতোমধ্যে কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ জনসাধারণের মধ্যে আইপিএম বিষয়ে সাড়া জাগিয়েছে। আইপিএম প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যকে ধরে রাখা এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</u> :

(১) পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের কোনরূপ ক্ষতি না করে স্থায়ীভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ;
(২) ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা ;
(৩) কৃষক মাঠ স্কুল পদ্ধতিতে কৃষক প্রশিক্ষণ এবং আইপিএম ক্লাব স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা তথা সমন্বিত ফসল উৎপাদন (বীজ উৎপাদন থেকে বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত) কার্যক্রম জোরদার ;
(৪) প্রকল্পের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা ;
(৫) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবল উন্নয়ন করে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিতকরণ ;
(৬) অর্গানিক ফার্মিং ও বায়োলজিক্যাল উপায়ে বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদন করা এবং
(৭) ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আইপিএম বিষয়ে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৮.৩ <u>প্রকল্পটির অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ</u>

প্রকল্পটি মোট ২১২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম শুরু হয় ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে। পরবর্তীতে কৃষক মাঠ স্কুল, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এবং পোকা দমন ওয়ার্কশপ বাস্তবায়নের জন্য ফসলের মৌসুম বিবেচনায় আনা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১২ এ সমাপ্ত হলেও মৌসুম সম্পন্ন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয় প্রদান করা সম্ভব হবে না বিধায় ২৭.০৩.২০১২ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের ব্যয় ২.৬৭% বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিপিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প মেয়াদ জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মোট ২১৮৮.৫২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৪ <u>প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ
(ক) প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মত বিমিনিয়।

৮.৫ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব মো: মোবারক আলী	√	-	০১.০৭.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১৩ পর্যন্ত

৯.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ</u> :

<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u> দিনাজপুর,রংপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন।

পরিদর্শিত এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০ শতাংশ কৃষক মাঠ স্কুল/ ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল (এফএফএস) ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আইপিএম ক্লাবকে সহায়তা, বায়োলজিক্যাল বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী, ফলোআপ প্রশিক্ষণ এবং আইপিএম কংগ্রেস (একাধিক আইপিএম ক্লাব সমন্বয়ে গঠিত) কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন

করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রশিক্ষকদের ০১ (এক) দিনের জরীপ প্রশিক্ষণ (Training on surveillance activities) সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক প্রশিক্ষকদের (এফটি) সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, তারা এফটি-টিওটি কোর্স যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পর এফএফএস পরিচালনা করেছে। বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ ধান ও সবজি ফসলে কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইপিএম এর আলোকে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। আইপিএম কংগ্রেস (একাধিক আইপিএম ক্লাব সমন্বয়ে গঠিত)-এর মাধ্যমে আইপিএম ক্লাব গুলোর কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন এফএফএস কৃষক ও প্রশিক্ষকদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, বন্ধুপোকা ও শত্রুপোকা (ক্ষতিকর পোকা) সনাক্ত করতে শিখেছে। গাছের ডাল পোতা (পার্চিং), আলোক ফাঁদ ও সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে কৃষকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পরিদর্শিত এলাকায় ধান ও সবজি ফসলে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বলে কৃষকগণ মতামত দিয়েছেন।

উপকারভোগীদের সাথে মতামত :

পরিদর্শিত এলাকার কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রশিক্ষণের পূর্বে তারা ফসলকে পোকা মাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য কোন ক্ষতিকর পরিণাম না ভেবে কীটনাশক ব্যবহার করতেন। ভাল বীজের ব্যবহার, পানি ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তাদের কোন ধারনা ছিল না। এতে একদিকে যেমন তাদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতো অন্যদিকে ফলনও কম হতো। কৃষক মাঠ স্কুলে (এফএফএস) বিভিন্ন পরীক্ষাগার স্থাপন, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্মত ফসল উৎপাদন সম্পর্কে সম্যক ধারনা পেয়েছেন। মাজরা ও অন্যান্য পোকা ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষেতে গাছের ডাল পোতা, আলোক ফাঁদ, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ এর ব্যবহার তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে পরিনত হয়েছে। কৃষকগণ এখন বন্ধুপোকা ও শত্রুপোকা চিনতে পারেন, সেগুলোর নাম জানেন এবং এদের আচার আচরণ জানতে পেরেছেন। শুধু তাই নয় তারা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আইপিএম ক্লাব গঠনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ, ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১) পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের কোনরূপ ক্ষতি না করে স্থায়ীভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা ;	১) আইপিএম প্রশিক্ষিত কৃষকগণ কীটনাশক ব্যবহার ৬০%-৭৫% হ্রাস করেছেন মর্মে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে জানা যায় । কৃষকেরা প্রতিনিয়ত চাষাবাদে আইপিএম পদ্ধতি চর্চা করছেন যা পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।
২) ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ;	২) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ ও মাঠ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। উপকারভোগীর চাষীরা প্রদর্শিত প্রযুক্তির মাধ্যমে ধান উৎপাদন ১০-১১% এবং সবজি উৎপাদন ১৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পেয়েছে মর্মে জানা যায়।
৩) কৃষক মাঠ স্কুল পদ্ধতিতে কৃষক প্রশিক্ষণ এবং আইপিএম ক্লাব স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা তথা সমন্বিত ফসল উৎপাদন (বীজ উৎপাদন থেকে বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত) কার্যক্রম জোরদার করা ;	৩) প্রশিক্ষিত চাষীগণ আইপিএম পদ্ধতিতে চাষাবাদ অব্যাহত রাখার দক্ষতা অর্জন করেছেন ফলে তারা এ পদ্ধতিতে চর্চা করবেন। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ চর্চা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে ফোরাম হিসাবে আইপিএম ক্লাব গঠন করা হয়েছে।
৪) প্রকল্পের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা ;	৪) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, সুষম সার প্রয়োগ, শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক কৃষিচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইপিএম পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবলের মধ্যেও আইপিএম প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
৫) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবল উন্নয়ন করে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করা ;	৫) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবলের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প হতে ২০০ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক ও ২০০ জন কৃষক প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষকগণ দেশব্যাপী কৃষক মাঠ স্কুল

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
	(এফএফএস) কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।
৬) জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদন করা এবং	৬) জৈবকৃষি ও বায়োলজিক্যাল বালাই/পেস্ট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রকল্প এলাকা সমূহে ৫৪০ টি মাঠ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এরূপ প্রযুক্তি/কার্যক্রম কৃষকদের মাঝে জনিপ্রয়তা লাভ করেছে।
৭) ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আইপিএম বিষয়ে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	৭) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়) এর উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করা হয় যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত “মাটি ও মানুষ” অনুষ্ঠানে একাধিকবার প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া কীটনাশকমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদন পদ্ধতি এর উপরও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

১২.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :
প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.০ সমস্যাঃ

১৩.১ আইপিএম ক্লাবসমূহের রেজিস্ট্রেশন না থাকায় এসকল ক্লাবের কার্যক্রম, কৃষকদের মধ্যকার নেটওয়ার্কিং অদূর ভবিষ্যতে স্থবির হয়ে পড়তে পারে।

১৩.২ অধিকাংশ ক্লাবেই কোন চেয়ার, টেবিল বা আসবাবপত্র নেই, ফলে কৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যহত হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

১৪.০ সুপারিশঃ

১৪.১ বর্তমানে “সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (জুলাই,২০১৩-জুন,২০১৮)”একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে অথবা পৃথকভাবে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনপুর্বক প্রকল্পের মূল্যায়ন করা যেতে পারে;

১৪.২ চলমান প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে অথবা রাজস্ব খাত হতে আইপিএম স্কুল/ক্লাবসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা যেতে পারে ;

১৪.৩ অর্গানিক বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ অব্যাহত রাখা যেতে পারে ;

১৪.৪ জরিপ প্রশিক্ষণ (Training on surveillance activities) এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে ;

১৪.৫ ডিএই’র নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে আইপিএম ক্লাব সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করে ক্লাবকে আরো গতিশীল করা যেতে পারে ;

১৪.৬ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষকগণ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে তাই চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে এবংকৃষক প্রশিক্ষণসহ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে ; এবং

১৪.৭ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

“Emergency Support for Immediate Rehabilitation for the Most Vulnerable Households in Five Upazilas of the Satkhira District of Southwestern Bangladesh (TA)”

প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। **প্রকল্পের এলাকা** ঃ সাতক্ষীরা জেলার ০৫ (পাঁচ)টি উপজেলা

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৬৪.০০ (১৬৪.০০) লক্ষ টাকা	সংশোধন হয়নি।	১৬৪.০০ লক্ষ টাকা	আগষ্ট-২০১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ (০৬ মাস)	-	আগষ্ট-২০১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ (০৬ মাস)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৫। **প্রকল্পের অর্থায়ন** ঃ বেলজিয়াম সরকারের অর্থায়নে (অনুদান) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি** ঃ পরিশিষ্ট –‘ক’

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৮.১। পটভূমি

অতিবৃষ্টি জনিত কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কারনে ফসলহানিসহ জীবন যাত্রার ব্যাপক প্রভাব পড়ে থাকে। ২০১১ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে ব্যাপক বৃদ্ধিপাতের ফলে সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ২,৫২,৯৪৮ জন কৃষক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সাতক্ষীরার প্রায় ৮০০,০০০ মানুষ প্রতিবছর জলাবদ্ধতাজনিত এ দূর্যোগের শিকার হয়ে থাকে। FAO ও WFP কর্তৃক এক জরিপে দেখা গেছে সাতক্ষীরার কয়েকটি উপজেলায় জলাবদ্ধতার জন্য প্রায় ৩/৪ ফুট পানি জমে বসতি ও ফসলী জমি তলিয়ে যায়। এলাকাগুলোর ৯০% লোক প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে খাদ্য, পুষ্টি তথা জীবিকার উৎস কৃষি কাজ, মৎস পালন ইত্যাদি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাস্তবতার নিরীখে জরুরী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ণবাসন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বেলজিয়াম সরকারের অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সাতক্ষীরা জেলায় জলাবদ্ধতায় সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মধ্যে উপকরণ সহায়তা প্রদানই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের কারিগরি ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সহ মৎস্যজীবি পরিবারকে অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

৮.৩। মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার সদর, তালা, দেবহাটা, আশাসুনী ও কলারোয়া উপজেলার ৫৪৭৫টি প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ভিত্তিক উপকরণ সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে জরুরী সহায়তা করার সংস্থান রাখা হয়েছিল।

৮.৪। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

"Emergency Support for Immediate Rehabilitation for the Most Vulnerable Households in Five Upazilas of the Satkhira District of Southwestern Bangladesh (TA)" কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি ১৬৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগস্ট ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১-১১-২০১২ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণ/খন্ডকালীন মেয়াদে
১।	জনাব বিনয় চন্দ্র সেন, উপ পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।	খন্ডকালীন
২।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা।	খন্ডকালীন
৩।	ডঃ শিশির কুমার বিশ্বাস, জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা।	খন্ডকালীন

১০। **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ**

প্রকল্পের আওতায় জরুরী পূনর্বাসন সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ৫৪৭৫টি পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছেঃ

- ২৬০০ পরিবারকে বোরো ধানের বীজ;
- ১৫০০ পরিবারকে ফলদ বাগানের উপকরণ (৫টি ফলের চারা, কাস্তে, পানি দেয়ার পাত্র, ৪ ধরণের সব্জী বীজ ও সার) সরবরাহ;
- ৬২৫ পরিবারকে ১টি করে ছাগল ও খাদ্য (২০ কেজির প্যাকেট) এবং
- ৭৫০টি পরিবারকে কার্প ও তেলাপিয়া মাছের পোনা ও মাছের পুকুর তৈরীকরণের নিমিত্ত চুন ও ইউরিয়া।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
১. কৃষি উপকরণ সহায়তার (ধানের বীজ, সব্জী বীজ, ফলজ গাছের চারা এবং সার) মাধ্যমে জরুরী পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ;	প্রকল্পের আওতায় জরুরী পুণর্বাসন সহায়তা বাবদ ৫৪৭৫টি পরিবারকে কৃষি উপকরণ, মৎস চাষ ও ছাগল প্রতিপালনের কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে।
২. মৎস চাষীদের পুণর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মাছের পোনা সার ও চুন সরবরাহ করা।	
৩. বয়স্ক এবং মহিলা পরিবার প্রধান সম্পন্ন পরিবারকে জরুরী পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ছাগল ও ছাগলের খাদ্য সরবরাহ করা।	

১২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১ স্বল্প মেয়াদী এবং পুরো বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের Periodic তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়া বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং করা ও সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষিতে এধরনের জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) ধর্মী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে অনুমোদিত বিতরণ পরিকল্পনা (পরিবার ভিত্তিক) থাকা প্রয়োজন।

১২.২ প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনে Need Assessment করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তি ও উপকারভোগীদের সার্বিক অব্যাহত আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষক গ্রুপ/ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে প্রকল্প সমাপ্তির পর টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।

১২.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাছের চারা, মাছের পোনা দূরবর্তী স্থান থেকে সংগ্রহ করে প্রকল্প এলাকায় বিতরণ কালে অধিক সংখ্যক চারা ও পোনা মরে যায়, ফলে প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা জরুরী সহায়তা হতে প্রাথমিক পর্যায়ে বঞ্চিত হয়।

১২.৪ প্রকল্পের ব্যয় বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায় যে, বিভিন্ন অংগে অনুমোদিত ব্যয় হতে অধিক ব্যয় করা হয়েছে।

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১ দূর্যোগ প্রবন এলাকায় এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ফলপ্রসু হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প কিংবা রাজস্ব খাতে কার্যক্রম গ্রহনের সুবিধার্থে FAO কর্তৃক এ প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন (Impact Evaluation) উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম টেকসই (sustainable) করার জন্য এ ধরনের প্রকল্প দলিলে Sustainability Plan থাকা প্রয়োজন।

১৩.৩ জরুরী সহায়তা ধর্মী প্রকল্পের উপকরণ (যথা: গাছের চারা; মাছের পোনা) স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রহ পূর্বক জরুরী ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে।

১৩.৪ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অংগে অনুমোদিত বরাদ্দ হতে অধিক ব্যয়ের বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা পূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করবে।

"স্ট্রেনদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত: জুন' ২০১৩।

১। প্রকল্পের নাম : স্ট্রেনদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : ১৭টি জেলায় অবস্থিত।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল প্রাক্কলিত কালের %)
মূল	সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সংশোধিত			
৫০০০.০০	৫৪৫০.৬৩ (-)	৪৯৮৯.১২	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩	এপ্রিল, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩	-	-

৬। <u>প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়নঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
(ক)	**জনবল**		**৬৬৯.০০**	**৪৪ জন**	**৪৯৫.৯৪১**	**৪৩ জন**
(খ)	**সরবরাহ ও সেবা**					
১।	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	২০.০০	থোক	১৭.৩০৬	থোক
২।	আয়কর	থোক	২.০০	থোক	০.৮০০	থোক
৩।	পৌরকর	থোক	৩০.০০	থোক	১০.৯৯৫	থোক
৪।	ডাক, তার	থোক	১.০০	থোক	০.৪৫০	থোক
৫।	টেলিফোন বিল	থোক	৯.০০	থোক	৪.৬৪০	থোক
৬।	বিদ্যুৎ ব্যয়	থোক	১০০.০০	থোক	৯৯.৭৭৮	থোক
৭।	গ্যাস, জ্বালানী	থোক	৫০.০০	থোক	৪৩.৪৪৭	থোক
৮।	পেট্রোল/লুব্রিকেন্ট	থোক	৫০.০০	থোক	৪৪.৬৬১	থোক
৯।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৫০.০০	থোক	৪৩.৪৫০	থোক
১০।	ষ্টেশনারীজ দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	১৯.০০	থোক	১৮.৯৬০	থোক
১১।	গবেষণা ব্যয়	থোক	৯৫.০০	থোক	৭৫.৯৬০	থোক
১২।	বইপত্র /সাময়িকী ক্রয়	থোক	১০.০০	থোক	৫.২১০	থোক
১৩।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২২০.০০	থোক	২১৯.৬৬৬	থোক
১৪।	প্রশিক্ষণ ব্যয়	সংখ্যা	১০০০.০০	৭৩৮৩০	৯৮০.১০৬	৭০৯০৭
১৫।	মাশরুম পল্লীর জন্য রিভলবিং তহবিল	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক
১৬।	শিক্ষা সফর	সংখ্যা	৩৫.০০	সংখ্যা	৩৫.০০	৯২
১৭।	সেমিনার ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	১৬.০০	১৬	৪.৯২৪	১৬
১৮।	ডেভেলমেন্ট ওর্য়ার্কার	থোক	৬৫০.০০	থোক	৫৩২.৩৯৬	থোক
১৯।	কেমিক্যালস্ ক্রয়	থোক	৮০.০০	থোক	৫৮.৪০৪	থোক
২০।	মাশরুম স্পন উৎপাদন	সংখ্যা	৪৫০.০০	৪৫০০০০০ প্যাকেট	৪২৭.৩৩৬	৪২২৫৩০০ প্যাকেট

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
২১।	সম্মানী ভাতা	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
২২।	ইমপেক্ট এসেসমেন্ট	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৪৬	থোক
২৩।	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১১.০০	থোক	১০.৮৭০	থোক
(গ)	**মেরামত ও সংরক্ষণ**					
১।	মোটর যান	সংখ্যা	৬.০০	০৯ সংখ্যা	৫.৯৯৭	৯
২।	আসবাবপত্র	থোক	৪.০০	থোক	৩.১৫০	থোক
৩।	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯৮	থোক
৪।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	১২.০০	থোক	১১.৫৩৭	থোক
৫।	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০	থোক
(ঘ)	**সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়**					
১।	মোটরযান	সংখ্যা	১৫৫.০০	৭	১৫৪.৮০৭	৭
২।	এয়ারকন্ডিশন	সংখ্যা	১২.৭৫	৩০	১২.৬১	৩০
৩।	জেনারেটর	সংখ্যা	১১.৮০	৪	১১.৮০	৪
৪।	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৬.৮০	১৭	৩.৬৬	১৭
৫।	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	১৩.০০	১৩	১৩.০০	১৩
৬।	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৮.৯০	১০	৮.৯০	১০
৭।	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	৭.৫০	১০	৭.৪৮	১০
৮।	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	৩.০০	১০	২.৯৯	১০
৯।	টেলিভিশন	সংখ্যা	৯.২৫	২৫	৯.২৫	২৫
১০।	রেফ্রিজারেটর	সংখ্যা	৩৪০.০০	থোক	৩৩৯.৮৬	থোক
১১।	আসবাবপত্র	থোক	১১৮.০০	থোক	১১৭.৯১৭	থোক
(ঙ)	**নির্মাণ ও পূর্তকাজ**					
১।	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	৩৮.১২	১৫০০০ ঘন মিটার	৩৮.১২	১৫০০০ ঘন মিটার
২।	এপ্রোচ রোড, ড্রেন, গেট নির্মাণ	বর্গমিটার	৩৬.০০	১০০০	৩৬.০০	১০০০
৩।	ল্যাবরেটরী বিল্ডিং নির্মাণ ৬টি (পাকা)	বর্গমিটার	২২১.৩৫০	১১১৬	২২১.২৬	১১১৬
৪।	ডরমিটরী বিল্ডিং নির্মাণ ৪টি (পাকা)	বর্গমিটার	২৫৯.১৪০	১১১৬	২৫৯.১৪	১১১৬
৫।	কালচার হাউজ নির্মাণ ৬টি (পাকা)	বর্গমিটার	১১৪.৭৬০	৫৫৮	১১৪.৪৬	৫৫৮
৬।	কালচার হাউজ নির্মাণ ২০টি (সেমিপাকা)	বর্গমিটার	১০৯.৬৬০	৯৪০	১০৫.৯৬	৯৪০
৭।	এনিমেল হাউজ নির্মাণ ১টি (পাকা)	বর্গমিটার	২০.০০	৯৩	২০.০০	৯৩
৮।	ষ্টোররুম নির্মাণ ১টি (পাকা)	বর্গমিটার	২০.০০	৯৩	২০.০০	৯৩
৯।	ওয়ার্কসপ নির্মাণ ১০টি (সেমিপাকা)	বর্গমিটার	১২০.০০	৯৪০	১২০.০০	৯৪০
১০।	পুরাতন ডরমিটরী ও ল্যাবরেটরী বিল্ডিং সম্প্রসারণ	বর্গমিটার	১০১.০০	৬১৪	৮৫.৪৮	৬১৪
১১।	বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ	রানিং মিটার	৯৭.৬০	১৫০০	৯৭.৫২৮	১৫০০
	সর্বমোটঃ		**৫৪৫০.৬৩**		**৪৯৮৯.১২**	

৭। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ

৮.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ ২০০২ সালে মাশরুম চাষ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মাশরুমের সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশে এর কার্যক্রম সফল হবে কিনা এটি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২০০৩-২০০৬ মেয়াদে ৪৮১.০০ লক্ষ টাকায় "সোবহানবাগস্থ মাশরুম সেন্টার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং মার্চ ২০১৪ এ উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৯ মেয়াদে ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "মাশরুম উন্নয়ন" নামে আরও একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় এবং এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি সাব-সেন্টারের মাধ্যমে কিছু অবকাঠামো উন্নয়নসহ চাষী, সম্প্রসারণ কর্মী, শিল্পোদ্যোক্তাগণকে মাশরুম বীজ উৎপাদন এবং হাতে কলমে মাশরুম চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, রেডিও টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক মেলায় প্রদর্শণের মাধ্যমে মাশরুমকে সারাদেশে জনপ্রিয় করে তোলা হয়। সারাদেশে মাশরুমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে মাশরুমের সুফলকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে ১৬টি সাব-সেন্টারের সমন্বয়ে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা টাকা ব্যয়ে "স্ট্রেনদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাবটি জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। "স্ট্রেনদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক প্রকল্প সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকাসহ এর আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৬টি সাব-সেন্টারের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, ল্যাবরেটেরী স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত জাতের মাশরুম বাংলাদেশ আবহাওয়া উপযোগী চাষাবাদের জন্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

(ক) বাংলাদেশে মাশরুম উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বিভিন্ন জাতের মাশরুমের গবেষণা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গুণগত মান নির্ধারণ ও নিশ্চিতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিপূর্বক লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং মানসম্মত মাশরুম উৎপাদন নিশ্চিত করা;

(খ) জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম (গবেষণা, প্রশিক্ষণ, বীজ তৈরী এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক) জোরদারকরণ এবং বিভিন্ন জেলায় মাশরুম উপ-কেন্দ্র উন্নয়নের মাধ্যমে তা বিকেন্দ্রীকরণপূর্বক উদ্ভুত সুফল সারা দেশে ভোক্তা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা;

(গ) ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর লক্ষ্যে মাশরুম শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং মাশরুম চাষের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের মডেল "মাশরুম পল্লী" কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণ করা;

(ঘ) বিভিন্ন ধরনের মাশরুম ও মাশরুমজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক জনসাধারণের বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের খাদ্য, পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সহায়তা করা।

৮.৩। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০০৮-০৯	৬১৯.৯৩	৬১৯.৯৩	-	৬১৯.৯৩	৬১৮.২৩	৬১৮.২৩	
২০০৯-১০	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	-	১৪৫০.০০	১৪২৭.০০	১৪২৭.০০	-
২০১০-১১	১৪৪৬.৫৩	১৪৪৬.৫৩	-	১৪৪৬.০০	১৩০৪.৭৪	১৩০৪.৭৪	-
২০১১-১২	১০২০.৮৮	১০২০.৮৮	-	৮৯৭.০০	৮৭০.৬৮	৮৭০.৬৮	-
২০১১-১৩	৯১৩.৯৯	৯১৩.৯৯	-	৭৭৯.০০	৭৬৮.৪৭	৭৬৮.৪৭	
মোট	**৫৪৫০.৬৩**	**৫৪৫০.৬৩**	**-**	**৫১৯১.৯৩**	**৪৯৮৯.১২**	**৪৯৮৯.১২**	**-**

৮.৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
সালেহ আহম্মদ প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	৩০/০৩/২০০৯ হতে ৩১/০৩/২০১২
ড. নিরদ চন্দ্র সরকার প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০৪/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৩

৯। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক/সংশোধিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা/PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১০। **পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক ১৬/১১/২০১৩ এবং ২৭/০৫/২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

১০.১ এপ্রোচ রোড, গেইট ও ড্রেন নির্মাণঃ ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের আওতায় ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০০ মিটার এ্যাপ্রোচ রোড নির্মান করা হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দুইটি প্যাকেজের মাধ্যমে (৭৪২ + ২৫৮ বর্গ মিটার) কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে । একই প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে ৩টি গেইট ও একটি ড্রেন এবং কুমিল্লা সাব সেন্টারে ১ টি গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন কালে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ড্রয়িং/ ডিজাইন অনুসারে এপ্রোচ রোড, গেইট ও ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়|

চিত্র ঃ এ্যাপ্রোচ রোড

চিত্র ঃ গেইট

চিত্র ঃ ড্রেন

১০.২ ৬টি কালচার হাউজ নির্মাণঃ ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪.৭৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ঠিকাদারকে ১০৫.৫০ লক্ষ টাকায় উক্ত কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয় । পরবর্তীতে ভেরিয়েশনসহ উক্ত অংগে ব্যয় হয়েছে ১১৪.৪৭ লক্ষ টাকা। ৯৩ বর্গমিটার বিশিষ্ট ৬টি কালচার হাউজ (মোট আয়তন ৫৫৮ বঃমিঃ) জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে ড্রয়িং/ ডিজাইন অনুসারে ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভবনগুলো মাশরুম চাষীদেরকে মাশরুম চাষ কার্যক্রম প্রদর্শনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্রঃ কালচার হাউস

১০.৩ ৬টি পাকা ল্যাবরেটরী নির্মাণঃ ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় ২২১.৩৫ লক্ষ টাকা। ৬ টি সাব সেন্টারে ৬টি ডরমিটরি ভবন নির্মিত হয়েছে এবং জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের ল্যাবরেটরি ভবনের দোতলা সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ড্রয়িং/ ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়।

চিত্র ঃ ল্যাবরেটরি ভবন

চিত্রঃ জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের ল্যাবরেটরি ভবনের দোতলা সম্প্রসারণ

প্রকল্পের আওতায় ল্যাবরেটরী ও গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এ ল্যাবরেটরিতে বর্তমানে ১১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁদের এমএস/ পিএইচডি গবেষণার কাজ করছেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

চিত্র ঃ ল্যাবরেটরির ভবনের অভ্যন্তরীণ ভাগ

১০.৪ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ঃ ডিপিপি অনুসার ৯৭.৫২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সদর দপ্তরসহ ৪ টি উপকেন্দ্রে ১৫০০ রানিং মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মিত হয়েছে। জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে নির্মিত বাউন্ডারী ওয়াল এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্মাণকাজের বাহ্যিক অবস্থা ও মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র ঃ বাউন্ডারী ওয়াল

১০.৫ বীজ উৎপাদন ও বিতরণ ঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ৪২৭.৩৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪২,২৫,৩০০ স্পন প্যাকেট উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। সম্প্রসারণ ও প্রদর্শনীর (অঞ্চল ভিত্তিক ও জাতীয় মেলাসহ) কাজে ব্যবহার করার পর বিক্রয়লব্ধ ১৯৭.০৯ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

চিত্র ঃ বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১০.৬ **ভূমি উন্নয়নঃ** ডিপিপি অনুযায়ী এখাতে বরাদ্দ ছিল ৩৮.১২ লক্ষ টাকা। ভূমি উন্নয়নে (মাটির পরিমাণ ১৫০০০ ঘনমিটার) বরাদ্দকৃত অর্থের সম্পূর্ণ অংশ (৩৮.১২ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। ৮টি এলাকার মাশরুম সেন্টারের (১) সাভার, ঢাকা (২) খয়েরতলা, যশোর (৩) মেহেদীবাগ, সিলেট (৪) শাসনগাছা, কুমিল্লা (৫) ভাজনডাংগা, ফরিদপুর (৬) হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (৭) সাবসেন্টার, দিনাজপুর (৮) সাব সেন্টার, কক্সবাজার ভূমি উন্নয়ন করা হয়।

১১। **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় মাশরুম উৎপাদন/উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সংস্থানকৃত ১০.০০ লক্ষ টাকার প্রায় ১০০% ব্যয় করা হয়েছে এবং ৭০৯০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় মাশরুম সেন্টার সাভার, ঢাকা অফিসের আওতায় ১১,২৯২ জন চাষীকে ৩দিন মেয়াদে, ৩৯৮ জন টিওটিকে ১৪ দিন মেয়াদে, ১৫০০ জন কর্মকর্তাকে ৫ দিন মেয়াদে, ১৩১৪ জনকে ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন, ৯০ জন শিল্প উদ্যোক্তাকে ৬০ দিন মেয়াদে (২ মাস) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি গ্রুপে ৩০ জন করে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষাণার্থী সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে আগ্রহী চাষীগণ মাশরুম সেন্টারে এসে নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং তাদেরকে "আগে আসলে আগে প্রশিক্ষণ" এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, ডিপিপি অনুসারে সারা দেশে ৬৮টি "মাশরুমপল্লী" গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমানে উক্ত পল্লীসমূহে মাশরুম উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর অনুসারে)
(ক) বাংলাদেশে মাশরুম উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বিশ্বের জনপ্রিয় বিভিন্ন জাতের মাশরুমের গবেষণা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গুণগত মান নির্ধারণ ও নিশ্চিতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিপূর্বক তাদের লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং মানসম্মত মাশরুম উৎপাদন নিশ্চিত করা;	(ক) মাশরুমের গবেষণা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গুণগত মান নির্ধারণ ও নিশ্চিতকরণের জন্য অত্যাধুনিক মানের ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিশ্বের জনপ্রিয় কয়েকটি জাতের মাশরুমের স্ট্রেন সংগ্রহ করে বাংলাদেশ আবহাওয়া উপযোগী চাষাবাদের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং গবেষণা কার্যক্রম চলছে।
(খ) জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম (গবেষণা, প্রশিক্ষণ, বীজ তৈরী এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক) জোরদারকরণ এবং বিভিন্ন জেলায় মাশরুম উপ-কেন্দ্র উন্নয়নের মাধ্যমে তা বিকেন্দ্রীকরণ পূর্বক উদ্ভুত সুফল সারা দেশে ভোক্তা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা;	(ক) বিশ্বের জনপ্রিয় বিভিন্ন মাশরুমের ১৫৭ স্ট্রেইন সংগ্রহ কর হয়েছে এবং এখানে ০৯ টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে অবমুক্ত করা হয়েছে।
	(খ) প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সাভারসহ এর আওতায় ১৬টি সাব সেন্টারে চাষী, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিল্পদ্যোক্তাসহ সর্বমোট ৭০,৯০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর অনুসারে)
	(গ) প্রকল্পের আওতায় ৪২,২৫,৩০০টি স্পন প্যাকেট উৎপাদন করা হয়েছে, যা মাশরুম উৎপাদনের জন্য সরকার নির্ধারিত স্বল্প মূল্যে মাশরুম চাষী ও জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে। এতে সারাদেশে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ হয়েছে এবং জনগণ মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।
(গ) ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর লক্ষ্যে মাশরুম শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং মাশরুম চাষের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের মডেল "মাশরুম পল্লী কার্যক্রম" সারাদেশে সম্প্রসারণ করা;	(ক) ব্যক্তি পর্যায়ে মাশরুম শিল্প গড়ে উঠার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
	(খ) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৬৮ টি মাশরুম পল্লী তৈরী হয়েছে। পল্লীর চাষীগণ মাশরুম চাষ করে তাঁদের বেকারত্ব দূরীকরণসহ আত্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং তাঁদের অনুসরণ করে আরও অনেকেই বর্তমানে মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।
	(খ) মাশরুম একটি পুষ্টিকর ও ঔষুধিগুণ সম্পন্ন সবজি বিধায় প্রকল্পের উপকারভোগী পারিবারিক পর্যায়ে মাশরুম চাষ চালিয়ে যাওয়া ও দৈনিক খাদ্য তলিকায় মাশরুম ব্যবহারের ফলে মহিলা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা অনেকাংশ লাঘবে অবদান রাখছে।

১৩.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ <u>সমস্যাঃ</u>

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে তেমন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি বলে জানা যায়। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ এবং উৎপাদিত স্পন হতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়েছে বলা হলেও এর অনূকূলে গ্রহনযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৫.১ পল্লী অঞ্চলের পুষ্টির যোগান, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মাশরুম চাষকে আরও ব্যাপকতর করার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিদ্যমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

১৫.২ বাস্তবায়িত প্রকল্পের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ধারাবহিকতা রক্ষার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গৃহীতব্য কর্মসূচীতে গবেষণা, প্রচার ও বাজারজাতকরণ কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে এবং মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণ সম্পর্কে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আরও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে যে ৬৮ টি 'মাশরুম পল্লী' গঠন করা হয়েছে তা চলমান রাখার জন্য বেসরকারী সংস্থা (NGO) কে সংযুক্ত করে রাজস্ব বাজেটের আ্ওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.৪ মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ একটি গবেষণাধর্মী কার্যক্রম বিধায় গবেষণায় জনবল বৃদ্ধি করে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সাভারকে রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

১৫.৫ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ এবং উৎপাদিত স্পন হতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের হিসাব বিবরণী পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পূর্ণাংগ প্রতিবেদন এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

“কৃষি বীজ উন্নয়ন এবং বর্ধিতকরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়)”

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৩)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

৩.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ ২৭টি জেলার ৩৮টি উপজেলা

বিভাগ (৭টি)	জেলা (২৭টি)	উপজেলা (৩৮টি)
১	২	৩
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর
	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, সিরাজদিখান
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	জামালপুর	জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী
	শেরপুর	শেরপুর সদর , নকলা
	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া
	গোপালগঞ্জ	গোপলগঞ্জ সদর, মোকছেদপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম সদর
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর
	ফেনী	ফেনী সদর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর
	কুমিল্লা	দাউদকান্দি, হোমনা
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর, শেরপুর
	পাবনা	পাবনা সদর, সুজানগর,আটগড়িয়া
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর, তারাগঞ্জ
	নীলফামারী	ডোমার
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বীরগঞ্জ
খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
	যশোর	যশোর সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
	মৌলভী বাজার	শ্রীমঙ্গল
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (টাকা) (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মূল (টাকা) (প্রঃসাঃ)	মূল (টাকা) (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
৫৫১.৩৬ ৫৫১.৩৬ (-)	৫৫১.৩৬ ৫৫১.৩৬ (-)	৫৫১.৩৬ ৫৫১.৩৫ (-)	জুলাই-২০১০ হতে জুন ২০১৩	জুলাই-২০১০ হতে জুন ২০১৩	জুলাই-২০১০ হতে জুন ২০১৩	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.০ কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন ঃ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১।	ট্রাভেলিং এক্সপেনসেস	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	থোক (১০০%)
২।	পোষ্টেজ	থোক	০.০৫	থোক	০.০৫	থোক (১০০%)
৩।	টেলিফোন বিল	থোক	০.৪৬	থোক	০.৪৬	থোক (১০০%)
৪।	রেজিষ্টেশন ফি	থোক	০.৫৫	থোক	০.৫৫	থোক (১০০%)
৫।	বিদ্যুৎ বিল	থোক	২৫.৭৫	থোক	২৫.৭৫	থোক (১০০%)
৬।	যানবাহন ও কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জ্বালানী তৈল	থোক	২২.৭৫	থোক	২২.৭৫	থোক (১০০%)
৭।	মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	১.৩৪	থোক	১.৩৪	থোক (১০০%)
৮।	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক (১০০%)
৯।	বই/জার্নাল/ম্যাগাজিন	থোক	০.৬৬	থোক	০.৬৬	থোক (১০০%)
১০।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক (১০০%)
১১।	কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২৭.০০	৪৫০০জন	২৭.০০	৪৫০০ জন (১০০%)
১২।	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২.০০	১২০ জন	২.০০	১২০ জন (১০০%)
১৩।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০.০০	৪ জন	২০.০০	৪ জন (১০০%)
১৪।	দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক	থোক	৬৯.০০	থোক	৬৯.০০	৬৯.০০ (১০০%)
১৫।	ল্যাবরেটরী কেমিক্যালস্ (ELISA কেমিক্যাল সহ)	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৫.০০	থোক (১০০%)
১৬।	ব্লক প্রদর্শনী	সংখ্যা	৮০.১৭	১০২০ টি	৮০.১৭	১০২০টি (১০০%)
১৭।	কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য যানবাহন খরচ	থোক	২.৬০	থোক	২.৫৯৮	থোক (১০০%)
১৮।	মাঠ দিবস	সংখ্যা	৩৬.০০	৩০০ টি	৩৬.০০	৩০০টি (১০০%)
১৯।	প্রকল্প মূল্যায়ন	থোক	১.৭৬	থোক	১.৭৫৩	থোক (১০০%)
২০।	যানবাহন মেরামত	থোক	২.৪৬	থোক	২.৪৬	থোক (১০০%)
২১।	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	০.৮২	থোক	০.৮২	থোক

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
	মেরামত					(১০০%)
২২।	ল্যাব সরঞ্জামাদি মেরামত	থোক	৩.২০	থোক	৩.২০	থোক (১০০%)
২৩।	অফিস ভবন/সীমানা দেয়াল মেরামত	থোক	১০.৪৯	থোক	১০.৪৯	থোক (১০০%)
২৪।	ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়	সংখ্যা	২৪.৯৯	১টি	২৪.৯৯	১টি (১০০%)
২৫।	মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৩.০০	২ টি	৩.০০	২টি (১০০%)
২৬।	প্রিন্টার এবং স্ক্যানারসহ কম্পিউটার	সংখ্যা	৩.০০	৩ টি	৩.০০	৩টি (১০০%)
২৭।	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৩.০০	২ টি	৩.০০	২টি (১০০%)
২৮।	অফিস আসবাবপত্র	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক (১০০%)
২৯।	ল্যাবরেটরী আসবাব পত্র এবং আনুষাঙ্গিক	থোক	১.৬০	থোক	১.৬০	থোক (১০০%)
৩০।	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং গ্লাসওয়্যার	থোক	৭০.০০	থোক	৭০.০০	থোক (১০০%)
৩১।	টেলিফোন সংযোগ	সংখ্যা	০.২৫	২ টি	০.২৫	২টি (১০০%)
৩২।	সংযোগ সড়ক	রাঃমিঃ	৭.৪৯	১৭২ রাঃ মিঃ	৭.৪৯	১৭২ রাঃমিঃ (১০০%)
৩৩।	স্থায়ী নেট হাউজ	বঃমিঃ	২৯.৯৭	৩০০ বর্গমিঃ	২৯.৯৭	৩০০বঃমিঃ (১০০%)
৩৪।	কালচার রেকের বিদ্যুৎতায়ন	সংখ্যা	৭.৫০	৪৫ টি	৭.৫০	৪৫টি (১০০%)
৩৫।	ট্রান্সফরমার স্থাপন (২০০ কেভিএ)	সংখ্যা	৫.০০	৩ টি	৫.০০	৩টি (১০০%)
	মোট ব্যয়		**৫৫১.৩৬**		**৫৫১.৩৫**	

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অবশিষ্ট নাই।

৮.০ <u>প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ</u>

৮.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশে আলু প্রধানত সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয় । বর্তমানে শিল্পে আলুর ব্যবহার শুরু হয়েছে। ভাতের বিকল্প হিসাবে আলু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণসহ খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা সম্ভব। দেশে আলুর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১৫ মেঃটন। যা আলু উৎপাদনকারী উন্নত দেশের তুলনায় খুবই নগন্য। যেমন: হেক্টর প্রতি ফ্রান্সে ৪০.১৯ টন/হেঃ, নেদারল্যান্ডে ৪১.৬৭ টন/হেঃ, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৪৩.৬৭ টন/হেঃ। এরূপ কম ফলনের জন্য নিম্ন মানের বীজকেই দায়ী করা হয়। মান সম্পন্ন বীজআলু উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হলো আলুর ভাইরাসসহ অন্যান্য রোগব্যাধি। ভাইরাস রোগে আক্রান্ত বীজ আলু দ্বারা আবাদ করলে পরবর্তী জেনারেশনে আলুর ফলন ব্যাপকভাবে কমে যায় (৬০-৮০%) এবং কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ কারণে প্রতি বৎসর বিদেশ হতে ভাইরাস মুক্ত ‘ই-ক্লাস’ বীজ আলু আমদানী করতে হয়।

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে প্লান্টলেট উৎপাদন করে তা থেকে মিনিটিউবার, ব্রীডার ও ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে ভাইরাস মুক্ত বীজ আলু সরবরাহ করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে কাশিমপুর, গাজীপুর ও নীলফামারীর ডোমার খামারে দুইটি টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবরেটরী দুটির পূর্ণ কার্যক্রম চালু করা এবং কিছু সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) টিস্যুকালচারের মাধ্যমে প্লান্টলেট উৎপাদন এবং তা থেকে ব্রীডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজআলু উৎপাদন করে দেশে বীজ আলু আমদানী নির্ভরতা কমানো ও বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করা ;
খ) নতুন ছাড়কৃত জাতের আলু ও স্ট্রবেরী ফসলের প্রদর্শন প্লট স্থাপন ও মাঠ দিবস পালনের মাধ্যমে জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করা ;
গ) বীজ আলু ও স্ট্রবেরী উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(ক) প্রকল্প মেয়াদে ৯ (নয়) লক্ষ প্লান্টলেট উৎপাদন করা;
(খ) নতুন জাতের আলু ও স্ট্রবেরী ফসলের ১০২০ টি প্রর্দশনী প্লট স্থাপন করা;
(গ) কর্মকর্তা ১২০ জন ও কৃষক ৪৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(ঘ) ৩০০ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা;
(ঙ) ডোমার এবং কাশিমপুরে অবস্থিত দুইটি টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরী সংলগ্ন জায়গায় দুইটি ১৫০ বর্গ মিটার স্থায়ী নেট হাউজ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা;
(চ) দুইটি টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস্ ও ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট ক্রয় ও স্থাপন করা এবং
(ছ) ল্যাবরেটরীর গ্রোথ চেম্বার ইলেট্রিফিকেশন করে প্লান্টলেট উৎপাদনের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৮.৪ প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ২০/১০/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০১/১১/২০১০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। পরবর্তীতে মোট প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্পটি ১ম সংশোধনী আকারে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ১৫/০১/২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে।

৮.৫ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	১৮৩.০০	১৮৩.০০	-	-	১৮২.৭৩	১৮২.৭৩	-
২০১১-২০১২	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	২৪৯.৯৯৫	২৪৯.৯৯৫	-
২০১২-২০১৩	১১৮.৬৩	১১৮.৬৩	-	-	১১৮.৬২২৮	১১৮.৬২২৮	-
মোট	৫৫১.৬৩	৫৫১.৬৩	-		৫৫১.৩৫	৫৫১.৩৫	-

৮.৬ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- স্টিয়ারিং কমিটি/প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন কমিটি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.৭ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণ/খন্ডকালীন মেয়াদে	মেয়াদকাল	
			যোগদান	বদলী
১)	ড. মোঃ রেজাউল করিম, উপ পরিচালক(মান নিয়ন্ত্রণ), বীজ আলু বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।	পূর্ণকালীন	জুলাই ২০১০ হতে প্রকল্প সমাপ্তকালীন সময় পর্যন্ত	

৯.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণের নিমিত্ত প্রকল্প কার্যক্রম এ বিভাগ কর্তৃক গাজিপুরের কাশিমপুর ,চট্রগ্রাম ,রাঙ্গামাটি ও নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

৯.১ টিস্যুকালচারের মাধ্যমে প্লান্টলেট উৎপাদন :

প্রকল্পটির আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল ৯ (নয়) লক্ষ প্লান্টলেট উৎপাদন করা এবং তা থেকে ব্রীডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত / মানঘোষিত বীজ আলু উৎপাদন করে দেশে বীজ আলু আমদানী নির্ভুলতা কমানো ও বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করা । প্রকল্প পরিচালক জানান, সে লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত দুটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীর (একটি গাজিপুরের কাশিমপুরে অপরটি নীলফামারীর ডোমারে) মাধ্যমে প্লান্টলেট ৯.০৬ লক্ষ উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত প্লান্টলেট থেকে ৯৭ মে.টন মিনিটিউবার,মিনিটিউবার থেকে ১১৩২ মে. টন ব্রীডার বীজ এবং ব্রীডার বীজ থেকে ১৯৪০০ মে.টন ভিত্তি বীজ এবং ভিত্তি বীজ থেকে ১৯৪০০০ মে.টন প্রত্যায়িত / মানঘোষিত বীজ আলু উৎপাদন হয়েছে।

টিস্যুকালচারের মাধ্যমে প্রত্যায়িত / মানঘোষিত বীজ আলুর ৪ (চার) টি নতুন জাতের আলু হচ্ছে- কারেজ, সাগিতা, লেডী রোসেটা ও স্প্রিট। এসব জাতের আলু বীজ উন্নতমানের এবং রোগমুক্ত। হেক্টর প্রতি এর উৎপাদন ১০-১২ মেঃটন যেখানে ডায়মন্ড জাতের আলু হেক্টরে ৮ থেকে ১০ মেঃটন উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই কৃষক পর্যায়ে এর ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরজমিনে পরিদর্শনকালীন স্থানীয় কৃষকদের সাথে মত বিনিময়কালে এ বীজ সম্পর্কে তাদের আগ্রহের বিষয়ে জানা যায়।

ল্যাবের জন্য সংগৃহীত ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির তালিকা নিচে দেয়া হল।

ক্রঃ নং	ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট/ গ্লাসওয়ার	পরিমান/সংখ্যা
১.	স্প্লিট এসি ২ টন	১৪
২.	মাল্টি চ্যানেল (৮ চ্যানেল) মাইক্রোপিপেট	৪
৩.	মাইক্রোপিপেট (বিভিন্ন আকারের)	১০
৪.	ইলাইজা ওয়াশার	২
৫.	পিএইচ মিটার	২
৬.	ডিজিটাল ফটোপিরিয়ডিক টাইমার কন্ট্রোলারসহ	৪
৭.	স্যাম্পল ক্রাসার (ইলাইজার জন্য)	২
৮.	পিএআর লাইট	১৩০০
৯.	মর্টার উইথ পেষ্টল	১০
১০.	পিপেট টিপ	২,০০,০০০
১১.	কালচার ভেসেল/ বোতল/ কনিক্যাল ফ্লাস্ক	১২,৬০০
১২.	টেষ্ট টিউব (১৫০ মিমি X ২৫ মিমি)	১১,০০০
১৩.	মিজারিং বোতল	২৩
১৪.	আম্বার কালার বোতল	৫
১৫.	ডিজিটাল হাইগ্রো মিটার	১

৯.২ স্থায়ী নেট হাউজঃ

আলু বীজ উৎপাদনের প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ নেট হাউজে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কাশিমপুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীর পার্শ্বে ১৫০ বঃমিঃ স্থায়ী নেট হাউজ এবং নীলফামারীর ডোমারে ১৫০ বর্গমিটারের মোট ৩০০ বর্গমিটারের ২টি স্থায়ী নেট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে।

৯.৩ কালচার রেকের বিদ্যুতায়নঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরীতে ৪৫টি কালচার রেকে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে গাজীপুরের কাশিমপুরে ২৩টি এবং নীলফামারীর ডোমারে ২২টি রেকে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। কালচার রেকে বিদ্যুতায়নের ফলে অধিক সংখ্যক প্লান্টলেট সারিবদ্ধ ভাবে কালচার রেকে রাখা যাচ্ছে এবং প্লান্টলেটর বৃদ্ধিতেও সহায়ক হচ্ছে ।

৯.৪ ভৌত নির্মাণঃ

ভৌত নির্মাণের আওতায় কাশিমপুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ পথে ২৭ রাঃমিঃ হেরিংবোন(herringbone) সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ৫০ কেভিএ তিনটি ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১১৮ রাঃমিঃ সীমানা প্রাচীর মেরামত করা হয়। অপরদিকে নীলফামারীর ডোমারে ১৪৫ রাঃমিঃ হেরিংবোন (herringbone) সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৯.৫ যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামঃ

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহের আওতায় একটি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ২টি মেটর সাইকেল,৩টি প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ কম্পিউটার সংগ্রহ করা হয়েছে।

৯.৬ আসবাবপত্রঃ

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্রের তালিকা নিম্নরূপঃ

আসবাবপত্রের নাম		পরিমাণ/টি
০১.	চীফ এক্সিকিউটিভ টেবিল	২
০২.	চীফ এক্সিকিউটিভ চেয়ার	২
০৩.	কম্পিউটার টেবিল	৪
০৪.	কম্পিউটার চেয়ার	৪
০৫.	বুক শেলফ	৩
০৬.	ফাইল কেবিনেট	৪
০৭	ফ্রন্ট ডেস্ক চেয়ার	২১
০৮.	ল্যাবরেটরী রিভলভিং চেয়ার	১২

৯.৭ প্রশিক্ষণ, ব্লক প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসঃ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ১০২০ টি প্রদর্শনীর মধ্যে গত ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ১০২০ টি প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নে প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

প্রশিক্ষণ (জন)									
	বিষয়	রাজশাহী	ঢাকা	খুলনা	বরিশাল	রংপুর	চট্টগ্রাম	সিলেট	মোট
ক)	কৃষক প্রশিক্ষণ	৪৮০	১৭১০	৪৫০	৯০	৯৬০	৫৭০	২৪০	৪৫০০
খ)	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৩৮	৩৫	১৭	১	১৯	৭	৩	১২০

ব্লক প্রদর্শনী (টি)									
ক)	আলু	১০৯	৩৩৯	৯০	২৪	১৬৪	৮৩	৩১	৮৪০
খ)	স্ট্রবেরী	২০	৪২	১২	০	৩৩	৪৫	২৮	১৮০
মাঠ দিবস									
ক)	মাঠদিবস	৪৩	৯০	২৯	১৭	৫০	২০	৩১	২৭০টি

৯.৮ প্রকল্পের বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নোত্তর এর উপর সার্বিক মন্তব্যঃ প্রকল্পটি নির্বিঘ্নে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নকালীন সময়ে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের কোন সমস্যা না থাকলেও বাস্তবায়োত্তর কালে প্রকল্পের কাজে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি ও ল্যাব পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের অর্থের সংস্থান না থাকায়, প্রকল্পের সকল কার্যক্রম ব্যাহত হতে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১- আলুর জাত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য, ২-বীজ আলু উৎপাদন কলাকৌশল, ৩-স্ট্রবেরী উৎপাদন প্রযুক্তি, ৪- আলু ফসলের রোগব্যাধি সনাক্তকরণ ও বালাইদমন ব্যবস্থাপনা, ৫- স্ট্রবেরী ফসলে পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, ৬- বীজআলু/ শিল্পে ব্যবহার উপযোগী-আলু সংগ্রহ সর্টিং-গ্রেডিং ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা।

৯.৯। বই/জার্নাল/ম্যাগাজিন ও প্রকাশনাঃ মুদ্রণ ও প্রকাশনার আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রকাশনা ও সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে।

ক্রঃ	বই, জার্নাল ও প্রকাশনার নাম	পরিমান/টি
১.	প্লান্ট বায়োটেকনোলজি বই	১
২.	বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিপনন প্রযুক্তি বই	৫
৩.	কারেজ জাতের আলুর ফসলের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যের উপরে সচিত্র কালার লিফলেট	৪৬৫৭
৪.	Virus of Potato and Seed Potato Production বই	১
৫.	Plant Biotechnology by A.d. Adrain Slan বই	১
৬.	Glossary of Biotechnology বই	১
৭.	Seed Potato Technology by S.G.W বই	১
৮.	ডিস্প্লে বোর্ড	১
৯.	ষ্ট্রবেরী ফসলের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর চার কালার লিফলেট	২০০০
১০.	সাগিতা জাতের আলুর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর চার কালার লিফলেট	৪০০০
১১.	স্প্রিট জাতের আলুর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর চার কালার লিফলেট	৩০০০
১২.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার ক্রয় বিক্রয় আইন ও বিধিমালা বই	২
১৩.	পরিপত্র নং-১ (আয়কর) ২০১০-১১ বাজেটের আয়কর ক্ষেত্রে আনিত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা বই	১
১৪.	মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত আইন (বই)	১

১০.০ উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন	মন্তব্য
টিস্যুকালচারের মাধ্যমে প্লান্টলেট উৎপাদন এবং তা থেকে ব্রীডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ আলু উৎপাদন করে দেশে বীজ আলু আমদানী নির্ভরতা কমানো ও বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করা ।	টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ৯.০৬৪৫০ লক্ষ প্ল্যাটলেট উৎপন্ন করা হয়েছে যা থেকে উক্ত প্লান্টলেট থেকে ৯৭ মে.টন মিনিটিউবার,মিনিটিউবার থেকে ১১৩২ মে. টন ব্রীডার বীজ এবং ব্রীডার বীজ থেকে ১৯৪০০ মে.টন ভিত্তি বীজ এবং ভিত্তি বীজ থেকে ১৯৪০০০ মে.টন প্রত্যায়িত / মানঘোষিত বীজ আলু উৎপাদন হয়েছে ও কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন ব্রীডার বীজ সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। আলু বীজের আমদানী নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়

নতুন ছাড়কৃত জাতের আলু ও স্ট্রবেরী ফসলের প্রদর্শন প্লট স্থাপন ও মাঠ দিবস পালনের মাধ্যমে জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করা ।	১০২০টি ব্লক প্রদর্শনী ও ৩০০টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করা হয়েছে।	অনুমোদিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রানু যায়ী উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
বীজ আলু ও স্ট্রবেরী উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	১৭টি জেলার ৪৫০০ জন কৃষক এবং ১২০জন ফিল্ড অফিসার কে বীজ আলু ও স্ট্রবেরী উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	

১১.০ প্রকল্পের প্রভাবঃ

প্রকল্পটি দেশের ২৭টি জেলার ৩৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল টিস্যুকালচারের মাধ্যমে প্ল্যাটলেট উৎপাদন এবং তা থেকে মিনি টিউবার. ব্রীডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ আলু উৎপাদন করে দেশে বীজ আলু আমদানী নির্ভরতা কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্প সমাপনান্তে ১.৯৪ লক্ষ মেট্রিকটন প্রত্যায়িত/মানঘোষিত আলু বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। উৎপাদিত আলু বীজ বিএডিসি'র মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে সরবরাহকৃত বীজ প্রতি বৎসর ১০ (দশ) গুন হারে বৃদ্ধি পেয়ে প্রকল্প মেয়াদের ৩ (তিন) বৎসরে (১.৯৪X৩০) লক্ষ= ৫৮.২০ লক্ষ মেঃটন প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ আলুর পরিমাণ দাড়িয়েছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, নেদারল্যান্ড থেকে যে সকল বীজ আমদানী করা হয় তার কেজি প্রতি মূল্য ১২০হতে ১৫০ টাকা। কিন্তু দেশেই টিস্যু কালচারের মাধ্যমে একই মানের বীজ উৎপাদন করতে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। ফলে প্রতি কেজি বীজে প্রায় ১০০ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়। এছাড়াও মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করায় আলুর ফলন প্রকল্প মেয়াদে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পেয়েছে যা খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আমদানী নির্ভরতা কমে যাওয়ায় বিএডিসি কর্তৃক নিজেদের বীজ নিজেরা উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে সঠিক সময়ে কৃষকদের নিকট পৌছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে আগাম রোপন নিশ্চিত হচ্ছে, ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, রোগব্যধি কম সংগঠিত হচ্ছে ও উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। কৃষি বান্ধব অর্থনীতির জন্য প্রকল্পটি অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

নিম্নে গত ৬ (ছয়) বছরের বীজ আলু আমদানীর তথ্য প্রদান করা হলো।

বীজ আলু আমদানীর পরিমাণ		
ক্রঃনং	উৎপাদন বর্ষ	আমদানীকৃত বীজের পরিমাণ
১।	২০১০-১১	৮৯১৩.৮০ মে.টন
২।	২০১১-১২	৪৯৬০.০০ মে.টন
৩।	২০১২-১৩	৪২১১.৫৮ মে.টন
৪।	২০১৩-১৪	১২৪৪.৭৫ মে.টন

উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই)- (Quarantine) সঙ্গনিরোধ- **চট্টগ্রাম**

কৃষকের চাহিদাকৃত জনপ্রিয় যে সকল জাতের আলুর উৎস দেশ (হল্যান্ড) উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে তা টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। শিল্পে ব্যবহার উপযোগী ও রপ্তানী যোগ্য বীজ আলুর চাহিদা মোতাবেক টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদন করে চুক্তিবদ্ধ চাষী পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অর্থনীতিতে ধনাত্বক প্রভাব ফেলেছে।

১২.০ **উদ্দেশ্য পুরোপরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়

১৩.০ **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১ প্রকল্পটি নির্বিঘ্নে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হযেছে। বাস্তবায়নকালীন সময়ে কোন প্রকার সমস্যা হয়নি।

১৩.২ বাস্তবায়নোত্তর সমস্যাঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের কাজে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি ও ল্যাব পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের অর্থের সংস্থান না থাকায়, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামাল ব্যবহার ও ল্যাব যন্ত্রপাতি পরিচালনার সকল কার্যক্রম ব্যাহত হতে যাচ্ছে।

১৪.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৪.১ প্রকল্পটি নির্বিঘ্নে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হযেছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়ার নিমিত্ত প্রকল্প সমাপ্তির এ পর্যায়ে ল্যাব দু'টির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

“সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায়”

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত: জুন’ ২০১৩।

১।	প্রকল্পের নাম	:	সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায়।
২।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।
৪।	প্রকল্পের অবস্থান	:	রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫টি উপজেলা।
৫।	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)**
মূল **জিওবি** **বিএমডিএ** **(নিজস্ব তহবিল)**	**সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)**	**জিওবি** **বিএমডিএ** **(নিজস্ব তহবিল)**	মূল	সংশোধিত		
১৬১৫৪.২৩ ১৫৭৯৪.২৩ ৩৬০.০০	-	১৬১২৩.৪২ ১৫৭৯৪.২৩ ৩৬০.০০	১/৭/২০০৮ হতে ৩০/৬/২০১৩	১/৭/২০০৮ হতে ৩০/৬/২০১৩	১/৭/২০০৮ হতে ৩০/৬/২০১৩	-

৬। **<u>প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন:</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকেল্পর বিভিন্ন অঙ্গে বিবরণ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	রাজস্ব				
১।	জনবলের বেতন (বিএমডিএ নিজস্ব তহবিল)		৩০০.০০	লট	৩০০.০০
২।	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (বিএমডিএ নিজস্ব তহবিল)		৩০.০০	লট	৩০.০০
৩।	পানি বিতরণ ব্যবস্থা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		২৫.০০	লট	২৪.৫৫
৪।	প্রশিক্ষণ ভাতা		১৩৯.৬০	২৩৫০০ জন	১৩৯.৬০
৫।	প্রশিক্ষণ সম্মানী		১৯.৬৩	লট	১৯.৬৩
৬।	প্রশিক্ষণ উপকরণ		৩০.০০	লট	৩০.০০
৭।	বিবিধ		৫০.০০	লট	৫০.০০
	রাজস্ব মোট:		৫৯৪.২৩		৫৯৩.৭৮
(খ)	মূলধন				
৮।	পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	১১২৫০.০০	২৫০০	১১২৫০.০০
৯।	পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ (প্রতিটি ৬১০মি:)	সংখ্যা	৪২৫০.০০	২৫০০	৪২৪৯.৬৪
১০।	কম্পিউটার ক্রয় (বিএমডিএ নিজস্ব তহবিল)	সংখ্যা	৬.০০	১০	৬.০০
১১।	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় (বিএমডিএ নিজস্ব তহবিল)	সংখ্যা	১.৫০	২	১.৫০
১২।	ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় ((বিএমডিএ নিজস্ব তহবিল)	সংখ্যা	১.২০	৪	১.২০
১৩।	অফিস আসবাবপত্র (বিএমডিএ নিজস্ব তহবিল)		৪.৮০	লট	৪.৮০
১৪।	অন্যান্য (প্রিন্টিং ও মনোহরি দ্রব্যাদি)		১.৫০	লট	১.৫০
১৫।	মাঠে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (বিএমডিএ নিজস্ব তহবিল)		১৫.০০	লট	১৫.০০
১৬।	মূল্য বৃদ্ধি খাতে ব্যয়		৩০.০০	লট	৩০.০০
	মূলধন মোট:		১৫৫৬০.০০		১৫৫২৯.৬৪
	(ক) রাজস্ব +(খ) মূলধন সর্বমোট:		১৬১৫৪.২৩		১৬১২৩.৪২ (৯৯.৯৮%)

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন :**

৮.১। **প্রকেল্পর পটভূমি:** রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় খাদ্য উৎপাদিন বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)" এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে ১৯৮৫ সাল থেকে গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয় এবং এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৯২ সালে "বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" গঠন করা হয়। বিআইএডিপি প্রকল্পভুক্ত এলকায় স্থাপিত গভীর নলকূপে সেচ এলাকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়-কাঁচা সেচনালায় প্রায় ৪০% সেচের পানি বিভিন্নভাবে অপচয় হয়। তাছাড়া কাঁচা সেচনালা/ভূ-উপরিস্থ সেচনালার মাধ্যমে উঁচু-নিচু যে কোন এলাকায় সেচের পানি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

সেচের পানির অপচয় হ্রাসপূর্বক কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার সুবিধা বিবেচনা করে ২৫০০টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের লক্ষ্যে "সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ-২য় পর্যায়" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যা ৩০/০১/২০০৮ তারিখে "একনেক" কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) ২৫০০টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (Buried Pope Line) নির্মাণের মাধ্যমে গভীর নলকূপ দ্বারা উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সুনিয়ন্ত্রিত ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ৪০০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা;

(২) ২৩৫০০ জন কৃষককে গভীর নলকূপ পরিচালখনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, শস্য উৎপাদন ও সার ব্যবহার, শস্য বহুমুখীকরণ, মৎস্য চাষ এবং যান্ত্রিক চাষাবাদ কার্যক্রমের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৩) স্থাপিত গভীর নলকূপসমূহের সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত ২.৫৭ লক্ষ মেঃ টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

(৪) সেচের পানির ৪০% system loss কমিয়ে সর্বোচ্চ সেচ দক্ষতা অর্জন করা; এবং

(৫) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং দিনমজুরদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮.৩। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়	
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০৮-০৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	২৯৯৯.৭৮	২৯৯৯.৭৮	২৯৯৯.৭৮
২০০৯-১০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০
২০১০-১১	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০
২০১১-১২	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০
২০১২-১৩	২৭৬৪.০০	২৭৬৪.০০	-	২৭৬৪.০০	২৭৬৪.০০	২৭৬৪.০০
মোট=	১৫৭৬৪.০০	১৫৭৬৪.০০	৩৬০.০০	১৫৭৬৩.৭৮	১৫৭৬৩.৭৮	১৫৭৬৩.৪২+ ৩৬০.০০= ১৬১২৩.৪২

*বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলের।

৮.৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মোঃ শফিকুর রহমান	পূর্ণকালীন	২৪/০৭/০৮ হতে ২৮/১১/২০১১
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান	পূর্ণকালীন	২৮/১১/১১ হতে ১৫/১২/২০১১
মোঃ ইকবাল হোসেন	পূর্ণকালীন	১৫/১২/১১ হতে ৩০/৬/২০১৩

৮.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প ছক/সংশোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা/পিইসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই
- এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কার্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯। **পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পটি আইএমইডি কৃতক ৩০/০৯/২০১৩ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৯.১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** স্থাপিত ২৫০০টি গভীর নলকূপের সেচ এলাকা প্রতিটিতে ৬.১০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ নালা বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় নিয়ে আসা ও সেচের পানির অপচয় ৪০% রোধ করা। প্রকল্প পরিচালক জনান যে, ২৫০০টি গভীর নলকূপের সেচ এলাকা প্রতিটিতে ৬.১০ মিটার গভীর সেচ নালা বৃদ্ধি করে ডিপিপি পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্নোক্ত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়ঃ-

৯.২।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	**ভুগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পূর্বের অবস্থা পূর্ব অবস্থা**		**ভুগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পরবর্তী অবস্থা**
জেলা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ উপজেলা- নাচোল ইউনিয়ন-নাচোল মৌচা-ঘিওন-২ জেএল নং- ১৪৫। দাগ নং-১৪২৭।	সেচ নালার ধরণ	ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা	২০০০-০" ফিট ইউপিভিসি ৮" ডায়া ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
	চাষকৃত জমির পরিমাণ	৬০ একর।	৭৫ একর অর্থাৎ ১৫০০ একর বৃদ্ধি পেয়েছে।
	হেক্টর প্রতি সেচ খরচ	২৯.০০ টাকা।	২১.০০ টাকা (সেচ খরচ সাশ্রয় হয়েছে)।
	উপকারভোগীদের সংখ্যা	৭৫ জন।	১০৫ জন (উপকারভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.৩।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	**ভুগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পূর্বের অবস্থা পূর্ব অবস্থা**		**ভুগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পরবর্তী অবস্থা**
জেলা-রাজশাহী উপজেলা- তানোর ইউনিয়ন-তালন্দ মৌচা- মোহর জেএল নং- ১৪৬। দাগ নং-২০৮।	সেচ নালার ধরণ	ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা	২০০০-০" ফিট ইউপিভিসি ৮" ডায়া ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
	চাষকৃত জমির পরিমাণ	৬০ একর।	৭৫ একর। অর্থাৎ ১৫০০ একর বৃদ্ধি পেয়েছে।
	হেক্টর প্রতি সেচ খরচ	২৯.০০ টাকা।	২১.০০ টাকা। (সেচ খরচ সাশ্রয় হয়েছে)
	উপকারভোগীদের সংখ্যা	৭৫ জন।	১০৫ জন। (উপকারভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.৪।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	**ভুগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পূর্বের অবস্থা পূর্ব অবস্থা**		**ভুগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পরবর্তী অবস্থা**
জেলা-রাজশাহী উপজেলা- তানোর ইউনিয়ন-তালন্দ মৌচা- বাজে বর্ষ জেএল নং- ১৩০। দাগ নং-৩৭২।	সেচ নালার ধরণ	ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা	২০০০-০" ফিট ইউপিভিসি ৮" ডায়া ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
	সেচ প্রদানকৃত এরিয়া	৩৯.৮৮ হেক্টর।	৬০.৮৬ হেক্টর।
	হেক্টর প্রতি সেচ খরচ	৩০৭০/-	২২০২/- (সেচ খরচ সাশ্রয় হয়েছে)
	উপকারভোগীদের সংখ্যা	৭০ জন।	১০২ জন। (উপকারভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.৫।	পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পূর্বের অবস্থা		ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের পরবর্তী অবস্থা
	জেলা-রাজশাহী উপজেলা- পবা। ইউনিয়ন-নওহাটা। মৌচা- বাগসারা-৩ জেএল নং- ৯৮। দাগ নং-১৩০০।	সেচ নালার ধরণ	ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা	২০০০-০" ফিট ইউপিভিসি ৮" ডায়া ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
		চাষকৃত জমির পরিমাণ	৪৫.০০ হেক্টর।	৫৩.০০ হেক্টর।
		হেক্টর প্রতি সেচ খরচ	২৬০০ টাকা	১৯৮৪/- (সেচ খরচ সাশ্রয় হয়েছে)
		উপকারভোগীদের সংখ্যা	৬০ জন।	৮০ জন। (উপকারভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.৬। **ক্রয় কর্যক্রম পর্যালোচনা: :** পরিশিত প্রকল্প অংগের ক্রয় কাযক্রমের নথি পর্যালোচনা করা হয়। পিপিআর-২০০৮ অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যথাযথ ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়নও চেয়ারম্যান, বরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কর্যাদেশ ও কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। তাছাড়া ১ কোটি টাকার উর্দ্ধে ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে।

৯.৭। **কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ:** ৮" ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ৬ ফুট মাটির নিচ দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। এতে পাইপের উপরিভাগে চাষাবাদ স্বাভাবিক রয়েছে। প্রতিটি স্কীমের স্থাপনায় পরিকল্পনা অনুসারে ১০টি করে স্টীলের আউটলেট উচু/নিচু স্থানে ভেদে স্থাপন করা হয়েছে। যে কোন আউটলেট থেকে প্রয়োজন অনুসারে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া ইউপিভিসি পাইপ লইন ও স্টীলের তৈরী আউটলেটের গুনগতমান যাচাই করে সন্তোষজন প্রতীয়মান হয়েছে।

৯.৮। **কৃষকদের সাথে আলোচনা বৈঠক:** প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে বৈঠক করা হয়। প্রকল্পের কার্যাদেশসম্পাদনের পর কৃষকগণের অভিমত নিম্নরূপ:

(১) কাচা/আধা পাকা সারফেস সেচনালার মাধ্যমে তারা অপেক্ষাকৃত কম জমিতে চাষাবাদ করতে পারতো। বর্তমানে তাদের চাষাবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) জমি অসমতল অর্থাৎ উচু/নিচু হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে সারফেস চেব নালার মাধ্যমে সেচ দেয়া যেতনা। বর্তমানে তা সম্ভব হচ্ছে।

(৩) সারফেস সেচ নালার পানির অপচয়ের কারণে তাদের সেচ কার্যক্রমে বিদ্যুৎ খরচ বেশী হতো। বর্তমানে ২৫% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে।

(৪) কৃষক অর্থাৎ উপকারভোগীগণ জানান যে, ৬.১০ মিটার (২০০ ফুট) ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপন তাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হয়নি। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার পানির পরিমাণ প্রয়োজনুসারে বৃদ্ধি করা হলে তারা আরো বেশী জমি সেচের আওতায় আনতে পারবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পারে।

৯.৯। **প্রশিক্ষণ কর্যক্রম:** প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ অংগের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন পর্বক বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিত্তিক ২৩.৫০০ জনের বিপরীতে ২৩,৫০০ জন (১০০%) কৃষককে গভীর নলকূপ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচনালা ব্যবস্থাপনা, পানি বিরতণ ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, শস্য উৎপাদন ও সার ব্যবহার, শস্য বহুমুখীকরণ, বনায়ন, মৎস্য চাষ এবং যান্ত্রিক চাষাবাদের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের সাথে আলোচনায় দেখা যায়-তাদের অনেকেরই এ বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকলেও কেউ কেউ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরেও প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তেমন কিছুই বলতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও সহজতর ও কার্যকর করার প্রয়োজন ছিল।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

ক্র: নং	পরিকল্পিত উদ্দেশে	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর অনুসারে)
১।	২৫০০টি পনি সরবারাহ ব্যবস্থা (Buried Pipe Line) নির্মানের মাধ্যমে গভীর নলকূপ দ্বারা উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সুনিয়িত্রত ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ৪০০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা;	২,৫০০টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থাএ ৪০০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে।
২।	২৩৫০০ জন কৃষককে গভীর নলকূপ পরিচালকনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, শস্য উৎপাদন ও সার ব্যবহার, শস্য বহুমুশীকরণ, বনায়ন, মৎস্য চাষ এবং যান্ত্রিক চাষাবাদ কার্যক্রমের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান;	২৩,৫০০ কৃষককে পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩।	স্থাপিত গভীর নলকূপসমূহের সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত ২.৫৭ লক্ষ মেঃ টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪।	সেচের পানির ৪০% system loss কমিয়ে সর্বোচ্চ সেচ দক্ষতা অর্জন করা; এবং	প্রতিটি স্কিমে ৬১০ মি: (২০০০ ফুট) পানির পাইপলাইন স্থাপনের ফলে পানির system loss কমিয়ে
৫।	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং দিনমজুরদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	কর্মসংস্থানের অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১২.১। গভীর নলকূপ এলাকায় ৬.১০ মি: অর্থাৎ ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপন যথেষ্ট নয় বলে কৃষক অর্থাৎ উপকারভোগীগণ অভিমত প্রকাশ করেন। বাস্তবতার আলোকে এর পরিসর প্রয়োজন অনুসারে আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১২.২। প্রকল্পের তিনজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/বদলী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা হয়েছে।

১২.৩। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের সাথ আলোচনায় দেখা যায় তাদের অনেকেই এ বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকলেও কেউ কেউ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরেও প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তেমন কিছুই বলতে পারেননি।

১৩। **সুপারিশ:**

১৩.১। বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি গভীর নলকূপের এলাকায় ৬.১০মি: (২০০০ ফুট)ইউপিভিসি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপন করা হয়েছে যা প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকেল্পর আওতায় উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার এরিয়া আরো বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার পরিহার করে ভূপরিস্থ পানির অধিকতর ব্যবহার করার বিষয়ে বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা/নিরীক্ষা পূর্বক কর্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনু:৮.৪/১২.২)।

১৩.২। প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় প্রকল্প পরিচালককে বদলী/ নিয়োগের বিষয়ে বিধি অনুসারে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বদলী/নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটি'র সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনু: ৮.৪/১২২)।

১৩.৩। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর বাস্তবায়নাধীন/চলমান প্রকল্পসমূহের (যে সকল প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো আরও সহজতর/কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে (অনু: ৯.৯/১২৩)।

“সেচ এলাকা বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন”
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
সমাপ্ত: জুন’ ২০১৩।

১।	প্রকল্পের নাম	:	সেচ এলাকা বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন।
২।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।
৪।	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলা।
৫।	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল প্রাক্কলিত কালের %)**
মূল	**সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)**		**মূল**	**সংশোধিত**			
৫১২৪.৫৯	-	৫০৭৪.০৬	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩		এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩		

৬। **<u>প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন:</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকেল্পর বিভিন্ন অঙ্গে বিবরণ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	**রাজস্ব**					
	সরবরাহ সেবা					
১।	ডাক	লট	০.২৫	লট	০.২৫	লট
২।	টেলিফোন/টেলিগ্রাফ	লট	২.০০	লট	২.০০	লট
৩।	বিদ্যুৎ	লট	৩.০০	লট	৩.০০	লট
৪।	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	লট	৮.০০	লট	৮.০০	লট
৫।	মূদ্রণ ও প্রকাশনা	লট	১.০০	লট	১.০০	লট
৬।	মনিহারী, সীল ও স্ট্যাম্প	লট	১.৫০	লট	১.৫০	লট
৭।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লট	২.০০	লট	২.০০	লট
৮।	প্রশিক্ষণ ভাতা	লট	১৯.০০	৬৫০০ জন	১৯.০০	৬৫০০ জন
৯।	প্রশিক্ষণ সম্মানী	লট	৮.০০	লট	৮.০০	লট
১০।	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	লট	১০.০০	লট	১০.২৮	লট
১১।	প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও সমাপনী	লট	৪.০০	লট	৪.০০	লট
১২।	প্রশিক্ষণার্থীতের যাতায়াত ভাতা	লট	৩.০০	লট	৩.০০	লট
১৩।	কম্পিউটার সরঞ্জাম	লট	০.৫০	লট	০.৫০	লট
১৪।	অন্যান্য ব্যয়	লট	১.০০	লট	১.০০	লট
১৫।	প্রদর্শনী পট	সংখ্যা	১৪.২৪	১৬০টি	১৪.২৪	১৬০টি
১৬।	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৪.০০	-	৪.০০	-
১৭।	ক্রটিপূর্ণ/অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	সংখ্যা	৭০০.০০	১০০টি	৬৯৯.৮৯	১০০টি
	রাজস্ব মোট:		**৭৯১.৮৯**		**৭৯১.৬৬**	

(খ)	**মূলধন**					
	সম্পদ সংগ্রহ					
১।	পিক আপ	সংখ্যা	২০.০০	১টি	২০.০০	১টি
২।	মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৮.৪০	১০টি	৮.৪০	১০টি
৩।	মাঠ সরঞ্জামাদি ক্রয়	লট	৩.০০	লট	৩.০০	লট
৪।	কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	১.৮০	৩টি	১.৮০	৩টি
৫।	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	১.০০	১টি	১.০০	১টি
৬।	পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	মি:	২৮০২.৮০	৩৮৫০০০মি:	২৮০২.৫০	৩৮৫০০০ মি:
৭।	নির্মাণ					
	ট্রেনিং শেড, গ্যারেজ ও অফিস বিল্ডিং নির্মাণ (প্রতিটি ৩৩০ বর্গমিটার, তিনতলা)	সংখ্যা	২০০.০০	৫টি	২০০.০০	৫টি
৮।	পানি বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	১২৪৫.৭০	১০০০টি	১২৪৫.৭০	১০০০টি
	মূলধন মোট:		**৪২৮২.৭০**		**৪২৮২.৭০**	
(গ)	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		০.০০		০.০০	
(ঘ)	পাইস কনটিনজেন্সি		৫০.০০		০.০০	
	প্রকল্প ব্যয়		**৫১২৪.৫৯**		**৫০৭৪.০৬ (৯৯.০২%)**	**(১০০%)**

৭। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:</u>** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **<u>প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন :</u>**

৮.১। **প্রকেল্পর পটভূমি:** ১৯৬২-৬৪ এবং পরবর্তীতে ৮০ দশকের পূর্বে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এ দিনাজপুর জেলার ১৩টি থানায় ১.২১৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে। শুরু থেকেই ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরি সমস্যাজনিত কারণে স্থাপিত গভীর নলকূপসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা ও ব্যবহৃত হয়নি। স্থাপিত গভীর নলকূপসমূহ সঠিকভাবে পরিচালকনা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর নিকট ০৮/০১/২০০৩ তারিখে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরের পরে বিএমডিএ গভীর নলকূপসমূহ মেরামত করে সচল করে। কিন্তু ১,২১৭টি গভীর নলকূপে খোলা পাকা সেচ নালা ছিল, যে গুলো বেশির ভাগই ভাঙ্গা এবং অকেজো ছিল। কৃষকেরা খোলা নালাগুলা ন্যূনতম ব্যবহার করতে পারতো না। এ প্রেক্ষিতে বিএমডিএ ২০০৩-২০০৮ মেয়াদে সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,২১৭টি গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন (বারিড পাইপ) নির্মাণ করে। উক্ত বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের ফলে ২৯,৩৮৯ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থাপনায় আনা হয়। প্রকল্প এলাকায় সুষ্ঠু পানি বিতরণ ব্যবস্থার ফলে সেচ খরচ কম হয় এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি পাইপ লাইন দুই বা তিন দিকে বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্য ৬১০ মিটার থেকে ১,০০০ মিটার পর্যন্ত। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য যথেষ্ট নয় এবং কৃষকেরা পাইপ লাইনের অভাব পূরণের জন্য মাটির সেচ নালা নির্মাণ করে, ফলে সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় ১,০০০টি গভীর নলকূপের প্রতিটি গভীর নলকূপে ১,০০০ মিটার পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বির্ধতকরণের জন্য প্রকল্পটি গৃতীত হয়।

৮.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য: আলোচ্য প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য সমুহ নিম্নরুপঃ</u>**

(১) ১,০০০টি পানি বিতরণ ব্যবস্থার পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) পদ্ধতিতে গভীর নলকূপ এলাকায় সেচ এলাকা বৃদ্ধির মধ্যমে অতিরিক্ত ১২,০১০ হেক্টর জমিতে সুনিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে অতিরিক্ত প্রা ০.৬০লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;

(২) ১০০টি ত্রুটিপূর্ণ ও অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে পূর্বের ব্যবস্থা চলমান রাখা;

(৩) সেচ কাজে ব্যবহৃত পানির অপচয় রোধ এবং সেচের দক্ষতা বৃদ্ধি করে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং

(৪) সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার জন্য ৬,৫০০ জন কৃষককে গভীর নলকূল ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, Alternate Wetting and Drying (AWD) পদ্ধতিতে সেচ প্রদান, শস্য ও সার ব্যবহার, শস্য বহুমূখীকরণ, বনায়ন, মাছ চাষ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.৩। অনুমোদন অবস্থা: 'সেচ এলাকা বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ৫১২৪.৫৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে ১৩/০৪/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯-১০	-	-	-	-	-	-	-
২০১০-১১	১৭০০.০০	১৭০০.০০	-	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	-
২০১১-১২	১১৪০.০০	১১৪০.০০	-	১১৪০.০০	১১৪০.০০	১১৪০.০০	-
২০১২-১৩	২২৩৪.৫৯	২২৩৪.৫৯	-	২২৩৪.৫৯	২২৩৪.০৬	২২৩৪.০৬	-
মোট=	**৫০৭৪.৫৯**	**৫০৭৪.৫৯**	**-**	**৫০৭৪.৫৯**	**৫০৭৪.০৬**	**৫০৭৪.০৬**	**-**

৮.৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মোঃ শামসুল হোদা তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী বিএমডিএ, রাজশাহী	পূর্ণকালীন	৩০/১১/২০১০ হতে ৩০/৬/২০১৩

৮.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প ছক/সংশোধিত ছক পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরির্দশন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।

৯। **পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যক্ষেণ:** প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক ২১/১১/২০১৩ হতে ২৩/১১/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিতি ছিলেন।

৯.১। **প্রকেল্পর মুল কার্যক্রম :** ১০০০টি গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিত করণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১২০১০ হেক্টর জমি সুনিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় নিয়ে আসা এবং ১০০টি পুরাতন অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে পুনরায় সেচকার্য পরিচালনা করা। এছাড়া ৬৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ কাজের নিম্নবর্ণিত প্রকল্প এলাকাসমূহ সরেজমিনে পরির্দশন করা হয়। পর্যবেক্ষণ তুলনামূলক ছক আকারে (প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এবং পরে) নিম্নে দেয়া হল:

৯.২।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	সেচনালা বর্ধিত করণের বিবরণ	পূর্ব অবস্থা	বর্তমান বর্ধিত অবস্থা
জেলা-ঠাকুরগাঁও উপজেলা-ঠাকুরগাঁও ইউনিয়ন-জগন্নাথপুর মৌজা-সিঙ্গিয়া গনকু নং-আরএইচ-১২৫	সেচ নালার দৈর্ঘ্য	৬১০.০০ মিটার	১০০০.০০ মিটার
	চাষকৃত জমির পরিমাণ	৬৭.০০ একর	১০৯.০০ একর
	উপকারভোগী (চাষী)	৪৫ জন	৭২ জন
	উৎপাদিত ধানের পরিমাণ	৬৪০০.০০ মণ	১০২২৫.০০মণ

৯.৩।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	সেচনালা বর্ধিত করণের বিবরণ	পূর্ব অবস্থা	বর্তমান বর্ধিত অবস্থা
জেলা-ঠাকুরগাঁও উপজেলা-ঠাকুরগাঁও ইউনিয়ন-জগন্নাথপুর মৌজা-সিঙ্গিয়া গনকু নং-আরএইচ-১২৫	সেচ নালার দৈর্ঘ্য	৬১০.০০ মিটার	১০০০.০০ মিটার
	চাষকৃত জমির পরিমাণ	৬৭.০০ একর	১০৯.০০ একর
	উপকারভোগী (চাষী)	৪৫ জন	৭২ জন
	উৎপাদিত ধানের পরিমাণ	৬৪০০.০০ মণ	১০২২৫.০০মণ

৯.৪।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	সেচনালা বর্ধিত করণের বিবরণ	পূর্ব অবস্থা	বর্তমান বর্ধিত অবস্থা
জেলা-ঠাকুরগাঁও	সেচ নালার দৈর্ঘ্য	৬১০.০০ মিটার	১০০০.০০ মিটার
উপজেলা-বালিয়াডাঙ্গি	চাষকৃত জমির পরিমাণ	৫৯.০০ একর	৯৯.০০ একর
ইউনিয়ন-বড়বাড়ী	উপকারভোগী	৩৫ জন	৫৫ জন
মৌজা-বেলহারা	উৎপাদিত ধানের পরিমাণ	৫৪৫০.০০ মণ	৯২৫০.০০মণ
গনকু নং-বিডি-৩২			

৯.৫।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	সেচনালা বর্ধিত করণের বিবরণ	পূর্ব অবস্থা	বর্তমান বর্ধিত অবস্থা
জেলা-ঠাকুরগাঁও	সেচ নালার দৈর্ঘ্য	৬১০.০০ মিটার	১০০০.০০ মিটার
উপজেলা-রাণীশংকৈল	চাষকৃত জমির পরিমাণ	১১০.০০ একর	১৭২.০০ একর
ইউনিয়ন-হোসেনগাঁও	উপকারভোগী	২৫ জন	৪৭ জন
মৌজা-ভান্ডারা	উৎপাদিত ধানের পরিমাণ	৮৭০০.০০ মণ	১৫০৫০.০০মণ
গনকু নং-আরএইচ-৩১২			

৯.৬।

পরিদর্শিত অংগ (গভীর নলকূপ):	সেচনালা বর্ধিত করণের বিবরণ	পূর্ব অবস্থা	বর্তমান বর্ধিত অবস্থা
জেলা-পঞ্চগড়	সেচ নালার দৈর্ঘ্য	৬১০.০০ মিটার	১০০০.০০ মিটার
উপজেলা-বোদা	চাষকৃত জমির পরিমাণ	৬২.০০ একর	৯৯.০০ একর
ইউনিয়ন-চন্দনবাড়ী	উপকারভোগী	৫৬ জন	৮২ জন
মৌজা-চন্দনবাড়ী	উৎপাদিত ধানের পরিমাণ	৬৩০০.০০ মণ	১০০০০.০০মণ
গনকু নং-বি-১৬			

৯.৭। **কৃষকদের সাথে আলোচনা বৈঠক:** প্রকল্প এলাকা পরিদর্শকালে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে বৈঠক করা হয়। প্রকল্প কার্যসম্পাদনের পর কৃষকদের অভিমত নিম্নরূপ:

(১) সেচনালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে তার অপেক্ষাকৃত দুরের জমিতে পানি সেচ দিতে কোন সমস্যা হয় না এবং আগের চেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষাবাদ করতে পারছে;

(২) আগে দূরের জমিতে সেচ দিতে পানি অপচয় বেশী হত এবং খরচ বেশী হত। বর্তমানে পানি অপচয় কম হয় এবং কম খরচে বেশী পরিমাণ জমিতে সেচ দিতে পারে;

(৩) পুরতন অকেজো গভীর নলকূপ পুস্থাপন করায় তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া সেচ কার্যক্রম আবার শুরু করতে পেরেছে:

(৪) কৃষকগণ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (ইউপিভিসি) প্রয়োজনমত আরো বৃদ্ধির সুপারিশ করে।

৯.৮। **পরিদর্শনকৃত অফিস ভবর এর তথ্য:** প্রকল্পের আওতায় তিন তলা বিশিষ্ট (৩৩০ বর্গ মিটার) ৫টি উপজেলা সহকারী পরিচালকের অফিস ভবন (প্রতিটি ৪০,০০ লক্ষ টাকা) নির্মাণ করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলায় এবং পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় নির্মিত ভবন দুইটি পরিদর্শন করা হয়। বর্তমানে ভবন দুইটি অফিস কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্মিত ভবন দুইটি পরিদর্শনে গুণগতমান আপাততঃ দৃষ্টিতে সন্তোষজনক প্রতিয়মান হয়েছে।

৯.৯। **কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ:** ১০০০০টি গভীর নলকূপে সেচনালা বর্ধিত করণের জন্য ২৫০ এমএম ডায়া ইউপিভিসি পাইপ মাটির নীচে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সেচনালার উপরিভাগে চাষাবাদ স্বাভাবিক রয়েছে। এছাড়া ১০০টি পুরাতন অকেজো গভীর নলকূপ পুর্নবাসন করে সেচ কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। ৫টি ট্রেনিংসেড, গ্যারেজসহ অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ধিত সেচনালা, পুনস্থাপিত গভীর নলকূপ এবং অবকাঠামো বর্তমানে ভালো আছে এবং সঠিকভাবে সেচকার্যক্রম চলছে।

৯.১০। **ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা:** প্রকল্পের কয়েকটি অংগের কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করা হয়। পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যথাযথভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, দরপত্র খোলা, টিইসি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন এবং হোপ ও বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যায়নের মাধ্যমে পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়কর্য সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া এক কোটি টাকার উর্দ্ধে ক্রয় কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে।

৯.১১। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ অংগের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন পূর্বক বিভিন্নি ক্যাটাগরি ভিত্তিক ৬৫০০ জনের বিপরীতে ৬৫০০ জন (১০০%) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আদর্শ কৃষক, গভীর নলকূপের অপারেটর, কৃষি যান্ত্রিকরণ, মৎস্য চাষ, নার্সারি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদশনকালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েক জন কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় কৃষকগণ প্রশিক্ষণ কর্যক্রম সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং প্রকিক্ষণ কার্যক্রম ৩ দিনের পরিবর্তে ১ সপ্তাহ করার বিষয়ে সুপারিশ করে। তাছাড়া প্রশিক্ষণ ভাতা ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা করা বিষয়েও উপকারভোগীগণ সুপারিশ করে।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

ক্র:	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন (পিসি আর অনুসারে)
(১)	১,০০০টি পানি বিতরণ ব্যবস্থার পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) পদ্ধতিতে গভীর নলকূপ এলাকায় সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত ১২,০১০ হেক্টর জমিতে সুনিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ০.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;	১,০০০টি পাইপ লাইন বর্ধিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে ১২,২১৫ হেক্টর জমিতে সুনিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং এডব্লিউডি এর মাধ্যমে সেচে পানির সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।
(২)	সেচ কাজে ব্যবহৃত পানির অপচয় রোধ এবং সেচের দক্ষতা বৃদ্ধি করে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	Burried pope line বৃদ্ধির ফলে এবং AWD পদ্ধতিতে সেচ প্রদানের ফলে সেচ কাজে ব্যবহৃত পানির অপচয় রোধ এবং সেচের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৩)	স্থাপিত গভীর নলকূপে সঠিকভাবে সেচ প্রদানের ফলে বর্ধিত এলাকায় অতিরিক্ত ০.৬০ লক্ষ (আনুমানিক) মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;	অতিরিক্ত ১২২১৫ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আসার ফলে অতিরিক্ত ০.৬০ লক্ষ (আনুমানিক) মেট্রিকটন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে।
(৪)	সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার জন্য ৬,৫০০ জন কৃষককে গভীর নলকূপ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, Alternate Wetting and Drying (AWD) পদ্ধতিতে সেচ প্রদান, শস্য ও সার ব্যবহার, শস্য বহুমুখীকরণ, বনায়ন, মাছ চাষ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;	৬৫০০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে AWD পদ্ধতিতে সেচ প্রদান, শস্য উৎপাদনের কলাকৌশল, বনায়ন, মৎস্য চাষ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কৃষকেরা লাভবান হয়েছে।
(৫)	১০০টি ক্রুটিপূর্ণ ও অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে পূর্বের সেচ ব্যবস্থা চলমান রাখা;	১০০টি ক্রুটিপূর্ণ ও অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে পূর্বের সেচ ব্যবস্থা চলমান রাখা হয়েছে।
(৬)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং দিনমজুরদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	কর্মসংস্থানের অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২। **বাস্তবায়ন সমস্যা:**

১২.১। প্রকল্প এলাকায় ১০০০টি গভীর নলকূপ স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (ইউপিভিসি) প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ১০০০ মিটার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। কিন্তু কমান্ড এরিয়ার মধ্যে আরো ভূ-উপরিস্থ (সারফেস) কাঁচা/আধাঁ পাকা নালা রয়েছে। বাস্তবতার আলোকে পানির অপচয় রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি গভীর নলকূপের স্কীমে প্রয়োজন অনুসারে আরও ভু-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্ধিত করা প্রয়োজন।

১২.২। প্রকল্পের দুইজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/বদলী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা হয়েছে।

১৩। সুপারিশ:

১৩.১। প্রতিটি গভীর নলকূপের স্কীম এলাকায় সর্বোচ্চ ১০০০ ফুট ভু-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপন করা হয়েছে যা (ইউপিভিসি) প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবতার আলোকে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করার জন্য পানির অপচয় রোধ, কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালার এরিয়া আরো বৃদ্ধি করার বিষয়ে বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা/নিরীক্ষা পূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৩.২। প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় প্রকল্প পরিচালককে বদলী/নিয়োগের বিষয়ে বিধি অনুসারে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনবদলী করা / হয়েছে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের প্রকল্পপরিচালক বদলী/নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটি'র সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩.৩। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর বাস্তবায়নাধীন/চলমান প্রকল্পসমূহের (যে সকল প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো আরও সহজতর/কার্যকর, প্রশিক্ষণ মেয়াদ ও ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

“ধানের জাত রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্রিডার বীজ উৎপাদন জোরদারকরণ প্রকল্প”

কারিগরী প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৩)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ব্রি প্রধান কার্যালয় গাজীপুরসহ, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, বরিশাল, রাজশাহী, ভাংগা (ফরিদপুর), রংপুর, সাতক্ষীরা ও সোনাগাজী (ফেনী) আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের%)
মূল (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৪১৪.৯৯ (-)	১৫৫৬.০০ (-)	১৫৩৬.৩৭ (-)	জুলাই,২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জুলাই,২০০৭ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই,২০০৭ হতে জুন, ২০১৩	-	২০%

৫। প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৬। কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমান	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	বেতন ও ভাতাদি	সংখ্যা	৪০.২২	৫ জন	২৯.২৩	৫
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪৭৩.০৩	থোক	৪৭৩.০৩	থোক
৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩১.০০	থোক	৩০.৬৯	থোক
৪	**সম্পদ সংগ্রহ**	সংখ্যা	৬৫৩.১৫	-	৬৪৭.৫৫	১০০
৫	নির্মাণ ও পূর্ত	থোক	৩৪৪.৯০	-	৩৪৩.২৮	থোক
৬	মানব সম্পদ উন্নয়ন	সংখ্যা	১৩.৭০	২	১৩.৬০	২
	মোট		**১৫৫৬.০০**		**১৫৩৬.৩৭**	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃপ্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অবশিষ্ট নাই।

৮। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৮.১।পটভূমিঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত চারটি হাইব্রিডসহ মোট ৬২ টি উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত জাত সমূহের মধ্য থেকে সীমিত পরিমাণ ব্রিডার বীজ সরকারী মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধনকৃত বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরবরাহ করা হয়েছে। যেহেতু বর্তমানে বিএডিসি বীজের গুণগত মান রক্ষার জন্য শুধুমাএ ভিত্তি বীজ উৎপাদন করে থাকে তাই ব্রিডার সীডের চাহিদা শতকরা ২০ থেকে ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্রি থেকে ব্রিডার বীজ সংগ্রহ করছে এবং এর হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ব্রিডার বীজ গ্রহণকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭০০ অতিক্রান্ত করেছে এবং ব্রিডার সীডের চাহিদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধান বীজের চাহিদা মেটাতে বর্তমানে প্রতি বছর অধিক পরিমাণ ব্রিডার বীজ উৎপাদন করতে হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান ব্রিডার বীজের চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার বিপরীতে ব্রি স্বল্প পরিমাণ

ব্রিডার বীজ সরবরাহ করে আসছে। বাংলাদেশে বীজ প্রবাহ বজায় রাখতে ব্রিডার বীজের উৎপাদন ও সরবরাহের বিকল্প নাই। তাছাড়া ব্রিডার বীজ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে ধান বীজের সরবরাহ প্রবাহ ব্যাহত হবে এবং ফলশ্রুতিতে বীজের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিবে। ফলে বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। ধানের জাতগুলো উদ্ভাবন করার পর এগুলোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত ও প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য কৌলিতাত্ত্বিকভাবে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অন্যথায় ব্রি উদ্ভাবিত জাতগুলোতে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নষ্ট পূর্বক সর্বোপরি কোন কোন জাত বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কৌলিতাত্ত্বিকভাবে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করাও এ প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, কৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলী অক্ষুন্ন রাখা, সর্বোপরি তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে উৎপাদন কর্যক্রম চালু রাখা প্রয়োজন।

বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগের মধ্যে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত সমূহের চাহিদা বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও ব্রি সদর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামের সুবিধাদির অভাবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্রিডার বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই অধিক পরিমাণ ব্রিডার বীজ উৎপাদন করলে অধিক পরিমাণ ভিত্তি তথা প্রত্যায়িত/ মানসম্মত বীজ উৎপাদন নিশ্চিত হবে। সাথে সাথে বীজের মানের নিশ্চয়তা অর্জনের লক্ষ্যে ব্রি কর্তৃক সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বীজ উৎপাদকারীদের হাতে কলমে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের লাগসই প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে গুণগতমান সম্পন্ন বীজ প্রতিস্থাপনের হার বৃদ্ধি পাবে এবং একর / হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পাবে যা খাদ্য নিরাপত্তায় তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ

এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য গুলি হলঃ-

(১) ব্রি'র ব্রিডার বীজ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
(২) সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদা মোতাবেক ব্রিডার বীজের সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
(৩) ব্রিডার বীজের সঠিক মান নিশ্চিতকরণ / সংরক্ষণ;
(৪) ব্রিডার বীজ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ এবং বীজ উৎপাদন কলা কৌশলের উন্নয়ন; এবং
(৫) ব্রিডার বীজ উৎপাদনকারী / ব্যবহারকারী উদ্যোক্তাদের কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি এবং উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

৮.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ✓ বীজ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতিসমূহ সংগ্রহ;
- ✓ খামার যন্ত্রপাতি সমূহ
- ✓ ভূমি উন্নয়ন
- ✓ বীজ গোডাউন নির্মাণ
- ✓ ল্যাব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- ✓ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৮.৪। প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধনঃ আলোচ্য প্রকল্পটি গত ১০/৯/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। অতঃপর গত ১৯/১২/২০০৭ তারিখে তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক প্রকল্পটি জুলাই ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে মোট ১৪১৪.৯৯ লক্ষ টাকা (জিওবি) ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে ২০/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত আকারে ২৫/০১/২০১২ তারিখে মোট ১৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় অনুমোদিত হয়।

৮.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	৬০.০০	৬০.০০	-	৫৯.৯৭	৫০.২২	৫০.২২	-
২০০৮-২০০৯	৫১০.০০	৫১০.০০	-	৫০৯.৯৫	৪১২.২৪	৪১২.২৪	-

২০০৯-২০১০	২৬০.০০	২৬০.০০	-	২৬০.০০	২৬০.০০	২৬০.০০	-
২০১০-২০১১	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০	৩৪৮.০০	৩৪৮.০০	-
২০১১-২০১২	২৪০.০০	২৪০.০০	-	২৪০.০০	২৩৯.০০	২৩৯.০০	-
২০১২-২০১৩	২৩০.০০	২৩০.০০	-	২৩০.০০	২২৬.৯১	২২৬.৯	-
মোট	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	-	১৬৪৯.১২	১৫৩৬.৩৭	১৫৩৬.৩৭	-

৮.৬। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি)/ সংশোধিত টিপিপি ছক পর্যালোচনাঃ
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনাঃ
- DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাঃ
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শনঃ
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাঃ

৮.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণ/খন্ডকালীন মেয়াদে	মেয়াদকাল	
			যোগদান	বদলী
১)	ডঃ মোহাম্মাদ খালেকুজ্জামান, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	খন্ডকালীন	১৩/০৩/২০০৮	৩০/০৬/২০১৩

৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবনের কাজটি করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪(চার)টি হাইব্রিডসহ মোট ৬২(বাষট্টি) উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রীর একটি নিয়মিত কাজের অংশ হচ্ছে ব্রিডার সীড উৎপাদন করা। ব্রী'র ব্রিডার সীডের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রী'র সরবরাহকৃত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ২৩৮ টন ব্রিডার বীজের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ৮৩.২০ টন ব্রিডার বীজ ৪৩২ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ২৮৭ টন ব্রিডার বীজের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ৯২.১৯ টন ব্রিডার বীজ ৪৭২ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৩৬০ টন ব্রিডার বীজের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ৯৪.১৮ টন ব্রিডার বীজ ৫৩৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১০২.০১ টন এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১৪৪.১২ টন ব্রিডার বীজ প্রায় ৭০০ টি বীজ উৎপদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে।

ব্রিডার সীডের বর্ধিত চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার অঙ্গভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

বীজ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তা হলো বীজ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা। ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রি-ক্লিনার (৪টি), গ্রেডার (১টি), বড় ড্রায়ার (১টি), ব্যাগ সিলার (বড় ১টি, ছোট ১০টি), ডিহিউমিডিফায়ার (১৮টি), রাইস পলিসার (১টি), গ্রাইন্ডিং মিল (১টি), পিউরিটি বোর্ড (১০টি), গ্রেইন স্পট সর্টার (১টি), সীড কাউন্টার (১টি) ইত্যাদি। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাঠে উৎপাদন যেমন গুরুত্ব সহকারে করতে হয় তেমনি প্রক্রিয়াজাতকরণেও গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। প্রি-ক্লিনার দিয়ে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। বীজ ধান মাড়াই করার পর বীজে প্রচুর পরিমাণ খড়-কুটা, চিটা ও অন্যান্য জড় পদার্থ থাকে । প্রি-ক্লিনার ও ক্লিনার দিয়ে উক্ত অনাকাঙ্খিত বস্তুসমূহ দূর করা হয়ে থাকে। বীজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য প্রি-ক্লিনার ও ক্লিনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উক্ত বস্তুসমূহ বীজে থাকলে গুণগতমান নষ্ট হয়। ব্রিডার বীজ যেহেতু মাতৃবীজ (Mother Seed) তাই উক্ত বীজে উল্লেখিত বস্তুসমূহ থাকা মোটেই কাম্য নয়। কাজেই ব্রিডার বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে তথা বীজের মান বজায় রাখার স্বার্থে প্রি-ক্লিনার ও ক্লিনারের কাজটি আবশ্যক। বীজ ভালোভাবে পরিস্কার না করলে পরবর্তী কার্যক্রম যেমন ড্রাইং, গ্রেডিং ইত্যাদি সঠিকভাবে করা যায় না এবং বীজের গুণগতমান বজায় থাকে না। তদুপ ভালো বীজ বাছাই এর জন্য গ্রেইন স্পট সর্টার, বীজ গণনার জন্য সীড কাউন্টার, বস্তা সেলাই এর জন্য ব্যাগ সিলার, এবং সংরক্ষণের জন্য ডিহিউমিডিফায়ার সহ বীজের গুনগত মান পরীক্ষণের জন্য পিউরিটি বোর্ড ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, যাবতীয় বীজ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী অনুমোদিত দরপত্র অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে।

খামার যন্ত্রপাতি: প্রকল্পের আওতায় ব্রিডার বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহের নিমিত্ত কিছু খামার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো ব্রি'র প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাওয়ার টিলার (১০টি), ট্রলি (১০টি), হ্যান্ড ট্রলি (২০টি), পাওয়ার পাম্প (৫টি), ট্রাক্টর (২টি), পাওয়ার থ্রেসার (১০টি), হ্যান্ড স্প্রেয়ার (২০টি), পাওয়ার স্প্রেয়ার (১০টি) ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশের সর্বত্র কৃষি যান্ত্রিকিকরণের কাজ চলছে । এমতাবস্থায়, ব্রি'র ব্রিডার বীজ প্রকল্পের আওতায় যে সব খামার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে তা দ্বারা উত্তমরূপে জমি তৈরী থেকে শুরু করে ফসল কর্তনোত্তর কার্যক্রমসমূহ উপরোক্ত যন্ত্রপতি দ্বারা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা এবং সঠিক সময়ে ধানের বীজ উৎপাদনের কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান। ফলশ্রুতিতে কৃষি শ্রমিকদের উপর চাপ কমার পাশাপাশি উত্তমরূপে বীজ উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। বীজের গুণাগুণ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণও হচ্ছে বলে জানা যায়।

ল্যাব যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের অধীনে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। তার মধ্যে ল্যাব ওভেন (২টি), ডিস্টিল ওয়াটার প্ল্যান্ট (১টি), ওকুলার মাইক্রোস্কোপ (১টি), স্ট্রেরিও মাইক্রোস্কোপ (১টি),মাইক্রো পিপেট (২সেট), ভার্টিক্যাল জেল ট্যাঙ্ক (১টি), ফ্রিজার (৩টি), ডিহাস্কিং মেশিন (১টি) ইত্যাদি যন্ত্রপাতি দ্বারা বীজ ধানের অংকুরোদগম পরীক্ষা, মলিকুলার বৈশিষ্ট্যায়নের কাজের জন্য ডিস্টিলড ওয়াটার তৈরী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণসহ বীজের পরীক্ষণ ও ধানের জাত রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গভীর নলকূপঃ প্রকল্পের আওতায় ৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, এতে করে ব্রি'র গবেষণা প্লটে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সঠিক সময়ে সেচ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গবেষণার মাঠের মান সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা যাচ্ছে। ফলে ধানের তথা বীজের সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।

বীজ গোডাউনঃ ব্রি'র ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০ বর্গ মিটার বীজ গোডাউন তৈরী করা হয়েছে যা ব্রিডার বীজের গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে, বীজ গোডাউনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি গোডাউনে এসি বসানো হয়েছে। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, যাবতীয় বীজ গোডাউনটি স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী অনুমোদিত দরপত্র অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভূমি উন্নয়নঃ উক্ত প্রকল্পের অধীনে ব্রি প্রধান কার্যালয় ও ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে মোট ৩১৫৪৩.৩৪ ঘনফুট মাটি দিয়ে গবেষণা প্লট উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। মাটি ভরাটের পূর্বের অবস্থা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, জমিসমূহ জলাবদ্ধতা/ডোবা অবস্থায় থাকার কারণে কোন ফসল আবাদ করা যেত না। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নের পর জমিসমূহ শুধু আবাদ উপযোগীই করা হয়নি উপরন্তু ব্রিডার বীজ উৎপাদনসহ আদর্শ গবেষণার প্লট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যানবাহন : প্রকল্পের অধীনে ১টি পিকআপ ও ৫টি মটরসাইকেল সংগ্রহ করা হয়। এগুলো দিয়ে সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে গবেষণার কাজ তদারকিসহ ব্রিডার বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়াও আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে ব্রিডার বীজ আনা-নেয়ার কাজ করা হয়, বিশেষ করে ব্রিডার বীজ উৎপাদনের জন্য নিউক্লিয়াস বীজ আনা-নেয়ার কাজে পিকআপটি ব্যবহৃত হয়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ব্রি'র ব্রিডার বীজ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	ব্রি'র ব্রিডার বীজ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত ক্ষমতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৮৯ টন ব্রিডার বীজ উৎপাদন করে তা সংশ্লিষ্ট জিও, এনজিও ও অন্যান্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদা মোতাবেক ব্রিডার বীজের সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	বর্তমান সক্ষমতায় সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদা অনুযায়ী মান সম্পন্ন ব্রিডার বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে।
ব্রিডার বীজের সঠিক মান নিশ্চিতকরণ / সংরক্ষণ	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ব্রিডার বীজের সঠিক মান নিশ্চিতকরণ করা হচ্ছে।
ব্রিডার বীজ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ এবং বীজ উৎপাদন কলা কৌশলের উন্নয়ন এবং	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্রিডার বীজ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ এবং বীজ উৎপাদনে বিভিন্ন কলা কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে ।
ব্রিডার বীজ উৎপাদনকারী / ব্যবহারকারী উদ্যোক্তাদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি এবং উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।	বিভিন্ন জিও, এনজিও ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্রিডার বীজ ব্যবহারে সহযোগিতা করা হয়েছে।

১১। উদ্দেশ্য পুরোপরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়

১২। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। ব্রিডার বীজ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ল্যাব যন্ত্রপাতি/বীজ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতিসহ সৃষ্ট অন্যান্য সুবিধাদির কার্যক্রম জনবলের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১২.২। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জীপ গাড়ীটি প্রকল্প সমাপনান্তে পরিবহণ পুলে জমা না দিয়ে ব্রিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৩। **সুপারিশঃ**

১৩.১। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দ্রুত জনবল নিয়োগদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে।

১৩.২। ক্রয়কৃত জীপ গাড়ীটি পরিবহন পুলে জমা দেয়া যেতে পারে।

১৩.৩। প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত (১৫৫৬.০০-১৫৩৬.৩৭)=১৯.৬৩ লক্ষ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া যেতে পারে।

"ব্রি'র বায়োটেকনোলজি গবেষণার সুযোগ-সুবিধাদির উন্নয়ন"

কারিগরী প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৩)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ব্রি, প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ মে ২০১১ - জুন ২০১৩

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃসাঃ) (জেডিসিএফ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬০৮.৫০ (-) ৬০৮.৫০	-	৫৯৩.৯৭	০১/০৫/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৩	-	০১/০৫/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৩	-	-

৫। প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ *Japan Debt Cancellation Fund* (JDCF) এর অর্থায়নে

৬। কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমান	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক মোট	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১।	**সরবরাহ ও সেবা**	থোক	১৪২.০০	থোক	১৩৩.২	থোক
২।	প্রশিক্ষণ (স্থানীয়)	সংখ্যা	৪.০০	৪	২.৭৭	৩৪
৩।	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৫.০০	থোক	৪.৮৩	থোক
৪।	**জীপ গাড়ী ক্রয়**	সংখ্যা	৫৭.০০	১	৫৩.৯০	১
৫।	কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়	সংখ্যা	৩.২০	৪	৩.১৯	৪
৬।	ল্যাব ইক্যুপমেন্টস ক্রয়	সংখ্যা	৪২.০০	৩	৪১.৭৭	৩
৭।	আসবাবপত্র ও অন্যান্য ক্রয়	থোক	১৫.৩০	থোক	১৪.৩৩	থোক
৮।	ট্রান্সজেনিক গ্লাস হাউস নির্মাণ	বঃ মিঃ	২৮০.০০	৫০০	২৮০.০০	৫০০
৯।	আর জি এ ফ্যাসিলিটিস নির্মাণ	বঃ মিঃ	৬০.০০	৫০০	৬০.০০	৫০০
	মোট		৬০৮.৫		**৫৯৩.৯৭ (৯৮%)**	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অবশিষ্ট নাই।

৮। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৮.১। পটভূমিঃ

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান খাদ্য শস্য হচ্ছে ধান। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এর সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। প্রায় ৭৫% চাষযোগ্য জমিতে ধান চাষ করা হয় এবং ৬০% এর বেশী শ্রমশক্তি ধান উৎপাদনে নিয়োজিত। এভাবে একক ফসল হিসাবে আমাদের দৈনন্দিন এবং অর্থনীতিতে ধানের বহুবিধ প্রভাব বিদ্যমান। ১৯৭০ সালে ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রি'র প্রধান লক্ষ্য হল খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা। এখন পর্যন্ত ব্রি ৫১টি ইনব্রীড এং ৪টি হাইব্রিড ধানের জাত এবং ধান উৎপাদন এর টেকনোলজি উদ্ভাবণ করেছে। এ জাতগুলো ২-৩ গুন বেশী ফলনশীল এবং রোগ ও কীটপতঙ্গ সহনশীল।

চাষীদের মাঝে ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক ধান জাতের চাষ এবং ব্রি উদ্ভাবিত আধূনিক টেকনোলজির ব্যবহার উৎসাহব্যঞ্জক। দিন দিন চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধানের উৎপাদন বাড়ানো, নতুন ধানের জাত এবং টেকনোলজি উদ্ভাবনে গবেষণা এবং টেকনোলজির বিস্তার ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলাদেশের Agro Ecological Zone (AEZ) এর আওতায় বন্যা, প্লাবন, লবণাক্ততা এবং খড়া প্রবণ এলাকা হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হচ্ছে । এ পরিবেশে ধান উৎপাদনের জন্য প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে ধানের জাত উদ্ভাবন সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের গবেষণা চলছে । একটি ফসলের জাত হতে অন্য জাতে নির্দ্দিষ্ট জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) জাত উদ্ভাবন করা হয়। জিএমও তৈরির জন্য প্রথমেই টিস্যুকালচার ল্যাব এবং তদসংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মকান্ডের জন্য সর্বদাই জীবানুমক্ত পরিবেশ দরকার। জিএমও এর সাথে বায়োসেফটির বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে জড়িত। জীবন ও প্রকৃতির নিরাপত্তার স্বার্থে জিএমও সংঘনিরোধ অবস্থায় জন্মানো হয়। জিএমও উন্নয়ন ও মূল্যায়নের জন্য অত্যাধুনিক গ্লাস হাউজ/গ্রীন হাউজ, নেটহাউজ এবং ভৌত অবকাঠামো গত সুবিধাদি প্রয়োজন, মার্কার এসিসটেড সিলেকসনের মাধ্যমে ধানের জাত উন্নয়নের জন্য উপরোল্লিখিত সুবিধাদির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে জিএমও অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় গ্লাস হাউজের অভ্যন্তরে জন্মাতে হবে। এভাবে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ/ সমন্বয় সাধন এবং বায়োসেফটি বজায় রেখে মাঠ পর্যায়ে জিএমওর উৎকর্ষতা বিচার করার জন্য সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন। পরীক্ষণের মাঠটি অবশ্যই সংরক্ষিত এলাকায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা আবশ্যক।

আধুনিক জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যথোপযুক্ত ধানের জাত উন্নয়নে ও মূল্যায়নের জন্য ব্রি'র বায়োটেকনোলজির কর্মকান্ড সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রয়োজন। জিন আইসোলেশন, জিন ট্রান্সফরমেশন জেনোটাইপিং, মুলিকুলার জেনেটিক্স মার্কার এসিসটেড সিলেকসন, জিন পাইরামিডিং ইনভিট্রো কালচার এবং অন্যান্য এতদসম্পর্কিত বিষয়ে ব্রি'র গবেষণা কর্মকান্ডে জোর দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান স্থাপনা এবং ল্যাব যন্ত্রপাতি দিয়ে তা পূরণ করা সম্ভব নয় বিবেচনা করে ব্রি'র বায়োটেকনোলজি গবেষণার ফ্যাসিলিটি সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণের মাধ্যমে ধানের জাত উন্নয়ন করে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর খাদ্যের চাহিদা মিটানো হবে বিবেচনায় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল আধুনিক বায়োটেকনোলজিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে ব্রী'তে নতুন জাত (ভ্যারাইটি) তৈরীর বিভিন্ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য গুলো হলঃ-

১) ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউস/ গ্লাস হাউস, র‍্যাপিড জেনারেশন অ্যাডভান্স (RGA) এর ফ্যাসিলিটি তৈরী করা;
২) বায়োসেফটি নীতিমালা অনুসরণ করে সীমিত পরিসরে ইনব্রেড এবং ট্রান্সজেনিক ধান এর উদ্ভাবন এবং মূল্যায়নে সহায়তা করা;
৩) ট্রান্সজেনিক ধান নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দক্ষতা গড়ে তোলা;
৪) অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ধানের জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করা।

৮.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- ৫০০ বর্গমিটারের ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউজ সুবিধাদি এবং ৫০০ বর্গমিটারের Rapid Generation Advance সুবিধাদি নির্মাণ;
- ৩টি ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- প্রায় ৫০টি গবেষণার ও গ্রীণ হাউজভিত্তিক পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং
- দেশে ও বিদেশে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরের আয়োজন করা।

৮.৪। প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধন ঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ০৯/২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। গত ৮/৬/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে ৬০৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে *Japan Debt Cancellation Fund* (JDCF)- বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

৮.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	১০.০০	১০.০০		-	-	-	-
২০১১-২০১২	১০০.০০	১০০.০০		১০০.০০	৯৯.১৫	৯৯.১৫	-
২০১২-২০১৩	৫০০.০০	৫০০.০০		৫০০.০০	৪৯৪.৮৪	৪৯৪.৮৪	
মোট	৬১০.০০	৬১০.০০	-	৬০০.০০	৫৯৩.৯৭	৫৯৩.৯৭	

** প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত অর্থ (৬০০.০০-৫৯৩.৯৭)=৬.০৩ লক্ষ টাকা।

৮.৬। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- স্টিয়ারিং কমিটি/প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন কমিটি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণ/খন্ডকালীন মেয়াদে	মেয়াদকাল	
			যোগদান	বদলী
১)	ডঃ শাহনাজ সুলতানা সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার	খন্ডকালীন	১১/১২/১১	৩০/৬/১৩

৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) তৈরীর জন্য টিস্যু কালচার ল্যাব এবং এসংক্রান্ত গবেষণা কর্মকান্ডের জন্য সর্বদাই জীবাণুমুক্ত পরিবেশ দরকার হয় বিধায় নিরাপত্তার স্বার্থে জিএমও উন্নয়ন ও মূল্যায়নের জন্য অত্যাধুনিক গ্লাস হাউজ/গ্রীণ হাউজ, নেট হাউজ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রয়োজন। জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ/সমন্বয় সাধন এবং বায়োসেফটি বজায় রেখে মাঠ পর্যায়ে জিএমওর উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য গবেষণার মাঠ অবশ্যই সংরক্ষিত এলাকায় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে হয়। আধুনিক জৈব প্রযুক্তি (যেমনঃ জীন আইসোলেশন, জীন ট্রান্সফরমেশন, জেনোটাইপিং, মলিকুলার জেনেটিক্স, মার্কার এসিসটেড সিলেকসন, জীন পিরামিডিং, ইনভিট্রো কালচার ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যথোপযুক্ত ধানের জাত উন্নয়ন ও মূল্যায়নের জন্য ব্রি'তে বায়োটেকনোলজি গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অঙ্গভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ট্রান্সজেনিক গ্রীন হাউসঃ এ প্রকল্পের আওতার একটি ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী ধানের জাত উদ্ভাবনে গ্রীণ ট্রান্সফার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) তৈরীর জন্য টিস্যু কালচার ল্যাবের প্রয়োজন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরীতে একটি ধানের জাতে অন্য কোন উদ্ভিদ থেকে নির্দিষ্ট জীন স্থানান্তরের মাধ্যমে একটি নতুন ধানের জাত তৈরী করা হয়। ট্রান্সজেনিক ধানের গবেষণার জন্য বায়োসেফটির বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে জড়িত। জীবন ও প্রকৃতির নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রান্সজেনিক ধান নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জন্মাতে হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, গ্রীণ হাউজটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউজটি যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়া (OTM পদ্ধতি) অনুসরণ করে স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে। গ্রীণ হাউজটিতে পরিদর্শণকালীন সময়েও কোন কার্যক্রম চালু হয়নি। তবে, গত ০৯/২/২০১৪ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক গ্রীণ হাউজটি উদ্বোধন করার পর বর্তমানে কার্যক্রম চলমান আছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তা জানিয়েছেন ।

র‍্যাপিড জেনারেশন এডভান্সমেন্ট ফ্যাসিলিটি (আরএজি)ঃ ট্রান্সজেনিক গ্রীন হাউজে জন্মানো বিভিন্ন গাছ পরবর্তীতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রিত নেট হাউজের প্রয়োজন পড়ে। এ জন্য ৫০০ বর্গমিটার আয়তনের ১(এক) টি র‍্যাপিড জেনারেশন এডভান্সমেন্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ ফ্যাসিলিটি'র আওতায় এখনও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউজের কাজ শুরু হলেই আরএজি'র কার্যক্রম শুরু হবে।

ল্যাব যন্ত্রপাতিঃ ট্রান্সজেনিক গবেষণার জন্য ২(দুই)টি ল্যামিনার ফ্লো মেশিন এবং ১(এক)টি রিয়েল টাইম মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যামিনার ফ্লো মেশিন দ্বারা জীবানুমুক্ত পরিবেশে টিস্যু কালচারের কাজ করা হয়। অন্যদিকে রিয়েল টাইম মেশিন দ্বারা ট্রান্সজেনিক ধানের জিনের এক্সপ্রেশনের কাজ করা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এসব যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অনুমোদিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। তবে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কোন টেকনিশিয়ান নেই বলে প্রকল্প কর্মকর্তা জানান।

প্রশিক্ষণঃ এ প্রকল্পের অর্থায়নে দু'টি ব্যাচে মোট ৩৪ জন বিজ্ঞানীকে জিন ক্লোনিং, জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন এবং জেনেটিক ডাটা এনালাইসিস সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে করে ব্রি'র বিজ্ঞানীদের জৈব প্রযুক্তি গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়। এ ধরণের দক্ষতা ভবিষ্যতে ধানের আধুনিক জাত উদ্ভাবনে সহায়ক। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বর্তমানে কোথায় কর্মরত আছেন এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত আছেন।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউস/ গ্লাস হাউস, র‍্যাপিড জেনারেশন অ্যাডভান্স এর ফ্যাসিলিটি তৈরী করা।	১০০০ বর্গ মিটারের ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউস/ গ্লাস হাউস তৈরী করা হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসসহ প্রয়োজনীয় কিছু বই এবং ৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
ট্রান্সজেনিক রাইস নিয়ে গবেষণা পরিচালনার ক্যাপাসিটি এবং দক্ষতা গড়ে তোলা।	১০০০ বর্গ মিটার ট্রান্সজেনিক গ্রীণ হাউস/ গ্লাস হাউসের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ন গবেষণার কাজ করার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ চলমান।
ট্রান্সজেনিক ধান নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	দুই(২) টি ব্যাচে ৩৪ জন বিজ্ঞানীকে জিন ক্লোনিং এন্ড রাইস ট্রান্সফরমেশন, এন্ড জেনেটিক ডাটা এনালাইসিস সফটওয়্যারস সংক্রান্ত ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। দক্ষ বিজ্ঞানীরা ট্রান্সজেনিক (জিএমও) ধান নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।
অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ধানের জাত উদ্ভাবন সহায়তা করা।	জৈব প্রযুক্তি যেমন এন্থর কালচার, জিন পাইরামিডিং এবং ট্রান্সফরমেশন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের বেশ কিছু লাইন তৈরী করা হয়েছে।

১১। উদ্দেশ্য পুরোপরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়

১২। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। ব্রি'র গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সকল যন্ত্রপাতি ও পূর্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের অভাব রয়েছে।

১২.২। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জীপ গাড়ীটি প্রকল্প সমাপনান্তে পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে ব্রিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১। ব্রি'র বিদ্যমান কারিগরি জনবলের স্বল্পতার দিকটি বিবেচনা করে দ্রুত জনবল নিয়োগদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে।

১৩.২। গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে গাড়ী ব্যবহারের বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে পারে।

১৩.৩। প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত ৬.০৩ লক্ষ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া যেতে পারে।

"স্ট্রেনদেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরী ইন ব্রি"

কারিগরী প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৩)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ব্রি, প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ঃ জুলাই/২০০৭ - জুন ২০১৩

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের%)
মূল (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০০৩.৭০ (-)	১০১৫.২০ (-)	৯৮২.১২ (-)	জুলাই/২০০৭ হতে জুন ২০১২	জুলাই/২০০৭ হতে জুন ২০১৩	জুলাই/২০০৭ হতে জুন ২০১৩	-	২০%

৫। প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ জিওবি

৬। কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিমান	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক মোট	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	বেতন ও ভাতাদি	১৩ জন	১০৭.৪৪	১৩ জন	৮৬.৯৯	১০০%
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২১৬.১৮	থোক	২০৮.৬৮	১০০%
৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৪.০০	থোক	১৩.১০	১০০%
৪	**সম্পদ সংগ্রহ**	১৩৯ টি	৫৫৭.২৭	১৩৯ টি	৫৫৩.২৭	১০০%
৫	ল্যাব নির্মাণ সম্প্রসারণ	৫০০ ব: মি:	৭০.৩১	৫০০ ব: মি:	৭০.৩১	১০০%
৬	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯	১০০%
৭	মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৩ জন	৪৫.০০	১০ জন	৪৪.৭৮	১০০%
	মোট		**১০১৫.২০**		**৯৮২.১২**	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নঃ

৮.১। পটভূমিঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দশকে ৬২টি আধুনিক ধানের জাত ও ধান উৎপাদনের কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে আরও অধিক ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন কলাকৌশলের উন্নয়নের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রমের চলমান ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত বেশীর ভাগ ধানের জাত ও উৎপাদন কলাকৌশল মূলত অনুকূল পরিবেশের উপযোগী। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে ধান উৎপাদন বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ যেমন খরা, লবণাক্ততা, শৈত্য, হঠাৎ বন্যা ইত্যাদির জন্য ব্যহত হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এ প্রতিকুল পরিবেশে ধানের জাত উদ্ভাবন করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু শুধুমাত্র প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী ধানের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় । এক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ধানে জাত উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে জৈব প্রযুক্তির বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যবহার করে প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, আধুনিক যন্ত্রপাতি, অপ্রতুল ল্যাব ভবন ও অর্থের অভাবে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত আধুনিক জৈব প্রযুক্তি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হয়নি। এ সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে ব্রিতে ল্যাব যন্ত্রপাতি ও স্বল্প জনবল নিয়ে জৈব প্রযুক্তি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। কালক্রমে উক্ত বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আধুনিক জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী অধিক ফলনশীল নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যঃ

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়ঃ

১) ব্রি'র বায়োটেকনোলজী গবেষণাগারের আধুনিকায়ন এবং ধানের বায়োটেকনোলজি গবেষণা কার্যক্রমের জোরদারকরণ;

২) উন্নততর গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ;

৩) অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পরিবেশের জন্য ধানের জাত উন্নয়নে সহায়তা করা।

৮.৩। প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধনঃ আলোচ্য প্রকল্পটি ০৮/১২/২০০৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১০০৩.৭০ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৪/১/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি সংশোধিত আকারে ১০১৫.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

৮.৪। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	৫০.০০	৫০.০০	-	৪৯.৯৮	৪৪.৮৫	৪৪.৮৫	-
২০০৮-২০০৯	৩২০.০০	৩২০.০০	-	৩১৯.৯০	২৯২.০৭	২৯২.০৭	-
২০০৯-২০১০	১৫০.০০	১৫০.০০	-	১৫০.০০	১৪৩.৭৪	১৪৩.৭৪	-
২০১০-২০১১	২৬০.০০	২৬০.০০	-	২৬০.০০	২৫৭.৫০	২৫৭.৫০	-
২০১১-২০১২	৯৪.০০	৯৪.০০	-	৯৪.০০	৯২.০১	৯২.০১	-
২০১২-২০১৩	১৫৩.০০	১৫৩.০০	-	১৫৩.০০	১৫১.৯১	১৫১.৯১	-
সর্বমোট	১০২৭.০০	১০২৭.০০	-	১০২৬.৮৮	৯৮২.০৮	৯৮২.০৮	-

** প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত অর্থ (১০২৬.৮৮-৯৮২.০৮)=৪৪.৮০ লক্ষ টাকা।

৮.৫। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- ❖ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি)/ সংশোধিত টিপিপি ছক পর্যালোচনাঃ
- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনাঃ
- ❖ DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাঃ
- ❖ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শনঃ
- ❖ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাঃ

৮.৬। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদ
ডঃ মোঃ এনামুল হক,	পূর্ণকালীন	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৩

৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরী ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অংগভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরী নির্মাণঃ উন্নত যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি আধুনিক গবেষণাগার, জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology) গবেষণার জন্য অতীব জরুরী । সে লক্ষ্যে এ প্রকল্পের অর্থায়নে ৭০.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি আধুনিক জৈব প্রযুক্তি গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ গবেষণাগারে মলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন ও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী আধুনিক ধানের জাত উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। সরজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অভাব রয়েছে। বর্তমানে অদক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকদের দ্বারা ল্যাবের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহঃ এ প্রকল্পের আওতায় জৈব প্রযুক্তি গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মোট ১০৯টি ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহকৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পিসিআর মেশিন (২টি), জেল ডকুমেন্টেশন মেশিন (১টি),মাইনাস -৪^{o}C ফ্রিজার (৪টি), মাইনাস -২০^{o}C ফ্রিজার (২টি), মাইনাস-৮০^{o}C ফ্রিজার (২টি), সেন্ট্রিফিউজ মেশিন (২টি), জেনো গ্রাইন্ডার (১টি), অটোক্লেভ মেশিন (২টি) ইত্যাদি। এর মধ্যে পিসিআর মেশিন দ্বারা DNA কে এমপ্লিফাই করা হয় এবং জেল ডকুমেন্টেশন মেশিন দ্বারা DNA এর ফিংগার প্রিন্টিং এর ছবি নেওয়া হয়। মাইনাস-৪^{o}C, মাইনাস -৮০^{o}C এবং মাইনাস -২০^{o}C ফ্রিজারে অতি ঠান্ডায় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি দীর্ঘকাল ব্যাপী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। অটোক্লেভ মেশিন দ্বারা বিভিন্ন মিডিয়া ও যন্ত্রপাতি জীবানু মুক্ত করা হয়। সেন্ট্রিফিউজ মেশিন দ্বারা বিভিন্ন তরল পদার্থ থেকে কঠিন পদার্থ আলাদা করা হয়। জেনোগ্রাইন্ডার মেশিন দ্বারা ধানের পাতা গুড়া করা হয়, যা থেকে পরবর্তীতে DNA আইসোলেশন করা হচ্ছে।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহঃ আধুনিক জৈব প্রযুক্তি গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োজন। জৈব প্রযুক্তির গবেষণায় ব্যবহৃত বেশীর ভাগ রাসায়নিক দ্রব্যাদি অত্যন্ত ব্যয়বহুল, যা স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য নয়। এ প্রকল্পের অধীনে ল্যাবের জন্য বিভিন্ন বিদেশী ব্রান্ডের রাসায়নিক দ্রব্যাদি (যেমন এ্যালকোহল, পেক, ডিএনএ, পলিকুলারস ইত্যাদি) অনুমোদিত দরপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ এ প্রকল্পের অর্থে ব্রি'র বিজ্ঞানীদের গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৫টি এমএস, ৪টি পিএইচডি ও ১টি পোষ্ট ডক্টরলসহ মোট ১০টি বৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত ১০ (দশ) জন বিজ্ঞানী ডিগ্রী সমাপ্তের পর উচ্চতর গবেষণার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উক্ত বৃত্তিধারী বিজ্ঞানীগণ উচ্চশিক্ষা শেষে ব্রি'র বিভিন্ন বিভাগের গবেষণায় কর্মরত আছেন বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

প্রকাশনাঃ এ প্রকল্পের অর্থায়নে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ৫০টি আধুনিক ধানের জাতের DNA ফিংগার প্রিন্টিং করা হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যা ধানের আধুনিক জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত ভবিষ্যত গবেষণার জন্য প্রয়োজন । সরজমিনে পরিদর্শনে সময় নমুনাস্বরূপ পুস্তক সরবরাহ করা হয়।

জনবলঃ ব্রি'র বায়োটেকনোলজি বিভাগে কর্মরত স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে আধুনিক জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করা কষ্টকর হয়ে আসছিল। উক্ত সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে এ প্রকল্পে বিভিন্ন পদে মোট ৬ (ছয়) জন বিজ্ঞানীসহ মোট ১৩টি পদের জনবল নিয়োগ দেয়ায় ব্রি'তে জৈব প্রযুক্তি গবেষণা বেগবান হয়েছিল । এ প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু লবনাক্ততা সহিষ্ণু, ধানের পাতা ঝলসানো রোগ প্রতিরোধী ও অধিক ফলনশীল ধানের কৌলিকসারি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে, যা অদূর ভবিষ্যতে অধিক ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত হিসাবে অবমুক্ত করা সম্ভব হবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। ব্রি'র বায়োটেকনোলজি গবেষণার স্বার্থে উক্ত প্রকল্পের ১২টি পদ ব্রি'র রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ১(এক)টি বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ মোট ৩(তিন)টি পদ রাজস্বখাতে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে প্রকল্প কর্মকর্তা জানান।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ব্রি'র বায়োটেকনোলজী গবেষণাগারের আধুনিকায়ন এবং ধানের বায়োটেকনোলজি গবেষণা কার্যক্রমের জোরদারকরণ;	৫০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি আধুনিক জৈব প্রযুক্তি গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ গবেষণাগারে মলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন ও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী আধুনিক ধানের জাত উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রকল্প মেয়াদে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রবাদি, গ্লাসওয়্যার, প্লাষ্টিকওয়্যার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণাধর্মী পুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছে।

উন্নততর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ;	ব্রি'র বিজ্ঞানীদের গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৫টি এমএস, ৪টি পিএইচডি ও ১টি পোষ্ট ডক্টরলসহ মোট ১০টি বৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত ১০ (দশ) জন বিজ্ঞানী ডিগ্রী সমাপ্তের পর উচ্চতর গবেষণার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উক্ত বৃত্তিধারী বিজ্ঞানীগণ উচ্চশিক্ষা শেষে ব্রি'র বিভিন্ন বিভাগের গবেষণায় কর্মরত আছেন।
অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পরিবেশের জন্য ধানের জাত উন্নয়নে সহায়তা করা।	বর্তমানে এ গবেষণাগারে মলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন ও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী আধুনিক ধানের জাত উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে।

১১। উদ্দেশ্য পুরোপরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়

১২। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। স্ট্রেনদেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরী ইন ব্রি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পদের ১২ জন জনবল কাজ করে। বর্তমানে ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ মোট ৩টি পদ রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকীপদগুলো রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় গৃহীত গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

১২.২। এ প্রকল্পের আওতায় ১০৯ প্রকারের ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত উন্নত যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অভাব রয়েছে। বর্তমানে অদক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকদের দ্বারা ল্যাবের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১। স্ট্রেনদেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরী ইন ব্রি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্পের আওতায় বাকী জনবল রাজস্বখাতে অন্তভূর্ক্তি বিষয়ে মন্ত্রনালয় দ্রুত উদ্যোগ নিতে পারে।

১৩.২। এ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত উন্নত যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের স্বল্পতার দিকটি বিবেচনা করে দ্রুত জনবল নিয়োগদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে।

১৩.৩। প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত ৪৪.৮০ লক্ষ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া প্রয়োজন।

"বিএআরআই এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বায়োমেট্রিক্যাল সুবিধা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)"

কারিগরী প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৩)

১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	স্থান
১.	ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর
২.	ঢাকা	জামালপুর	জামালপুর সদর	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর
৩.	খুলনা	যশোর	যশোর সদর	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর
৪.	রাজশাহী	পাবনা	ঈশ্বরদী	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী
৫.	বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর
৬.	চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	হাটহাজারী	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী
৭.	সিলেট	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আকবরপুর
৮.	রাজশাহী	বগুড়া	শিবগঞ্জ	মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়া
৯.	রাজশাহী	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃসা)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮০০.০	৮০০.০০	৭৯৯.৫১	জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৩	জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৩	সেপ্টেম্বর ২০০৯ - জুন ২০১৩	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** *Japan Debt Cancellation Fund* (JDCF) এর অর্থায়নে

৬। **কাজের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন:** মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে

(লক্ষ টাকা)

	অংগের নাম	পরিমান	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব(%)
১	২	৩	৪	৫		
১.	কর্মকর্তাদের বেতনাদি	সংখ্যা	১৪.৫৮	২	১৪.৫৮	২
২.	কমচারীদের বেতনাদি	সংখ্যা	৫.২০	২	৫.২০	২
৩.	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
৪.	হায়ারিং চার্জ (বাৎসরিক ভাড়া)	থোক	৮১.৬৭	থোক	৮১.৬৭	থোক
৫.	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩৫.২০	৩০০	৩৫.২০	৩০০
৬.	সেমিনার, কনফারেন্স	থোক	৩৩.৭৫	থোক	৩৩.৭৫	থোক
৭.	অন্যান্য ব্যয় (আনুষাঙ্গিক)	থোক	৩২.০০	থোক	৩২.০০	থোক
৮.	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	৮০.০০	থোক	৮০.০০	থোক
৯.	গবেষণা মঞ্জুরী	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০	৫
১০.	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি	থোক	২৭১.৮৯	থোক	২৭১.৪০	থোক
১১.	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	৫৫.৯১	থোক	৫৫.৯১	থোক
১২.	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	৭.৫০	৫	৭.৫০	৫
১৩.	আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক

	অংগের নাম	পরিমান	**সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন**		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব(%)
১	২	৩	৪	৫		
১৪.	যানবাহন	সংখ্যা	৩৪.৩০	১০	৩৪.৩০	১০
১৫.	নির্মাণ	বর্গ মি:	১০৯.০০	৫০০	১০৯.০০	৫০০
	সর্বমোট		৮০০.০০		৭৯৯.৫১	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অবশিষ্ট নাই।

৮। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৮.১। **পটভূমিঃ**

বর্তমান যুগ হচ্ছে অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও স্বচ্ছতা আনয়নের নিমিত্তে ই-গর্ভানেন্স (E-governance) প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এজন্য বিএআরআই অফিস সমূহে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট কানেকটিভিটি থাকা দরকার। এতে করে বিএআরআই এর প্রধান কেন্দ্রসহ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্র সমূহের personnel, financial and research management এর তথ্য সার্বক্ষণিকভাবে update করা সম্ভব হবে এবং সকল পর্যায়ে তথ্য available হবে। সরকারের ই-গর্ভানেন্স (E-governance) এর ভিশন ২০২১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে বিএআরআই এর সকল তথ্য ও প্রযুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের ওয়েব সাইটে সহজলভ্য হবে। বিএআরআই এর উদ্ভাবিত তথ্য ও প্রযুক্তির চিত্র অন লাইনে সংরক্ষণ করাও আবশ্যক, যা বিএআরআই এর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সকল ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মাল্টিইউজার সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে personnel, training, financial, project এবং research data ব্যবস্থাপনা সহ বিএআরআই'র সকল কার্যক্রম automation এর আওতায় আনা সম্ভব হবে। এছাড়া আইসিটি সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা প্রয়োজন। উল্লেখিত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছিল।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১। বিএআরআই এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বায়োমেট্রিক্যাল সুবিধাদি জোরদার করা
২। গবেষণা এবং তথ্য ও যোগাযোগ সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা
৩। প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নন্স সুবিধাদি প্রতিষ্ঠা করা
৪। প্রতিষ্ঠানে এমআইএস, ওয়েব সাইট এবং বায়োমেট্রিক্যাল ল্যাব উন্নয়ন করা
৫। আইসিটি সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ইনস্টিটিউটে আইসিটি সেবা উন্নয়নসহ একটি নতুন বিভাগ স্থাপন।

৮.৩। **মূল কার্যক্রমঃ**

- কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
- ওয়েব সাইট প্রতিষ্ঠা করা;
- BARI'র প্রধান কেন্দ্রসহ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপন;
- প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.৪। **প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধনঃ** ১৪/৭/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৮.০০ কোটি টাকায় জুলাই, ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০২/১১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩০/০৪/২০১২ তারিখে ১ম সংশোধনী আকারে পুনরায় অনুমোদিত হয়।

৮.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-১০	২৬০.০০	২৬০.০০	-	২৩৮.৪২	২৩৮.৪২	২৩৮.৪২	-
২০১০-১১	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	১৭০.০৯	১৭০.০৯	১৭০.০৯	-
২০১১-১২	১০৮.০০	১০৮.০০	-	১০৮.০০	১০৮.০০	১০৮.০০	-
২০১২-১৩	২৮৩.০০	২৮৩.০০	-	২৮৩.০০	২৮৩.০০	২৮৩.০০	-
মোট =	**৮২৬.০০**	**৮২৬.০০**	**-**	**৭৯৯.৫১**	**৭৯৯.৫১**	**৭৯৯.৫১**	**-**

৮.৬। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) / সংশোধিত টিপিপি ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- স্টিয়ারিং সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ড. মোঃ লুৎফর রহমান	খন্ডকালীন	১৭-০৯-২০০৯ হতে ০৭-১০-২০১২
সুরাইয়া ইয়াসমিন	পূর্ণকালীন	০৮-১০-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৩

৮.৮। **ক্রয়সংক্রান্ত পর্যালোচনাঃ** আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটে একটি ৫০০ বঃমিঃ এর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে বর্তমানে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। দরপত্র সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী টিপিপি'র অনুমোদিত দরপদ্ধতি (OTM) অনুসরণ করে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা কর্তৃক ল্যাব ভবনটি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

তাছাড়া ল্যাবে ব্যবহারের নিমিত্ত ৫৮টি কম্পিউটারও অনুমোদিত দরপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট থেকে ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন এবং কম্পিউটার ল্যাবটিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলমান থাকে।

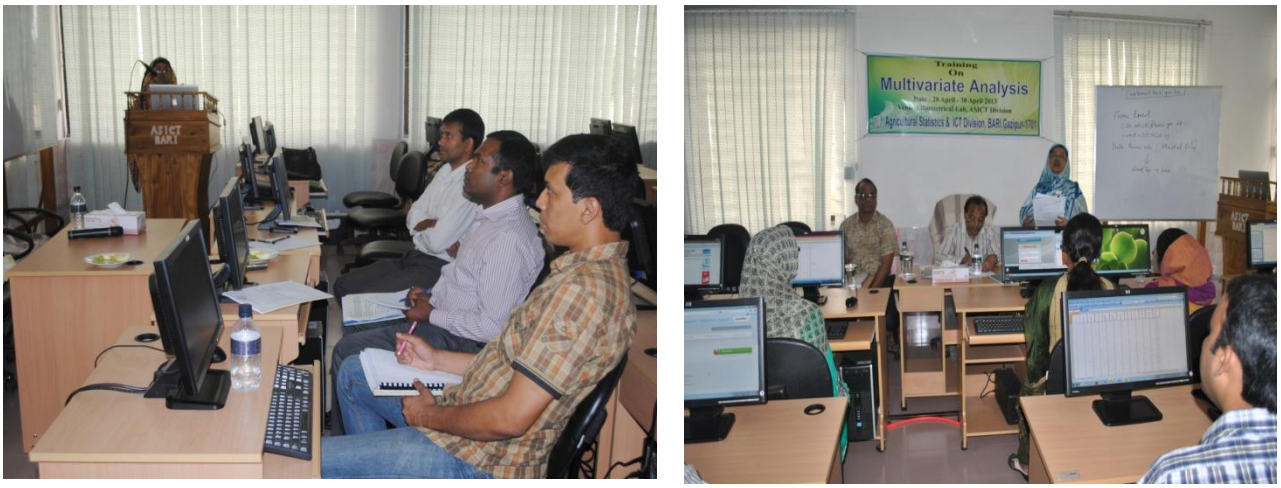

কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের চিত্র

৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন:

৯.১। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) দেশের সর্ব বৃহৎ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে ৭২০ এর অধিক বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিভাগ এবং সদর দপ্তরের অধীনে প্রতি বছর মাঠ পর্যায়ে ও কেন্দ্রের গবেষণাগারে কৃষির বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীগণ ইতোমধ্যে ৮৫৯ টির অধিক প্রযুক্তি (ভ্যারাইটি) উদ্ভাবন করেছে । যেমন : গমের ৩৩টি, ভূট্টার ২০টি, আলুর ৫৪টি ভ্যারাইটি। বর্তমান বিশ্বায়নে তথ্য বিপ্লবের যুগে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান প্রদানে অকল্পনীয়ভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কৃষিও এই বিপ্লবের বাইরে নয়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে গবেষণা সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা বর্তমানে খুব একটা কাজ করছে না । বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে সীমিত পর্যায়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের কম্পিউটার সংযুক্ত করা হয়েছে যা প্রত্যেক বিজ্ঞানীর গবেষণা কাজে সহায়ক। যদিও দিন দিন নেটওয়ার্ক এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এর ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তি ও অন্যান্য সুবিধাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাছাড়া সকল আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্রসমূহের বিজ্ঞানীগণ দীর্ঘদিন যাবৎ নেটওয়ার্কের বাইরে ছিলেন বিধায় প্রধান কার্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সাথে আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিজ্ঞানীদের তথ্য আদান প্রদান করতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সর্ম্পকিত বিষয়াদির (নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, জিআইএস, এমআইএস ইত্যাদি) উন্নয়ন, সম্প্রসারন ও শক্তিশালী করার নিমিত্ত বিএআরআইতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বায়োমেট্রিক্যাল সুবিধাদি জোরদার করণ শীর্ষক নামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল । বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের আটটি বহিঃ কেন্দ্রের ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট সুবিধাদি স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে Virtual Private Network (VPN) এর মাধ্যমে হেড কোয়ার্টারের সহিত ৮টি বহিঃ কেন্দ্রের যোগাযোগ চলমান রয়েছে। Multiuser System Software ব্যবহার করে আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের সাথে প্রধান কার্যালয়ের তথ্য ও উপাত্ত আদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে Broad band Internet (128 kbps) এর সুবিধা চালু হয়েছে। এসব তথ্য ও যোগাযোগ সুবিধা উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা সহজ হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্স সুবিধা প্রতিষ্ঠা করাও এর ফলে সহজ হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত অন্যান্য কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিএআরআই এর ০৫ (পাঁচ) জন বিজ্ঞানীকে আইসিটি বিষয়ে এমএসসি কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানান কোর্সে অধ্যয়নরত বিজ্ঞানীরা অধ্যয়ন শেষে নতুন আইসিটি ভবনের গবেষণাধর্মী কাজে সহায়ক হবে। তাছাড়া বিএআরআই এর হেড কোয়ার্টার ও আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে মোট ৪৩৪ জন বিভিন্ন পর্যায়ের সাইন্টিফিক অফিসার/কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইসিটি সেবা উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ওয়েব সাইট উন্নয়নঃ প্রকল্পের আওতায় এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে একটি ওয়েব সাইট ডেভেলপ করা হয়েছে। বিএআরআই এর গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্যের আদান প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েব সাইটে (www.bari.gov.bd) সংরক্ষিত রয়েছে যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয় বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবহিত করেন।

ই-কৃষি: প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট ওয়েব সাইট ব্যবহার করে তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীগণ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত সমস্যা ওয়েব সাইটের সংশ্লিষ্ট লিংকের মাধ্যমে বিএআরআই কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। উক্ত সমস্যার সমাধান/প্রতিকার বিষয়ক তথ্য সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের প্রদানের জন্য ই-কৃষি ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানা যায়।

ইন্টারনেট সার্ভিস চালুকরণ: বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথ্য আদান প্রাদনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের ৩০০ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের LAN নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সুবিধাদি চালু রয়েছে। এছাড়াও Virtual

Private Network (VPN) এর মাধ্যমে ছয়টি Regional Agricultural Research Station (RARS) এবং দুইটি Crop Centre এ বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের জন্য ইন্টারনেট সুবিধাদি চালু রয়েছে। ইন্টারনেট সুবিধার মাধ্যমে সহজে ও কম খরচে বিজ্ঞানীদের জার্নাল, বই এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের যুগোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ডোমেইন বেজড ই-মেইল সার্ভিস প্রবর্তন: ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের জন্য বিএআরআই এর ডোমেইন বেইজড ই-মেইল (যেমন user@bari.gov.bd) ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য আদান প্রদানের সুবিধাদি সৃষ্টি হয়েছে।

বিএআরআই অটোমেশন: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ই-গর্ভানেন্স বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পাঁচ মডিউল বিশিষ্ট্য একটি মাল্টিইউজার সিস্টেম প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। BARI Automation নামে পরিচিত উক্ত সফর্টওয়ারটির পাঁচটি মডিউল যথাক্রমে

i. Personnel management information system (PMIS)
ii. Finance management information system (FMIS)
iii. Training management information system (TMIS)
iv. Project management system (PMS)
v. Databank management information system (DMIS)।

উক্ত মডিউলগুলিতে বর্তমানে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই প্যাকেজটি যথাযথ ব্যবহারে মাধ্যমে বিএআরআই এর সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা আরো দ্রুত ও সহজতর হবে বলে জানা যায়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত (উদ্দেশ্য)	**অর্জিত**
১। বিএআরআই এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বায়োমেট্রিক্যাল সুবিধাদি জোরদার করা	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিএআরআই এর আইসিটি ও বায়োমেট্রিক্যাল সুবিধাদি সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২। গবেষণা এবং তথ্য ও যোগাযোগ সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা	বিএআরআই এর আটটি বহি:কেন্দ্রে সংযোগসহ প্রধান কার্যালয়ে ৩০০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
৩। প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নন্স সুবিধাদি প্রতিষ্ঠা করা	৫ মডিউল বিশিষ্ট অফিস অটোমেশন সফটওয়্যার তৈরীর মাধ্যমে বিএআরআই এ ই-গর্ভানেন্স এর ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে।
৪। প্রতিষ্ঠানে এমআইএস, ওয়েব সাইট এবং বায়োমেট্রিক্যাল ল্যাব উন্নয়ন করা	এমআইএস ল্যাব, বায়োমেট্রিক্যাল ল্যাব এবং ডাটা সেন্টারে যথাক্রমে ৪, ২১, ও ৪টি (সার্ভার) সহ আধুনিক কম্পিউটার স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৫। আইসিটি সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ইনস্টিটিউটে আইসিটি সেবা উন্নয়নসহ একটি নতুন বিভাগ স্থাপন।	৪৩৪ জন কর্মকর্তা- কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আধুনিক ডাইনামিক ওয়েব সাইট ও ই-কৃষি সেবা চালু করা হয়েছে। এএসআইসিটি বিভাগ নামে একটি সর্ম্পূণ নতুন বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়

১২। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিতে আইসিটি বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ খুলে বেশ কিছু সুবিধার সৃষ্টি হলেও বিভাগটির সঠিক পরিচালনার জন্য (সিষ্টেম এনালিষ্ট/প্রোগ্রামার/নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী) জনবলের অভাব রয়েছে।

১২.২। Virtual Private Network (VPN) এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে আঞ্চলিক কার্যালয়ের যোগাযোগ চলমান থাকলেও চট্টগ্রামের হাটহাজারী আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

১২.৩। বিএআরআই সদর দপ্তরের সাথে অবশিষ্ট বহিঃ কেন্দ্রগুলো এখনও নেটওয়ার্কের আওতায় আসেনি। ফলে এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বহিঃ কেন্দ্রগুলোর সাথে কানেকটিভিটি স্থাপন ব্যাহত হচ্ছে।

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১। আইসিটি বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগটি সঠিকভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল যেমন :সিষ্টেম এনালিষ্ট/প্রোগ্রামার/নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী নিয়োগে মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৩.২। Virtual Private Network (VPN) এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনে যান্ত্রিক ত্রুটি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৩। সদর দপ্তরের সাথে অবশিষ্ট বহিঃ কেন্দ্রগুলোকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বহিঃ কেন্দ্রগুলোর সাথে কানেকটিভিটি স্থাপন করা যেতে পারে।

“কৃষি উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি পল্লী রেডিওর মাধ্যমে পল্লী যোগাযোগ সেবা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)”

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত : ডিসেম্বর, ২০১২।

১। প্রকল্পের নাম : “কৃষি উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি পল্লী রেডিওর মাধ্যমে পল্লী যোগাযোগ সেবা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি তথ্য সার্ভিস

৪। প্রকল্পের আবস্থান : আমতলী, বরগুনা।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল প্রাক্কলিত কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
৩৮৫.৫৪ (৩১৮.৬৪)	৪০১.৩ (৩১৮.৬৪)	৩৯৯.০৯	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	৩.৫১%	৬৭%

৬। প্রকল্পের অর্থায়ন: জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ‘র অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত।

৭। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন: মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	পরিমাণ	আর্থিক	পরিমাণ (%)
১.	ভ্রমণ	৩৫.৪৫	থোক	৩৫.৪৫	থোক
২.	ডাক	০.৪০	থোক	০.৪০	থোক
৩.	টেলিফোন/মোবাইল	০.৫০	থোক	০.১০	থোক
৪.	পেট্রোল/লুব্রিকেন্ট	১৩.০০	থোক	১২.৪৬	থোক
৫.	মুদ্রণ ও প্রকাশনী	১১.০০	থোক	১১.০০	থোক
৬.	স্টেশনারী	১৮.৫৪	থোক	১৮.৫৪	থোক
৭.	বিজ্ঞাপন	০.০০	থোক	০.০০	থোক
৮.	ট্রেনিং/শিক্ষা ভ্রমণ	৫৯.২০	থোক	৫৯.২০	থোক
৯.	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	০.০০	থোক	০.০০	থোক
১০.	কনস্যালটেন্সী	১১৩.৫৩	থোক	১১৩.৫৩	থোক
১১.	বিশেষ ব্যয়	২০.৮৪	থোক	২০.৮৪	থোক
১২.	অন্যান্য ব্যয়	১৯.১৫	থোক	১৯.১৫	থোক
১৩.	মেরামত সংরক্ষণ	৩.০০	থোক	২.০০	থোক
১৪.	যানবাহন	২৯.৯৯	থোক	২৯.৯৯	থোক
১৫.	অফিস সরঞ্জাম	২.০০	থোক	২.০০	থোক
১৬.	আসবাবপত্র	২.০০	থোক	২.০০	থোক
১৭.	রেডিও যন্ত্রপাতি	৭২.৪৩	থোক	৭২.৪৩	থোক
	মোট	৪০১.০৩		৩৯৯.০৯	

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অবশিষ্ট নাই।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম:**

৯.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** দেশের পুরো জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি একটি অন্যতম সহায়ক উপাদন। কৃষকের তথ্য ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়াবার জন্য কৃষি তথ্যের দ্রুত আদান প্রদান জরুরি। এ সব কার্যক্রমের জন্য কৃষি যোগাযোগ বৃদ্ধিকরণ অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ। নতুন কোন কৃষি তথ্য প্রযুক্তি খুব দ্রুত দেশের বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর নিকট পৌছে দেয়ার জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি আর কৃষ্টির সাথে সমন্বয় করে তাদের সম্পৃক্ততায় রেডিওর মত গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া গেলে উৎপাদন ও উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি পল্লী রেডিও পল্লী রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও কার্যক্রম নীতিমালা, ২০০৮ অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতিমালা তথ্য যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ওপর যথেষ্ট গরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলা

৯.২। **প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যঃ** কোন বিশেষ ভৌগলিক এলাকাভিত্তিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে, সময়োপযোগী, আধুনিক এবং সঠিক কৃষি প্রযুক্তিগত তথ্য নিজেদের সম্পৃক্ততায় নিজেদের কমিউনিটি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাপন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

(১) একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমা রেখার কৃষক সম্প্রদায়কে তাদের সামাজিক সংস্কৃতি ও মূল্যরোধভিত্তিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান করা;

(২) একই সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকগোষ্ঠীর নিজস্ব গন্ডীতে থেকে, নিজস্ব ভাষাভিত্তিক তথ্য যোগাযোগের মাধ্যমে আহরিত আধুনিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে, তাদের আঙ্গিনা এবং খামারভিত্তিক কৃসি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

(৩) প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ নির্দিষ্ট কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রাকে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অবস্থার প্রেক্ষাপট খাপ খাইয়ে নেয়ার মাধ্যমে সমন্বিত কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার নির্মিত্তে তাদের জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানো;

(৪) বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সামাজিক অবস্থান অক্ষুন্ন রেখে কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও পরিবেশ এসব বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধি করে কাজে লাগানো;

(৫) সমগ্র কৃষক গোষ্ঠীর পরিবর্তে নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর নিবিড় ও ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটানো;

(৬) নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক একটি সম্পদ সৃষ্টি করা;

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- একটি কমিউনিটি রেডিও স্থাপন;
- কৃষক পরিবারকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা প্রদান;
- উন্নত কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণ;
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে আগাম পূর্বাভাস সম্প্রচার।

৯.৪। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ১৪-০৬-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিএসপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। অতঃপর গত ০৪-১০-২০১০ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে মোট ৩৮৫.৫৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৬.৯০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য, FAO ৩১৮.৬৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় । পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের ২৬-১২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিএসপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত আকারে ০১-০১-২০১২ তারিখে মোট ৪০১.০৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮২.৩৯০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য, FAO ৩১৮.৬৪ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় অনুমোদিত হয়।

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	আরএডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
২০১০-১১	১৮০.৭৯	১৮০.৭৯		১৮০.৭৯	১৮০.৭৯	১৮০.৭৯	
২০১১-১২	২১১.৬০	২১১.৬০		২১২.৯০	২১১.৯০	২১১.৯০	
২০১২-১৩	৮.৬৪	৮.৬৪		৬.৪০	৬.৪০	৬.৪০	
মোট	৪০১.০৩	৪০১.০৩		৪০০.০৯	৩৯৯.০৯	৩৯৯.০৯	

৯.৬। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্প ছক/সংশোধিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা/DSPEC সভার কার্যবিবরণী;
- মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ডক্টর মোঃ জাহাঙ্গীর আলাম	খন্ডকালীন, তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মেয়াদকাল সমাপ্ত পর্যন্ত কর্মরত।	আগষ্ট, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত

১০। **পরিদর্শণ ও সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্প বাস্তবায়িত এলাকার নির্দিষ্ট কৃষক সম্প্রদায়কে (প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে সমন্বিত কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার নিমিত্ত একটি কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) 'র আর্থিক সহায়তা এ প্রকল্পের আওতায় বরগুনার আমতলীতে এ কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত রেডিও স্টেশনটিতে যে সব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে তার তালিকা সংযোজনী -১। সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, প্রকল্প দলিলের শর্ত অনুযায়ী FOA কর্তৃক নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কমিউনিটি রেডিও'র জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। রেডিও ষ্টেশনটি স্থাপনের জন্য গত ০৮/১১/২০১০ তারিখে উপজেলা পরিষদের ১৩তম মাসিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার ডিগ্রী কলেজের পিছনে বিএডিসি'র পুরাতন ভবনটিতে স্টেশনটি স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত রেডিও ষ্টেশনটির নামকরণ করা হয়েছে কৃষি রেডিও এফএম ৯৮.৮। এ রেডিও ষ্টেশন থেকে ১৭ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধ এলাকা নিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় করে জানা যায়, সম্প্রচার কার্যক্রম বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার ১০ (দশ)টি উপজেলায় পর্যন্ত বিস্তৃত। রেডিও স্টেশন স্থাপনের পর আনুমানিক ২৫টি শ্রোতা ক্লাব গঠন করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

প্রকল্প পরিচালক জানান স্থাপিত রেডিও স্টেশনের কভারেজ এলাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে বরগুনা ও পটুয়াখালী এই দুইটি জেলা ১০ (দশ)টি উপজেলাকে রেডিও তথ্য সেবার আওতায় আনা হয়েছে। আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক আরও জানান, রেডিও ষ্টেশনটি স্থাপনে যে সব আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে তা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় রেডিও সম্প্রচার কভারেজ এলাকা বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না।

প্রতিদিন আট ঘন্টা সময় ব্যাপী (সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা) নানাবিধ কৃষি তথ্য সম্পর্কিত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায় গত ২০১৩ সালের মে মাসে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহাসেনের আঘাতের সময় এ কমিউনিটি রেডিও নিবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য সরবরাহ করেছে। বর্তমানে কৃষি তথ্য সম্পর্কিত নানাবিধ অনুষ্ঠান এ রেডিও স্টেশন থেকে সম্প্রচার করা হচ্ছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক রেডিও ষ্টেশনটি স্থাপনের পর এর পরিচালনা নিয়ে নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেনম: প্রতিদিন আট ঘন্টা সময়ব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের কোন বাজেট নেই। নিয়মিত সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে রেডিও ষ্টেশনটিতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যয় বহন করতে হয়। অথচ এর জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণের সহায়তায় রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের জনবলের স্বল্পতা রয়েছে বলে জানা যায়। সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, স্থাপিত রেডিও স্টেশনটির সম্প্রচার কার্যক্রম পুরোপুরি স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তার উপর নির্ভরশীল। স্বেচ্ছাসেবকদলের সহায়তা

দিন দিন ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে কেননা এ কাজের জন্য তাঁদের কোন প্রকার অনুদান বা সম্মানী দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ যে কোন সময় এই কমিউনিটি রেডিওটি সম্প্রচার কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। এ ব্যাপারে বাস্তবায়কারী সংস্থর অধিকতর দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন। **FOA**'র আর্থিক সহায়তায় একটি ফ্যাসিলিটি তৈরী হয়েছে কিন্তু ফ্যাসিলিটি সর্ব্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে স্থানীয় নির্দিষ্ট শ্রেনীর কৃষক কমিউনিটি যে ভাবে অধিকতর সেবা পেতে পারে তার একটি পরিকল্পনা সংস্থা থাকা সমীচীন। বর্তমানে রেডিও ষ্টেশনটি যে ভবনে স্থাপন করা হয়েছে সেই ভবনের সীমানা প্রাচীর মেরামত করা প্রয়োজন। স্থাপিত রেডিও স্টেশন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের করণীয় বিষয়ে সংস্থা প্রধান দ্রুত মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করতে পারে।

১০.১। ত্রুটিপূর্ণ পিসিআর প্রেরণঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর এ বিভাগে নির্ধারিত ছক (০৪) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করে এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি পিসিআর যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। যেমন- অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী পিসিআর এর ৭নং প্যারায় যেখানে প্রতিটি অংগের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা বিপররীতে প্রকৃত অর্জন দিতে হয়। কিন্তু পিসিআরটিতে অংগভিত্তিক অগ্রগতির ছকে সঠিক তথ্য সংযোজন করা হয়নি। ফলে প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে অসুবিধা হচ্ছিল। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সাথে টেলিফোনে যোগযোগ করলে তিনি পিসিআর'র সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করে পুনরায় প্রেরণ করেন।

১১। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমা রেখার কৃষক সম্প্রদায়কে তাদের সামাজিক সংস্কৃতি ও মূল্যরোধভিত্তিক আর্থিক মূল্যবিহীন কৃষি তথ্য প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান;	কৃষি রেডিও থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন আঙ্গিকে কৃষি তথ্য প্রযুক্তির ভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে; কৃষির সর্বশেষ প্রযুক্তি কৌশল কৃষি রেডিও মাধ্যমে সম্প্রচার করে খামার ভিত্তিক কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
একই সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকগোষ্ঠীর নিজস্ব গন্ডীতে থেকে, নিজস্ব ভাষাভিত্তিক তথ্য যোগাযোগের মাধ্যমে আহরিত আধুনিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে, তাদের আঙ্গিনা এবং খামারভিত্তিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;	কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান সফল কৃষক কিষাণী, সেবা প্রদানকারী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা দক্ষতা বিস্তারের মাধ্যমে অন্যান্যদের উদ্বৃদ্ধ করা হচ্ছে এবং কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।
প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ নির্দিষ্ট কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রাকে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে খাপ খাইয়ে নেয়ার মাধ্যমে সমন্বিত কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার নিমিত্তে তাদের জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানো;	আবহাওয়া জলবায়ুর পরিবর্তনে টেকসহ তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের মাধ্যমে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কৃষি রেডিও অঞ্চলের মানুষের জন্য একমাত্র মাধ্যম। ২০১৩ সনে মহাসেনের সময় কৃষি রেডিও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রায় ৯২ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে কমিউনিটির গণ মানুষের প্রিয়ভাজন হবার গৌরব অর্জন করেছে;
বিশেষ সম্প্রদায়ভূক্ত কৃষক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সামাজিক অবস্থান অক্ষুন্ন রেখে কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্ঠি, শিক্ষা ও পরিবেশ এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে কাজে লাগানো;	আমতলী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের ভাষাকে সম্মানী জানিয়ে তাদের কথা তাদের মতো করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এতে শ্রোতাগণ নিজেদের ভাষার তথ্য প্রযুক্তি বিনোদন সব কিছুই আগ্রহের সাথে শুনছেন এবং গ্রহণ করছেন;
সমগ্র কৃষক গোষ্ঠীর পরিবর্তে নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর নিবিড় ও ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটানো;	কৃষি রেডিওর চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এবং সময় সুযোগ আরো বাড়াতে পারলে অল্প ক'বছরের মধ্যেই কৃষি সামাজিক গ্রামীণ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে;
নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক একটি সম্পদ সৃষ্টি করা।	কৃষি রেডিও প্রতিষ্ঠার পর সম্প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে আইসিটি ভিত্তিক কার্যক্রম এসএমএস, ভয়েজ কল, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট এসবের বিস্তৃতি এবং প্রসার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সামনে এগিয়ে যাবার কাজকে ত্বরান্বিত করছে।

১৪। **<u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u>** প্রযোজ্য নয়।

১৫। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৫.১। FAO'র আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত রেডিও ষ্টেশনটি কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক বুঝে নেওয়ার পর স্টেশনটি পরিচালনার বিষয়ে কৃষি তথ্য সার্ভিস কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। অনতিবিলম্বে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে রেডিও ষ্টেশনটির সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৫.২। রেডিও ষ্টেশনের পুরাতন ভবন ও সীমানা প্রাচীরের মেরামত/সংস্কার না করলে ষ্টেশনটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

১৫.৩। প্রকল্পের পিসিআর প্রণয়নের এ বিভাগের নির্ধারিত ছক (০৪) অনুযায়ী সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

১৫.৪। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় বর্তমানে রেডিও'র সম্প্রচার এলাকা বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না।

১৬। **সুপারিশঃ**

১৬.১। FAO'র আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত রেডিও ষ্টেশনটির পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে কৃষি তথ্য সার্ভিস দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ও বিভাগকে অবহিত করবে।

১৬.২। রেডিও স্টেশনের পুরাতন ভবন ও সীমানা প্রাচীরের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬.৩। নিয়মিত সম্প্রচার পরিচালনার জন্য আর্থিক ও জনবল সংস্থানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৬.৪। ভবিষ্যতে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংযোজনপূর্বক সমাপ্ত প্রকল্প প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রণয়নে সংস্থাকে আরও সচেষ্ট হতে হবে।

১৬.৫। রেডিও সম্প্রচার কভারেজ এলাকা বৃদ্ধির নিমিত্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদতি প্রাপ্তির বিষয়ে সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করবে।